বার্ষিক প্রতিবেদন

(২০১৫-২০১৬)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ প্রকাশনা কমিটিঃ

০১	জনাব শামস আল মুজাদ্দিদ, যুগ্ম সচিব	আহবায়ক
০২	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপসচিব	সদস্য
০৩	জনাব মোঃ আব্বাস উদ্দিন, উপসচিব	সদস্য
০৪	জনাব মোহাম্মদ মাহবুব শাহীন, উপসচিব	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ কামাল আতাহার হোসেন, উপপ্রধান	সদস্য
০৬	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, সহকারী প্রধান	সদস্য- সচিব

সম্পাদনা পরিষদঃ

০১	জনাব মোঃ আবুয়াল হোসেন, যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)
০২	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, সহকারী প্রধান

টেকনিক্যাল সহায়তাঃ

জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেন, প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয়।

প্রকাশনা উপদেষ্টা

জনাব মেছবাহ উল আলম, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এর বাণী

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও বিদ্যমান ভূমির পরিমাণ বিবেচনায় ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে ভূমি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 'জাল যার জলা তার' নীতির আলোকে 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ অনুযায়ী জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া কৃষি জমি সুরক্ষা ও কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ''কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন'' নামে একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত খসড়া আইনের ওপর বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিকট হতে মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কৃষি জমি সুরক্ষা করা সম্ভব হবে বলে আমি আশা করছি। সারাদেশে জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১১,৫০৩টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের আদর্শগ্রাম ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৮২,৫৩৫টি গৃহহীন পরিবারের গৃহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০০৯-২০১৬ সময়ে মোট ১৭২৪৭৯টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৮৯৩৯৩ একর খাসজমি বিতরণ করা হয়েছে। গুচ্ছগ্রাম ও চর উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় বরাদ্দকৃত সুবিধাভোগী ভূমিহীনদের জন্য আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য এবং ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য উদ্যোগী হতে আমি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

জনগণের স্বার্থে সরকার 'বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০' পাশ করেছে। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয় আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ কার্যক্রম আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে আমি আশা করছি বর্তমান সরকারের নির্বচনী ইশতেহার অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে আপনারা সচেষ্ট থাকবেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের ঘোষিত 'ভিশন-২০২১' এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সমন্বয় থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার সফল বাস্তবায়নে আমরা সকলেই একাগ্রভাবে কাজ করে যাবো এবং এটাই আমাদের কর্তব্য বলে আমি বিশ্বাস করি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের চলমান কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলো অগ্রগতি নিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রণয়নের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বংগবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শামসুর রহমান শরীফ, এম, পি
মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বাণী

জনসংখ্যা একটি দেশের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচ্য। তবে অতিরিক্ত জনসংখ্যা কোন দেশেরই কাম্য নয়। জনসংখ্যার আধিক্য ও ভূমির পরিমাণ বিবেচনায় রেখে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন তথা ডিজিটাইজেশনের উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার। ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বেহাত খাসজমি জরুরিভাবে উদ্ধার, ভূমিহীনদের খাসজমি বরাদ্দ, গুচ্ছগ্রামে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার গৃহহীনদের পুনর্বাসন, চর উন্নয়ন কার্যক্রমে ভূমিহীনদের খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান, জলমহাল ও বালুমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি জোনিং, ভূমি জরীপ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাগুলো নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আমি আশা করছি ভূমি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তগুলো সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

পরিশেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা সকলেই একাগ্রভাবে কাজ করে যাবো এটাই আমার বিশ্বাস।

আমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের চলমান কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি নিয়ে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬' প্রণয়নের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বংগবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

সাইফুজ্জামান চৌধুরী
প্রতিমন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়

সচিব মহোদয়ের বাণী

যেকোন দেশের জন্য ভূমি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা ভূমি ব্যবস্থাপনা জনমুখী না হলে সমাজ জীবন তথা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা নানামুখী সমস্যায় নিপতিত হয়। প্রত্যেক মানুষ কোন না কোনভাবে ভূমির সাথে সম্পৃক্ত। তাই সভ্যতার ঊষালগ্ন হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ ভূমি নিয়ে চিমত্মা করেছেন, গবেষণা করেছেন এবং তা আইনী কাঠামোতে রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাঁদের চিমত্মার ফসল হিসেবে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে গণমুখী করার জন্য যুগ পরম্পরায় বিভিন্ন নীতিমালা, আইনকানুন ও বিধিবিধান অনুসৃত হয়েছে। পরবর্তীতে, সময়ের প্রয়োজনে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন ও বিধি এ মন্ত্রণালয় হতে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পর হতে জনকল্যাণে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯, বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। সারাদেশে ভূমির সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহার এবং কৃষি জমি সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ''কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন''টি চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে। জমি অধিগ্রহণ পদ্ধতি ও ক্ষতিপূরণ প্রদান যৌক্তিকীরণের জন্য "স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন" প্রণয়নও চুড়ান্ত পর্যায়ে রযেছে। সরকার ঘোষিত ''ভিশন-২০২১'' বাস্তবায়নে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, জেলা পর্যায়ে রেকর্ডরুম ডিজিটাইজেশন, ম্যাপ স্ক্যানিং পূর্বক সংরক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন, ভূমি অফিস নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত উদ্যোগগুলো বাস্তবায়িত হলে ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা ও মামলা-মোকদ্দমা অনেকটাই হ্রাস পাবে এবং জনগণ উন্নততর ভূমি সেবা পাবে।

ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বিতরণ, গুচ্ছগ্রাম সৃজন, নামজারি মোকাদ্দমা নিষ্পত্তি, অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ, বিভিন্ন মোকাদ্দমা নিষ্পত্তি ইত্যাদি কার্যক্রম দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তিসহ ভূমি সেবা প্রার্থীদের সততা ও আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের প্রতিনিয়ত নির্দেশ ও পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের আঙ্গিক, তথ্যসংগ্রহ ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মেছবাহ উল আলম
সচিব

দুটি কথা

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ মোতাবেক প্রত্যেক মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও পরিদপ্তরকে তাদের সম্পাদিত কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক প্রত্যেক মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে চুক্তিবদ্ধ। ফলশ্রুতিতে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। সময়ের সীমাবদ্ধতা ও তথ্যের অবাধপ্রবাহের অভাবে অনেক তথ্যই এ প্রতিবেদনে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তা সত্বেও এবারের প্রতিবেদনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ সালের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানসহ তথ্য দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়টি সহজবোধ্য করার জন্য কর্মকান্ডের ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে। আশা করি প্রতিবেদনটি পাঠ করে জনসাধারণ ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন। তাছাড়া, এ প্রতিবেদন পাঠে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার সম্পাদিত কার্যাবলী এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত সেবা নিয়ে সরকারের ভবিষ্যৎ ডিজিটাল কার্যক্রম পরিকল্পনার একটি সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠবে।

আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এ প্রতিবেদনে তথ্য ও বানান ত্রুটি থাকতে পারে। প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ করার জন্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা কাজে সর্বাত্মক সহযোগীতার জন্য উন্নয়ন অনুবিভাগের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি ধন্যবাদ রইল। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সার্বক্ষণিক উপদেশ ও নির্দেশনা বিনয়াবনত চিত্তে স্মরণ করছি।

মোঃ আবুয়াল হোসেন
যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)

-: সূচিপত্র :-

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়ঃ	এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	বাজেট ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)	২৩
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ/শাখার কার্যাবলী	৩৫
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	ভূমি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমসমূহ	৬১
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	১১৮
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ	ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন কার্যক্রম	১৫৬

প্রথম অধ্যায়ঃ এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি হচ্ছে এ দেশের অন্যতম জাতীয় আয়ের উৎস এবং দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন। তাই এ দেশের ভূমি ও পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, শিল্পপণ্য, ভোগ-বিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদির মূল উৎস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের এ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়নের প্রবণতা বাড়ছে, শিল্পায়নের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত সম্প্রসারণের ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পদের ব্যবহার সঠিক পরিকল্পনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই একটি যথাযথ পরিকল্পনা, নীতির মাধ্যমে এ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয় এর অধীনে কাজ করছে। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর(জেলা প্রশাসক), উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার(ভূমি), ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশীলদারগণ) ভূমি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন। সামগ্রিকভাবে ভূমি মন্ত্রণালয় এর কার্যক্রমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছেঃ ১. নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম ২. সংস্কারমূলক কার্যক্রম ও ৩. উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

এছাড়াও ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়, খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে গণ্য। ভূমি আইন ও বিধি প্রণয়ন, ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ, জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৫০ সনে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন পাশের মাধ্যমে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির পর ভূমি রাজস্ব আদায় ও ভূমি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার রাজস্ব বিভাগ (Revenue Department) সৃষ্টি করে। তৎকালীণ রাজস্ব বিভাগকে সহায়তা করার জন্য প্রাদেশিক সরকারের অধীনে বোর্ড অব রেভিনিউ নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের বোর্ড গঠন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা প্রশাসক, থানা পর্যায়ে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তহসিলদারগণ ভূমি সংক্রান্ত কাজ করতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনে এ মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার" মন্ত্রণালয়।

১৯৭৫ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুনঃনামকরণ করে রাখা হয় আইন ও সংস্কার মন্ত্রণালয় যার দুইটি বিভাগ ছিল যথাঃ

(ক) আইন এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

(খ) ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার বিভাগ।

১৯৭৬ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুন নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পলল্লী উন্নয়ন ও সমায়ায় মন্ত্রণালয়। ১৯৭৮ সনে পুনরায় পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়। ১৯৮২ সনে এই মন্ত্রণালয়ের নাম নতুনভাবে রাখা হয় ভূমি সংস্কার, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৮৪ সালে পুনরায় এই মন্ত্রণালয়কে নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়"। পরবর্তীতে ১লা মার্চ ১৯৮৭ সালে নামকরণ করা হয় "ভূমি মন্ত্রণালয়" যা এখনো বলবৎ আছে।

মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন

রূপকল্প (Vision):

দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ।

মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে একজন মাননীয় মন্ত্রী এবং তাঁকে সহায়তার জন্য একজন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সচিব এবং একজন অতিরিক্ত সচিব ও তিনজন যুগ্মসচিব (ক) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) (খ) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) (গ) যুগ্মসচিব (আইন) রয়েছেন। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৮ জন উপসচিব ও ১ জন উপ-প্রধানের পদ রয়েছে। মোট শাখা রয়েছে ২৪টি।

মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার রাজস্ব প্রশাসনের মূল দায়িত্ব পালন করেন। তাকে সহযোগিতা করার জন্য একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আছেন। জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক নামে সমধিক পরিচিত) রাজস্ব বিষয়ে জেলার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তিনি অতিরিক্ত কালেক্টরের অর্থাৎ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর সহায়তায় রাজস্ব বিভাগের কাজ সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে আরো রয়েছে রেভেনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), ভূমি অধিগ্রহন কর্মকর্তা(এলএও), জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার (জিসিও), রেকর্ডরুম কর্মকর্তা। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কাজের তদারকি করে থাকেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলায় প্রধান রাজস্ব কর্মকতা হিসেবে কাজ করেন। ইউনিয়ন পর্যায়ের ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলোতে আছেন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহসিলদার) ও ইউনিয়ন উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা (সহকারী তহসিলদার)।

মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রামঃ

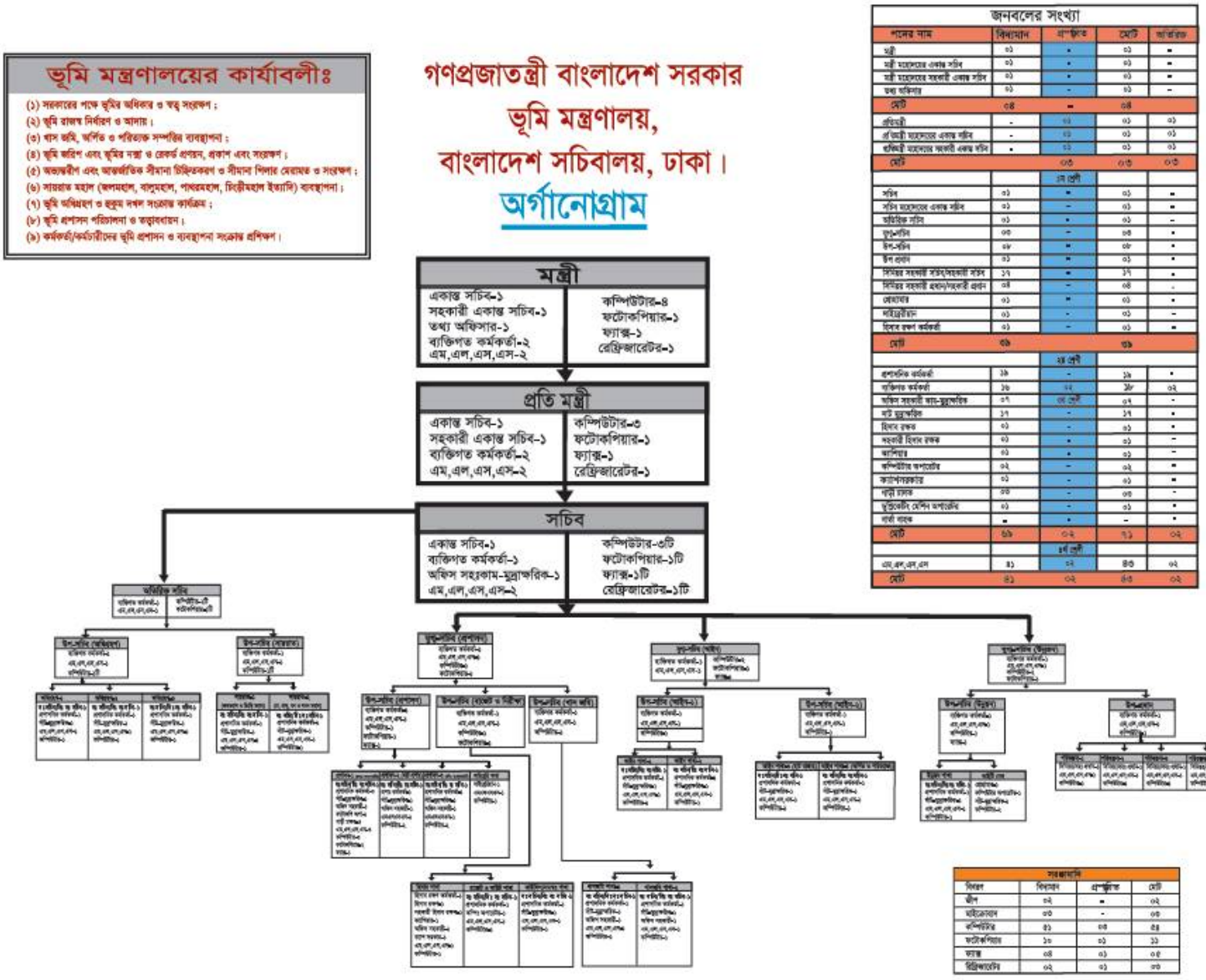

ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলী

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী হচ্ছেঃ

ক. খাস জমির ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদান।

খ. ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায়।

গ. ভূমি জরিপ ও ভূমির যাবতীয় রেকর্ডপত্র প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ।

ঘ. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ।

ঙ. সায়রাত মহালের (জলমহাল, চিংড়ী মহাল ও বালু মহাল ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদান।

চ. অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা।

ছ. ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা।

জ. ভূমি প্রশাসন পরিচালনা ও তার তত্ত্বাবধান।

ঝ. বিসিএস ক্যাডারভুক্ত অফিসারদের সার্ভে সেটেলমেন্ট ট্রেনিংসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

ঞ. বিভিন্ন পর্যায়ে রাজস্ব মামলাসমূহ পরিচালনা ও নিষ্পত্তি, দেওয়ানী মামলায় সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ।

ট. ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা পরিচালনা।

ঠ. সরকারি দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ এর অধীন মামলাসমূহ পরিচালনা।

ড. ভূমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতিমালা, বিধি, আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরঃ

(ক) ভূমি সংস্কার বোর্ড;

(খ) ভূমি আপীল বোর্ড;

(গ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;

(ঘ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;

(ঙ) হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)

(চ) ল্যান্ড কমিশন।

অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মুখ্য কার্যাবলীঃ

ভূমি সংস্কার বোর্ডঃ

১৯৮৯ সনে ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন মোতাবেক এই বোর্ডের সৃষ্টি হয়। ভূমি সংস্কার বোর্ডের কার্যক্রমঃ

১. বিভিন্ন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান।

২. ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সম্পর্কিত মাসিক সংকলিত প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ।

৩. ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহের মধ্যে বাজেট ছাড়করণ।

৪. কোর্ট অব ওয়ার্ডস ও এষ্টেট সমূহের ব্যবস্থাপনা, তদারকি এবং মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

৫. মাঠ পর্যায়ের সকল নন গেজেটেড কর্মচারীদের আমত্মঃবিভাগীয় বদলী এবং

৬. পাঁচ লক্ষ টাকার উর্দ্ধের বালুমহাল, জলমহাল ও পাথর মহাল এর ইজারা বন্দোবস্ত প্রস্তাব অনুমোদন।

ভূমি আপীল বোর্ড

ভূমি আপীল বোর্ড আইন ১৯৮৯ ক্ষমতা বলে এই বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ডের কার্যক্রমঃ অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারদের আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আপীল/রিভিশন মামলার শুনানী ভূমি আপীল বোর্ডে নেয়া হয়।

১. ভূমি সংক্রান্ত মামলার শুনানী (রাজস্ব সম্পর্কীয়)।
২. নামজারী ও জমা খারিজ মামলা।
৩. সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা।
৪. ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা।
৫. ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা।
৬. খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা।
৭. পিডি আর এ্যাক্ট ১৯১৩ এর অধীনে দায়েরকৃত রিভিশন/আপীল মামলা।
৮. অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা।
৯. সরকার কর্তৃক অন্যান্য সময়ে ন্যস্ত দায়িত্ব পালণ।
১০. অধীনস্থ ভূমি আদালত সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং
১১. ভূমি সংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শ প্রদান।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরঃ

১. বিভিন্ন জেলার জরিপ পরিচালনা।
২. মৌজাওয়ারী নক্সা ও রেকর্ড প্রস্তুত।
৩. মৌজা, উপজেলা, জেলা ও সারাদেশের ম্যাপ মুদ্রণ।
৪. জরিপ স্বত্বলিপি মুদ্রণ।
৫. বাংলাদেশের সীমানা চিহ্নিতকরণ ও সীমানা নক্সা তৈরী, বিনিময় এবং অপদখলীয় সম্পত্তির বিরোধ নিস্পত্তি।
৬. আন্তবিভাগ, আন্তজেলা ও আন্তউপজেলা সীমানা নির্ধারণে প্রশাসনকে সহায়তা করা।
৭. কারিগরী ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে থানা ও জেলা সীমানা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়া।
৮. ভূমি সংস্কার ও ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ও আন্তসীমানা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
৯. বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তাদেরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমি জরিপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
১০. বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যদেশের তথা আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ, সীমানা পিলার সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা বিরোধ নিস্পত্তি ও প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক জরিপ পরিচালনা।।
১১. নদীতে জেগে ওঠা জমির জরিপকরণ।

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১. জেলা ও থানা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং

২. সরকারকে ভূমি সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর

অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে নিমণবর্ণিত অফিসমূহের আয় ব্যয় নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করে থাকেঃ

১. জেলা প্রশাসকের দপ্তরের রাজস্ব শাখা, এলএ শাখা, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি শাখা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ

২. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ জোনাল ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ

৩. ভূমি সংস্কার বোর্ড এর অধীনস্থ বিভাগীয় দপ্তরসমূহ

৪. ভূমি আপীল বোর্ড

৫. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৬. গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প এবং

৭. কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর কার্যক্রম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন

পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ জেলায় দীর্ঘদিনের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চটগ্রাম জনসংহতি সমিতির 'শান্তিচুক্তি' সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ধারাবাহিকতায় (৪ নং ধারা অনুসারে) ২০০১ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১' (২০০১ সালের ৫৩ নম্বর আইন) প্রণয়ন করা হয়। এই আইন অনুসারে চেয়ারম্যানসহ মোট পাঁচজন সদস্য এই কমিশনের সদস্য। এঁরা হলেনঃ

(ক) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত পরিষদের একজন সদস্য;

(গ) সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ, পদাধিকারবলে;

(ঙ) চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার বা কর্তৃক মনোনীত একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য এলাকার জমাজমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তি করা। ১৯৯৯ সালের ৩ জুন গঠিত প্রথম এই কমিশনের চেয়ারম্যান এর দায়িত্বে নিয়োগলাভ করেন বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী। কমিশনের ২য় মেয়াদে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন বিচারপতি আব্দুল করিম। ২০০১ সালের ২৯শে নভেম্বর হতে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন

চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান। তাঁর মৃত্যুর পর বর্তমানে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বে রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোহাম্মদ আনোয়ার উল হক।
২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনে কিছু সংশোধন এনে ২০১৬ সালের ৬ অক্টোবর 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৬' বিল সংসদে পাশ হয়।

এক নজরে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনঃ

(১) চরম দারিদ্র দুরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন

কৃষি খাস জমি বিতরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সারাদেশে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভূমিহীন ও অতি দরিদ্রদের মধ্য হতে মোট ২০২৩৭টি ভূমিহীন পরিবারকে (স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে) মোট ১২৮০৬.১৪৮৫ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে ফলে তাদের দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে এবং সমাজে নারীর, বিশেষ করে বিবাহিত মহিলাদের, ক্ষমতায়ন হয়েছে।
গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ৮০০ গৃহহীন পরিবারকে গৃহ নির্মাণসহ তাদের আত্মকর্মসংস্থান মূলক কাজের জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি পরিবারকে মোট ১৫,০০০ (পনের হাজার টাকা) হিসাবে মোট ১,২০,০০,০০০ (এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা) আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের জন্য নগদ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া স্থাপিত গুচ্ছগ্রামগুলোতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৩০টি নলকুপ স্থাপন, ১২টি মাল্টিপারপাস হল স্থাপন, বৃক্ষ রোপনের জন্য ৮০০টি পরিবারের মধ্যে চারা ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(২) অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন মূলক অবকাঠামো নির্মাণ, সামরিক স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য মোট ২০১৩.০১২৮ একর অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর অনুকূলে ১৩৫৩.১০২৩ একর, হাইটেক পার্ক এর অনুকূলে ২১.৬৯ একর, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর অনুকূলে ৭.০২০৭ একর, বিভিন্ন বাহিনীর অনুকূলে ২৮৪.১০৩ একর, শিক্ষা, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এর অনুকূলে ৩৪৪.৮৫৯৮ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।
সরকারের বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রায় ৪৫০০ একর জমি ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৫(১) (বি) মোতাবেক অধিগ্রহণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসকগণ প্রায় ২,৫০০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছেন। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সারা দেশে সর্বমোট বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য প্রায় ৭,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে দেয়া হয়েছে।

(৩) ভূমি সেবা অটোমেশন এবং ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন

- সিএস, এসএ এবং আরএস খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় সারা দেশে ৬১টি জেলার রেকর্ডরুমে এ পর্যন্ত ১কোটি ৪০ লক্ষ খতিয়ানের ডাটা কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে এবং ১৯,৭০৬টি ম্যাপ স্ক্যান করে কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে।
- সকল জেলার রেকর্ডরুম হতে জনগণের চাহিদা মোতাবেক কম্পিইটারাইজড খতিয়ান সরবরাহ করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও চাহিদা মোতাবেক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে খতিয়ানের জন্য আবেদন করে জমির মালিকগণ নিজ ইউডিসি থেকেই জমির খতিয়ান সংগ্রহ করতে পারছেন।
- জরীপ কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করার জন্য মোহনপুর (রাজশাহী), আমতলী (বরগুনা) ও জামালপুর সদর উপজেলার মোট ৫১২টি মৌজার মধ্যে ইতোমধ্যে ১২০টি মৌজার ডিজিটাল ডাটা সংগ্রহ, ১২০টি মৌজার খানাপুরি কাম বুজারত, ৩১টি মৌজার তসদিক, ২৪টি মৌজার ডিপি, ১৬ টি মৌজার আপত্তি এবং ০৪টি মৌজার আপিল সম্পন্ন হয়েছে।
- সারাদেশের মোট ৩৫টি উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর উদ্ভাবিত ল্যান্ড অটোমেশন উদ্ভাবন কাঠামোর আওতায় নামপত্তন মোকাদ্দমা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।
- Land Information Service Framework- LISF সংক্রান্ত কাঠামোর প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পূর্ণাংগ ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি ১০টি মডিউল সমৃদ্ধ Land Information Management System-LIMS নামক একটি সফটওয়্যার এবং এর ইউজার ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে যা সহকার কমিশনার (ভূমি) দের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হবে। ১৩টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসে এবং প্রতিটি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসের অধীনে ২টি করে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে এই সফটওয়্যার এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ডিএলএমএস) এর আওতায় ৪৬টি উপজেলা/ সার্কেল ভূমি অফিসে নামজারি মোকাদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে যা খুব শীঘ্রই চালু করা হবে।
- ভূমি আপিল বোর্ডের আপিল নিষ্পত্তিমূলক কার্যক্রম ডিজিটাল করার অংশ হিসাবে Development of Web based Land Appeal Case Management Application System and Digital Library for Land Appeal Board নামক একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- দেশের ঢাকা ও সিলেট বিভাগের ১৭১টি রাজস্ব সার্কেল ও ৮৮৫টি ইউনিয়ন ও পৌর ভূমি অফিসে কম্পিউটার, মডেম ও প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছে।
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য ‘পে-রোল সাভিস সফটওয়্যার’ তেরী করে বেতন ভাতাদি, বিল তৈরী ও হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- ভূমি মন্ত্রণালয় এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যামান ভূমি সংক্রান্ত রীট, মামলা-মোকাদ্দমা ডিজিটাল ওয়েতে মনিটরিংয়ের জন্য ‘সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ নামক একটি সফটওয়্যার develop করা হয়েছে।

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ৯টি প্রকল্পে মোট ১০৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(৪) রাজস্ব সংগ্রহ

ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ৫২৮ কোটি, জলমহাল ইজারা বাবদ ৭৭ কোটি, চিংড়িমহাল ইজারা বাবদ ১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, বালুমহাল ইজারা বাবদ ৪৮ কোটি টাকা, হাটবাজার, লবণ মহাল এবং বিবিধখাতের আয়সহ মোট ১০৯২.৫৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

(৫) ভূমি জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রম

জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ৬৬৭টি মৌজা জরীপ, ১১.৮৬ লক্ষ স্বত্বলিপি প্রস্তুত, ১৪.৫৩ লক্ষ স্বত্বলিপি প্রকাশ, ১৫.৯৯ লক্ষ স্বত্বলিপি জেলা প্রশাসক বরাবর হস্তান্তর এবং ১৪.৫৩ লক্ষ স্বত্বলিপি জমির মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও ২.৮২ লক্ষ ম্যাপ জনসাধারণের নিকট বিক্রি করা হয়েছে। ০৭টি জেলার সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে। ৮৩টি মৌজার ১৮৩টি জিওডেটিক পিলারের মান নির্ণয় করা হয়েছে।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে সর্বমোট ২৬০টি সীমানা পিলার নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অধুনালুপ্ত অপদখলীয় ও অমিমাংসিত এলাকায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ২২৯টি সীমানা পিলার ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এ অর্থ বছরে মহাপরিচালক / পরিচালক পর্যায়ে ২টি যৌথ সীমানা সম্মেলন ও ২টি যৌথ মাঠ পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ভারত পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে সীমান্তে পত্র বিনিময় এর অনুসরণে ৩১ জুলাই ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ মধ্যরাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ১১১টি ছিটমহলের ১৭১৬০.৬৩ একর ভূমি এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলের ৭,১১০.০২ একর ভূমি হস্তান্তর করা হয়। ফলে ১৭১৬০.৬৩ একর ভূমি বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের সাথে একীভূত হয়েছে। উক্ত ছিটমহলগুলিতে বসবাসকারী জনগণের ভূমির মালিকানার জন্য স্বত্বলিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল জরিপ কাজ চলমান আছে।

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় হতে কেবল ৪১৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্ব বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)' হতে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন কানুন ও নীতিমালা, ভূমি জরিপসহ রেকর্ড সংরক্ষণ, সংশোধন এবং ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন কানুন সম্পর্কে ৫৩ টি কোর্সে ২৫৭ জন কর্মকর্তা এবং ১৬৮২ জন কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে

ভূমি জরিপ, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে, জি আই এস কোর্স, জিপিএস কোর্স, আইসিটি ইত্যাদি ট্রেডে মোট ৬৪৮ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মোট ১১৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৩৮৩৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছ।

(৭) অডিট আপত্তি ও রাজস্ব মামলা নিষ্পত্তি

- ২০১৫-১৬ সালে প্রাপ্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৮৬৮টি। অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৬১৯.৪৫ কোটি টাকা। এ সময় নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি ১৫০২টি এবং নিষ্পত্তির সাথে সম্পর্কিত টাকার পরিমাণ ২.৬৩৫ কোটি টাকা।
- রাজস্ব ব্যবস্থাপনার আওতায় সারাদেশে মোট ২৩.০৫ লক্ষ নামপত্তন মোকদ্দমা, ১৪৯৫০ টি মিস মোকদ্দমা এবং ২৪৩২৮টি রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

(৮) ইউনিয়ন/উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসের অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

- সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের জন্য ৪৯৪টি ডাবল কেবিন পিক আপ ও ৪৯৪ জন ড্রাইভারের পদ TO&E তে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- সারাদেশে ভূমি সংক্রান্ত খতিয়ান ও অন্যান্য তথ্যাবলী সংরক্ষণের নিমিত্ত বিদ্যমান দূর্বল অবকাঠামো এর পরিবর্তে নতুনভাবে ১৮০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আরো প্রায় ২৫০টি ভূমি অফিস নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এছাড়া পুরাতন ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ মেরামতের জন্য বিভিন্ন জেলায় প্রায় ১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- জেলা রাজস্ব প্রশাসনে ৩য় শ্রেণীর ৩৪৬ টি ও ৪র্থ শ্রেণীর ১০০টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। জরীপ বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়েগের জন্য ৩৫টি পদের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডের ৫টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

- ১৮-১২-২০১৫ তারিখের ৭৫০ নং স্মারকে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি, পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে জেলা প্রশাসন, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারদের ওপর ক্ষমতা অর্পন করে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাজেট ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

(ক) বাজেট ২০১৫-১৬

সম্পুরক মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবী (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৮৫.৪৬ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ১৪১.৬২ কোটি টাকা। অনুনয়ন ও উন্নয়ন উভয় খাত মিলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১০৮৩.৯২ কোটি টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা-উপজেলা-ইউনিয়নসমূহে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রাতিষ্ঠানিক কোডভিত্তিক নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	বিবরণ	সংশোধিত ২০১৫-১৬	বাজেট ২০১৫-১৬
	প্রশাসন		
৪৬০১	সচিবালয়	১৭১,২১,৫৩	১৪২,৬৪,২০
৪৬০২	হিসাব নিয়ন্ত্রক-রাজস্ব	১৩,৬২,৩৮	৯,৮৩,৬০
৪৬০৭	ভূমি সংস্কার বোর্ড	৬,৫৬,৭৪	৪,৩৫,১৫
৪৬০৯	ভূমি আপীল বোর্ড	২,৯৯,৭৪	২,৩৪,৮৮
৪৬১১	ল্যান্ড কমিশন	৬৭,৬২	৩৯,৮৫
	মোট-প্রশাসন	**১৯৫,০৮,০১**	**১৫৯,৫৭,৬৮**
	ভূমি ব্যবস্থাপনা		
৪৬৩২	জেলা কার্যালয়সমূহ	৭৩,৮২,৮২	৫৮,৫৩,৮৪
৪৬৩৩	উপজেলা কার্যালয়সমূহ	১৫৬,৩১,০৭	১১৬,৫৯,৯০
৪৬৩৪	ইউনিয়ন ভূমি অফিসমূহ	৩০৫,৭৬,৩৯	২৩৫,৫২,৯৫
৪৬৩৬	ভূমি প্রশিক্ষণকেন্দ্র	২,৭৩,৪৪	১,৯৯,৫৩
৪৬৩৭	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১৪৩,৬৯,৫০	১১৫,৩৩,৫০
	মোট-ভূমি ব্যবস্থাপনা	**৬৮২,৩৩,২২**	**৫২৭,৯৯,৭২**
	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচী		

৪৬৯৬	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচী	৮,০৪,৩০	৩,৪২,৬০
	মোট-রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচী:	**৮,০৪,৩০**	**৩,৪২,৬০**
	(ক) উপমোট **(**অনুন্নয়ন খাত**):**	**৮৮৫,৪৫,৫৩**	**৬৯১,০০,০০**
	(খ) উপমোট (উন্নয়ন খাত)	১৫৯,৯৫,২২	১৯৮,৪৫,৭৮
	সর্বমোট- ভূমি মন্ত্রণালয় (ক+খ)	১০৮৩,৯১,৩১	৮৮৯,৪৫,৭৮
	কথায়ঃ	এক হাজার তিরাশি কোটি একানব্বই লক্ষ একত্রিশ হাজার মাত্র।	আটশ উননব্বই কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার মাত্র।

খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

সরকারের রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যেমাত্রা নিয়ে প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২০ কে সঠিকভাবে, দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) চালু করেছে। এটি বর্তমান সরকারের একটি অনন্য উদ্ভাবন কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনার আলোকে এক অর্থ বছরে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে চুক্তি করতে হয়। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রমকে বিভিন্ন ইন্ডিকেটরে বিভক্ত করে উক্ত নির্দেশক কিভাবে কতটুকু বাস্তবায়ন করা হবে তা এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) উল্লেখ থাকে। বছর শেষে এই চুক্তির নির্দেশক অনুসারে ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন পূর্বক সকল মন্ত্রণালয়ের একটি গ্রেডিং তালিকা করা হয়ে থাকে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরঃ

২০-০৯-২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ০৮-২০-২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। একইভাবে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য ০৪-০৮-২০১৬ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৫-১৬ সালের সম্পাদিত ও নিষ্পত্তিকৃত কাজের ওপর ভিত্তি করে ভূমি মন্ত্রণালয় মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮৩.২৪ নম্বর অর্জন করে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মূল্যায়ন প্রতিবেদন নিম্নে ছক আকারের উপস্থাপন করা হলোঃ

(১) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা - সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ রূপকল্প

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে ভূমি মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ড হালকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অপদখলীয় ও অমিমাংসিত সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে অপদখলীয় ও অমিমাংসিত এলাকায় ১১২৪টি ষ্ট্রিপম্যাপ উভয় দেশের প্রতিনিধি দ্বারা যৌথ স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রায় ৬৫ হাজার ভূমিহীনকে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানসহ ৯১টি গুচ্ছগ্রামে ৩৫৩১টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ৪১০৫৪টি মৌজা জরিপ, ৩৫৫৩৬টি মৌজার খতিয়ান প্রস্তুত, ২৫,৩৫২টি মৌজার খতিয়ান মূদ্রণ ও ২০৭৯৪টি মৌজার গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রিন্টিং এর জন্য হেইডেলবার্গ মেশিন স্থাপনসহ ১,১৫,০২৫টি ম্যাপস্ক্যান, ৪,৩৭,৪৪১টি সিটি জরিপ খতিয়ান ও ৯১,৪৪,৭৬৫টি আরএস খতিয়ান সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রায় ৯০০০ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের ২১২টি উপজেলায় ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ প্রস্তুতসহ অনলাইনে ৭০ লক্ষ খতিয়ান জনসাধারণকে সরবরাহ করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ

ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অনলাইন সেবা প্রদান কার্যক্রমে জরিপ বিভাগে প্রশিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল ও সফটওয়ারের অভাব রয়েছে। মাঠপর্যায়ে রাজস্ব সার্কেল বৃদ্ধি ও ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি অফিস সৃজিত না হওয়ায় এবং বর্তমান অনুমোদিত জনবলের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনেক পদশূন্য থাকায় ভূমি সংক্রান্ত স্বাভাবিক সেবা প্রদানে সমস্যা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

ঢাকা ও সিলেট বিভাগ ব্যতীত অপর ছয়টি বিভাগের সকল রাজস্ব অফিসে আইটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে। সমগ্র দেশে ডিজিটাল জরিপ চালু করণসহ অনলাইনে নক্সা ও খতিয়ান বিতরণ, সকল ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজড করা, সারাদেশে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ৩৬০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ, ৭টি বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ২০টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস প্রতিষ্ঠা, সার্ভে ও সেটেলমেন্ট একাডেমী স্থাপনসহ সকল জরিপ ও রাজস্ব অফিসেই – হাজিরা চালু করা হবে। সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশনসহ দেশের ৬৪টি রেকর্ডরুম অটোমেশন করা হবে। সকল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে ম্যাপ ও খতিয়ানের কপি অনলাইনে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হবে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- ২০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও ৩০০০ জন গৃহহীনকে গুচ্ছগ্রামে পূনর্বাসন করা হবে।

- ১১৮৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়, ২৩.৬০ লক্ষ নামপত্তন মোকদ্দমা, ১৬৬০০ সার্টিফিকেট মোকদ্দমা ও ১৫০০০ মিস মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা হবে। ৭০০০ জলমহাল, ৪৭০টি বালু মহাল ও৬৫০০টি হাট বাজার ইজারা দেয়া হবে।
- ৬.০০ লক্ষ খতিয়ান ও ৩.৫০ লক্ষ ম্যাপ প্রস্তুত পূর্বক ভূমি মালিকদের নিকট হস্তান্তর, ২০০.০০ লক্ষ খতিয়ান ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হবে এবং ৫০০টি সীমানা পিলার মেরামত ও সংস্কার করা হবে।
- ৩৯৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্ব ও জরিপ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
- ৪৯১৩টি অফিস/ইউনিট নিরীক্ষা করা হবে।

সেকশন-১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision):

দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

স্বচ্ছ, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ১. ভূমি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন ;
- ২. জরিপ, রেকর্ড সংশোধন ও ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম জোরদারকরণ ;
- ৩. ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা হ্রাস।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- ২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
- ৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
- ৪. কর্মপরিবেশ উন্নয়ন
- ৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা
- ৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

- ১. ভূমি স্বত্ব ও মালিকানা সংরক্ষণ;
- ২. ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়;
- ৩. খাস, অর্পিত ও পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা;
- ৪. ভূমি জরিপ, ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুতকরণ;
- ৫. সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা;
- ৬. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সমস্যা নিষ্পত্তি, সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং
- ৭. ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল।

সেকশন ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২০১৭	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা সমূহের নাম	উপাত্ত সূত্র
						২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯		
১. নিষ্কন্টক ভূমি স্বত্ব	স্বত্বলিপি হস্তান্তর ও হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১৭	১৯	২২	২৫	২৮	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ভূমি সংস্কার বোর্ড/ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
২. ভূমি তথ্যে সহজ প্রবেশাধিকার	সরবরাহকৃত ডিজিটাইজড খতিয়ান	%	৩	৯	২০	৩০	৩৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ভূমি সংস্কার বোর্ড/ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
৩. ভূমিহীনদের সংখ্যা হ্রাস	পূনর্বাসিত ভূমিহীন পরিবার	%	১.৫০	২.০০	২.৫০	৩.০০	৩.৫০	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ভূমি সংস্কার বোর্ড/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন-৩
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:														
[১] ভূমি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন ;	৪০	[১.১] রেকর্ড হালকরণ	[১.১.১] হালনাগাদকৃত খতিয়ান	সংখ্যা (লক্ষ)	১০.০০	২৩.০৫	১৮.০০	২৩.৬০	২৩.৪০	২৩.৩০	২৩.২০	২৩.১০	২৪.০০	২৪.৫০
		[১.২] ভূমি রাজস্ব আদায়	[১.২.১] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সাঃ)	টাকা (কোটি)	৫.০০	৩০২.৫৪	২৬৮.০০	৬৩০.০০	৬০০.০০	৫৮০.০০	৫৫০.০০	৫০০.০০	৬৫০.০০	৬৬০.০০
			[১.২.২] ভূমি উন্নয়ন কর ব্যতীত আদায়কৃত অন্যান্য ভূমি রাজস্ব	টাকা (কোটি)	১.০০	৩১৫	৬৫	১৯৫.০০	১৮০.০০	১৬০.০০	১৫৫.০০	১৫০.০০	২০০.০০	২২৫.০০
			[১.২.৩] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সংস্থা)	টাকা (কোটি)	১.০০	৭৭.৯৩	১১.০০	১০০.০০	৯৫.০০	৯০.০০	৮৫.০০	৭৮.০০	১০৫.০০	১১০.০০
		[১.৩] কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়	[১.৩.১] আদায়কৃত কর বহির্ভূত রাজস্ব	টাকা (কোটি)	২.০০	৪৫২.০০	৬৭.০৮	২৬৪.০০	২৪০.০০	২৩০.০০	২১০.০০	২০০.০০	২৬৫.০০	২৭৭.০০
		[১.৪] সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা	[১.৪.১] ইজারাকৃত জলমহাল	সংখ্যা	১.০০	১৫০	৬০০০	৭০০০	৬৮০০	৬৫০০	৬৩০০	৬১০০	৭৮০০	৭৮০০
			[১.৪.২] ইজারাকৃত বালুমহাল	সংখ্যা	১.০০	৩৫৩	৪৫০	৪৭০	৪৬৫	৪৬০	৪৫৫	৪৫০	৪৯০	৪৯০
		[১.৪] সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা	[১.৪.৩] ইজারাকৃত হাটবাজার	সংখ্যা	১.০০	৬০৩২	৬১৫৭	৬৫০০	৬৪০০	৬২০০	৬১০০	৬০৫০	৬৮০০	৬৮০০
		[১.৫] ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[১.৫.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২.০০	৩২৫০	২৩৬৯	৩৭৯০	৩৬০০	৩৫০০	৩৩৫০	৩৩০০	৩৬৪৭	৩৭২৫
		[১.৬] বিসিএস ক্যাডার ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	[১.৬.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিসিএস ক্যাডার ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	সংখ্যা	২.০০	২৫৪	১২৯	১৪০	১৩৮	১৩৫	১৩২	১৩০	১৪০	১৫০
		[১.৭] ভূমি অধিগ্রহণ	[১.৭.১] অধিগ্রহণকৃত ভূমি	একর	১.০০	১০৮৮২.০১	২৯৬৩.৩৭০১	৩৫০০	৩৩৫০	৩২০০	৩১০০	৩০০০	৫৫০০	৫৮০০
		[১.৮] ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি	[১.৮.১] রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক মিসকেস নিষ্পত্তিকরণ	কেসসংখ্যা	৩.০০	২১৪৫	১৩৯৫২	১৫০০০	১৪৭৫০	১৪৫০০	১৪২০০	১৪০০০	১৫২৫০	১৫৫০০
		[১.৯] সার্টিফিকেট কেস নিষ্পত্তি	[১.৯.১] সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টিফিকেট মোকদ্দমা	সংখ্যা	২.০০	১৯৮০৭	৭৭১৭	১৬৬০০	১৬৩০০	১৬০০০	১৫৭০০	১৫৫০০	১৬৭০০	১৬৮০০
		[১.১০] ভূমি আপীল বোর্ডের আপীল মামলা নিষ্পত্তি	[১.১০.১] নিষ্পত্তিকৃত আপীল মামলা	সংখ্যা	২.০০	৫৫৭	৪০৮	৪৬০	৪৫৫	৪৫০	৪৪৫	৪৪০	৪৬১	৪৬২
		[১.১১] কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর ভূমি ব্যবস্থাপনা (ঢাকা নওয়াব এস্টেট)	[১.১১.১] লীজ প্রদানকৃত জমির পরিমান	একর	০.৫০	২০.০০	১৭.১৩	২৪	২৩	২২	২১	২০	২৫	২৬
			[১.১১.২] লীজ বাবদ আদায়কৃত অর্থ	টাকা (কোটি)	০.৫০	১.৪৪	১.০৩	১.৭৫	১.৬০	১.৫৫	১.৫০	১.৪৫	২.০০	২.১০
		[১.১২] কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর ভূমি ব্যবস্থাপনা (ভাওয়াল রাজ এস্টেট)	[১.১২.১] লীজ প্রদানকৃত জমির পরিমাণ	একর	০.৫০	৫০.৪২	৩৫.৩০	৫৫.০০	৫৩.০০	৫২.০০	৫১.০০	৫০.০০	৬০.০০	৭০.০০
			[১.১২.২] লীজ বাবদ	টাকা	০.৫০	২.০৬	১.১০	২.২০	২.১০	২.০৫	২.০০	১.৮০	২.৩০	২.৪০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:														
			আদায়কৃত অর্থ	(কোটি)										
		[১.১৩] নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	[১.১৩.১] নিরীক্ষাকৃত অফিস	সংখ্যা	২.০০	৪৮৯০	৩৬৯৫	৪৯১৩	৪৯০৫	৪৯০০	৪৮৯৫	৪৮৯০	৪৯১৩	৪৯১৩
		[১.১৪] ভূমি অফিস নির্মাণ	[১.১৪.১] নির্মাণকৃত ইউনিয়ন ভূমি অফিস	সংখ্যা	২.০০	০	০	২০০	১৯৫	১৯০	১৮৫	১৮০	২২৫	৭৫
[২] জরিপ, রেকর্ড সংশোধন ও ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম জোরদারকরণ ;	৩২	[২.১] মৌজা জরিপকরণ	[২.১.১] জরিপকৃত মৌজা	সংখ্যা	৫.০০	৮৪৩	৪৬৪	৬০০	৫৫০	৫৩০	৫০০	৪৭০	৭০০	৮০০
		[২.২] স্বত্বলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশ	[২.২.১] প্রস্তুতকৃত স্বত্বলিপি	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	১১.৩৪	১১.৫৬	৬.০০	৫.৯	৫.৭	৫.৬	৫.৫০	৬.৫০	৬.৫০
			[২.২.২] স্বত্বলিপি প্রকাশ	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	২২.১১	১১.৩৬	৬.০০	৫.৯	৫.৭	৫.৬	৫.৫০	৬.৫০	৬.৫০
		[২.৩] স্বত্বলিপি হস্তান্তর	[২.৩.১] ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	১৬.২৪	১২.১৩	৬.০০	৫.৯	৫.৭	৫.৬	৫.৫	৬.৫০	৬.৫০
			[২.৩.২] ভূমি মালিকদের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	২২.১১	১১.৩৬	৬.০০	৫.৯	৫.৭	৫.৬	৫.৫০	৬.৫০	৬.৫০
		[২.৪] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	[২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ	সংখ্যা	৩.০০	৭	৩	৪	৩	০	০	০	৪	৪
			[২.৪.২] সংরক্ষণওমেরামতকৃত সীমানাপিলার	সংখ্যা	১.০০	৯৬৬	১৬০	৫০০	৪৫০	৪০০	৩৭৫	৩৫০	৫২৫	৫৫০
		[২.৪] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	[২.৪.৩] যৌথ সীমান্ত সম্মেলন	সংখ্যা	১.০০	৫	২	৩	২	০	০	০	৫	৫
			[২.৪.৪] যৌথভাবে সীমানা পরিদর্শন	সংখ্যা	১.০০	১	৫	৫	৪	০	০	০	৫	৫
		[২.৫] স্বত্বলিপি কম্পিউটারে সংরক্ষণ	[২.৫.১] সিএস, এসএ ও আরএস খতিয়ান কম্পিউটারাইজডকৃত	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	০	২২.০০	২০০.০০	১৯০.০০	১৮০.০০	১৭০.০০	১৬০.০০	২০০.০০	
		[২.৬] স্বত্বলিপি ও ম্যাপ সরবরাহকরণ	[২.৬.১] জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার গণের নিকট স্বত্বলিপি সরবরাহকরণ	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	১৫.৬৯	৮.২১	৮.০০	৭.৮০	৭.৫০	৭.২০	৭.০০	৯.০০	৯.০০
			[২.৬.২] জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারগণের নিকট ম্যাপ সরবরাহকরণ	সংখ্যা(লক্ষ)	৩.০০	২.৩২	৩.০	৩.৫০	৩.৪০	৩.৩৫	৩.২৫	৩.০০	৩.৭৫	৪.০০
[৩] ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা হ্রাস।	৮	[৩.১] কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.১.১] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি	একর	২.০০	৭৫১৮	১১৩২৬.০৪৩৮	৮০০০	৭৮০০	৭৭০০	৭৬০০	৭৫৫০	৫০০০	৫০০০
			[৩.১.২] সনাক্তকৃত ভূমিহীন	সংখ্যা	২.০০	১৪০৫০	১৫৫১৪	১৬০০০	১৫৯০০	১৫৮০০	১৫৬০০	১৫৫০০	২১০০০	২১০০০
			[৩.১.৩] নিষ্পত্তিকৃত বন্দোবস্ত মোকদ্দমা	সংখ্যা	২.০০	১১৪৫৬	৯০৩০	৯০৫০	৯০৪৫	৯০৪০	৯০৩৫	৯০৩০	১০০০০	১০৫০০
		[৩.২] অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.২.১] বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি	একর	১.০০	১০২৩৮	৪৪১২.১১২৬	৫০০	৪০০	৩৫০	৩২৫	৩০০	১০০০	১০০০
		[৩.৩] গুচ্ছগ্রাম সৃজন	[৩.৩.১] গৃহহীনদের জন্য নির্মাণকৃত ঘর	সংখ্যা	১.০০	০	১৪৭	৩০০০	২৮০০	২৭০০	২৬০০	২৫০০	৩০০০	৩১০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগতউদ্দেশ্যেরমান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদনসূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকেরমান	ভিত্তিবছর২০১৪-২০১৫	প্রকৃতঅর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানেরনিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	৬	[১.১] ২০১৬-১৭অর্থ বছরের খসড়া বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি দাখিল	[১.১.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			১৫-০৫-২০১৬	১৬-০৫-২০১৬	১৭-০৫-২০১৬	১৮-০৫-২০১৬	১৯-০৫-২০১৬		
		[১.২] ২০১৫-১৬অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[১.২.১] নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			১৪-০৮-২০১৬	১৬-০৮-২০১৬	১৭-০৮-২০১৬	১৮-০৮-২০১৬	২১-০৮-২০১৬		
		[১.৩] ২০১৬-১৭অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	[১.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণীত ও দাখিলকৃত	সংখ্যা	১.০০			৪	৩	২				
		[১.৪] ২০১৬-১৭অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[১.৪.১] নির্ধারিত তারিখে অর্ধ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			৩১-০১-২০১৭	০১-০২-২০১৭	০২-০২-২০১৭	০৫-০২-২০১৭	০৬-০২-২০১৭		
		[১.৫] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	[১.৫.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১.০০			৩০-০৬-২০১৬						
		[১.৬] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান	[১.৬.১] বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরিত কর্মকর্তা	সংখ্যা	১.০০			৩	২	১				
[২] কার্যপদ্ধতিওসেবারমানোন্নয়ন	৫	[২.১] ই-ফাইলিংপদ্ধতি প্রবর্তন	[২.১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তিত	তারিখ	১.০০			২৮-০২-২০১৭	৩০-০৩-২০১৭	৩০-০৪-২০১৭	৩১-০৫-২০১৭	২৯-০৬-২০১৭		
		[২.২] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ	[২.২.১] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারিকৃত	%	১.০০			১০০	৯০	৮০				
		[২.৩] সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[২.৩.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অধিক সংখ্যক অনলাইন সেবা চালুর লক্ষ্যে সেবাসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণীত এবং অগ্রাধিকার নির্ধারিত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	০৭-১২-২০১৬	১৪-১২-২০১৬	২১-১২-২০১৬	২৮-১২-২০১৬		
			[২.৩.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অধিক সংখ্যক সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণীত এবং অগ্রাধিকার নির্ধারিত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	০৭-১২-২০১৬	১৪-১২-২০১৬	২১-১২-২০১৬	২৮-১২-২০১৬		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগতউদ্দেশ্যেরমান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদনসূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকেরমান	ভিত্তিবছর২০১৪-২০১৫	প্রকৃতঅর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানেরনিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		[২.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	১.০০			৯০	৮০	৭০	৬০	৫০		
[৩] দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	৩	[৩.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৩.১.১] প্রশিক্ষণের সময়*	জনঘন্টা	১.০০			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		
		[৩.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	[৩.২.১] ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			৩১-০৭-২০১৬	১৪-০৮-২০১৬					
			[৩.২.২] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১.০০			৪	৩	২				
[৪] কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন	৩	[৪.১] অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন রাখা	[৪.১.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	৩১-১২-২০১৬	৩১-০১-২০১৭				
		[৪.২] সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (waiting room) এরব্যবস্থাকরা	[৪.২.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার চালুকৃত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	৩১-১২-২০১৬	৩১-০১-২০১৭				
		[৪.৩] সেবার মান সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	[৪.৩.১] সেবার মান সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	৩১-১২-২০১৬	৩১-০১-২০১৭				
[৫] তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা	২	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্যবাতায়নহালনাগাদকৃত	%	১.০০			১০০	৯০	৮০	৭৫	৭০		
		[৫.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	[৫.২.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১.০০			১৫-১০-২০১৬	২৯-১০-২০১৬	১৫-১১-২০১৬	৩০-১১-২০১৬	১৫-১২-২০১৬		
[৬] আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১	[৬.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৬.১.১] বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১.০০			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		

*সাময়িক (provisional) তথ্য

২০১৫-১৬ সনের বার্ষিক কর্মসম্পান চুক্তির মূল্যায়নঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ভূমি মন্ত্রণালয়ে সম্পাদিত কর্মের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) তে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত মান ৮৩.২৪। ২০১৫-১৬ সনের বার্ষিক কর্মসম্পান চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলোঃ

							পরিমাপের মান						সাফল্য		
ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান(Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	অর্জন (মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা অনুমোদিত)
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	ভূমি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন;	৪৪	[১.১] রেকর্ড হালকরণ	[১.১.১] হালনাগাদকৃত খতিয়ান	সংখ্যা (লক্ষ)	১২.০০	২৩.৫০	২৩.৪০	২৩.৩০	২৩.২০	২৩.১০	২৩.৭	১০০.০০	১২	
			[১.২] ভূমি রাজস্ব আদায়	[১.২.১] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সাঃ)	টাকা(কোটি)	৬.০০	৬২৫.০০	৬০০.০০	৫৮০.০০	৫৫০.০০	৫০০.০০	৪৩৬	০.০০	০	
				[১.২.২] ভূমি উন্নয়ন কর ব্যতিত আদায়কৃত অন্যান্য ভূমি রাজস্ব	টাকা(কোটি)	৩.০০	৩৫২.৬১	৩৪০.০০	৩৩০.০০	৩২০.০০	৩১৬.০০	৩৭৭.১৬	১০০.০০	৩	
				[১.২.৩] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সংস্থা)	টাকা(কোটি)	১.০০	১০০.০০	৯৫.০০	৯০.০০	৮৫.০০	৭৮.০০	৯২	৮৪.০০	০.৮৪	
			[১.৩] কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়	[১.৩.১] আদায়কৃত কর বহির্ভূত রাজস্ব	টাকা(কোটি)	৩.০০	৫০০.০০	৪৮৫.০০	৪৭৫.০০	৪৬৫.০০	৪৫৫.০০	১০২.১৩	০.০০	০	
			[১.৪] সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা	[১.৪.১] ইজারাকৃত জলমহাল	সংখ্যা	১.০০	১৬০	১৫৮	১৫৬	১৫৪	১৫২	৭৮০০	১০০.০০	১	
				[১.৪.২] ইজারাকৃত বালুমহাল	সংখ্যা	১.০০	৩৬০	৩৫৮	৩৫৬	৩৫৫	৩৫৩	৩৬২	১০০.০০	১	
				[১.৪.৩] ইজারাকৃত হাটবাজার	সংখ্যা	১.০০	৬৫০০	৬৪০০	৬৩০০	৬২০০	৬০৫০	৬৫১০	১০০.০০	১	
			[১.৫] ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[১.৫.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২.০০	৩৭০০	৩৫০০	৩৪০০	৩৩০০	৩২৫০	৩৭১৮	১০০.০০	২	
			[১.৬] বিসিএস ক্যাডার ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	[১.৬.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিসিএস ক্যাডার ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	সংখ্যা	২.০০	১৫০	১৪০	১৩০	১২০	১১০	১৫৫	১০০.০০	২	
			[১.৭] ভূমি অধিগ্রহণ	[১.৭.১] অধিগ্রহণকৃত ভূমি	একর	২.০০	৫০০০.০০	৪০০০.০০	৩৫০০.০০	৩৩০০.০০	৩০০০.০০	৩৮৬৩.০৪৩	৮৭.২৬	১.৭৫	
			[১.৮] ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি	[১.৮.১] রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক মিসকেস নিষ্পত্তিকরণ	কেস সংখ্যা	৩.০০	২৬৫০	২৫০০	২৪৫০	২৪০০	২৩৭০	১৪৯৫০	১০০.০০	৩	
			[১.৯] সার্টিফিকেট কেস নিষ্পত্তি	[১.৯.১] সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টিফিকেট মোকদ্দমা	সংখ্যা	৩.০০	১৬৫০০	১৬৩০০	১৬০০০	১৫৭০০	১৫৫০০	২৪৩২৮	১০০.০০	৩	
			[১.১০] কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর ভূমি ব্যবস্থাপনা (ঢাকা নওয়াব এস্টেট)	[১.১০.১] লিজ প্রদানকৃত জমির পরিমান	একর	০.৫০	২৫.০০	২৪.০০	২৩.০০	২২.০০	২১.০০	২৬.১৭	১০০.০০	০.৫	
				[১.১০.২] লিজ বাবদ আদায়কৃত অর্থ	টাকা(কোটি)	০.৫০	২.৫১	২.০০	১.৭৫	১.৫০	১.৪৫	১.৫৪	৭১.৬০	০.৩৬	
			[১.১১] কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর ভূমি ব্যবস্থাপনা (ভাওয়াল রাজ এস্টেট)	[১.১১.১] লিজ প্রদানকৃত জমির পরিমান	একর	০.৫০	৬০.০০	৫৮.০০	৫৫.০০	৫৩.০০	৫১.০০	৭০.২১	১০০.০০	০.৫	
				[১.১১.২] লিজ বাবদ আদায়কৃত অর্থ	টাকা(কোটি)	০.৫০	২.৫০	২.৪০	২.৩৫	২.২৫	২.২০	২.২৫	৭০.০০	০.৩৫	
			[১.১২] অডিট	[১.১২.১] নিরিক্ষাকৃত অফিস	সংখ্যা	২.০০	৪৮৯০	৪৮৫০	৪৮০০	৪৭৫০	৪৬০০	৪৮৯০	১০০.০০	২	

							পরিমাপের মান						সাফল্য		
ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান(Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	অর্জন (মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা অনুমোদিত)
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
২	জরিপ, রেকর্ড সংশোধন ও ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং	৩২	[২.১] মৌজা জরিপকরণ	[২.১.১] জরিপকৃত মৌজা	সংখ্যা	৫.০০	৬০০	৫৫০	৫৩০	৫২০	৫০০	৬৬৭	১০০.০০	৫	
			[২.২] স্বত্বলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশ	[২.২.১] প্রস্তুতকৃত স্বত্বলিপি	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	৬.০০	৫.৯৭	৫.৯৫	৫.৯৩	৫.৯১	১১.৮৬	১০০.০০	৩	
				[২.২.২] স্বত্বলিপি প্রকাশ	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	৬.০০	৫.৫০	৫.২৫	৫.০০	৪.৭৫	১৪.৫৩	১০০.০০	৩	
			[২.৩] স্বত্বলিপি হস্তান্তর	[২.৩.১] ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	৬.০০	৫.৫০	৫.২৫	৫.০০	৪.৭৫	১৫.৯৯	১০০.০০	৩	
				[২.৩.২] ভূমি মালিকদের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	৬.০০	৫.৫০	৫.২৫	৫.০০	৪.৭৫	১৪.৫৩	১০০.০০	৩	
			[২.৪] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	[২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ	সংখ্যা	৩.০০	৬	৫	৪	৩	৩	৫	৯০.০০	২.৭	
				[২.৪.২] সংরক্ষণ ও মেরামতকৃত সীমানা পিলার	সংখ্যা	১.০০	১১২০	১০৫০	১০২৫	১০০০	৯৬৬	২৬০	০.০০	০	
				[২.৪.৩] যৌথ সীমান্ত সম্মেলন	সংখ্যা	১.০০	৫	৪	৩	২	১	২	৭০.০০	০.৭	
				[২.৪.৪] যৌথভাবে সীমানা পরিদর্শন	সংখ্যা	১.০০	৫	৪	৩	২	১	২	৭০.০০	০.৭	
			[২.৫] স্বত্বলিপি, ম্যাপ স্ক্যানিং ও কম্পিউটারে সংরক্ষণ	[২.৫.১] সিএস, এসএ ও আরএস ম্যাপ স্ক্যানিং	সংখ্যা (হাজার)	৩.০০	৯০.০০	৭০.০০	৬৫.০০	৬৩.০০	৬০.০০	৯৫	১০০.০০	৩	
			[২.৬] স্বত্বলিপি ও ম্যাপ সরবরাহ করণ	[২.৬.১] স্বত্বলিপি সরবরাহকরণ	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	১৫.০০	১৪.০০	১২.০০	১০.০০	৮.৫০	১০.৯৪	৭৪.৭০	২.২৪	
				[২.৬.২] ম্যাপ সরবরাহকরণ	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	৩.৫০	৩.৪৫	৩.৪০	৩.৩৫	৩.৩৪	২.৮২	০.০০	০	
৩	ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা হ্রাস।	৭	[৩.১] কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.১.১] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি	একর	২.০০	৬০০০	৫৫০০	৫৪০০	৫২০০	৫০০০	১২৮০৬.১৪৮	১০০.০০	২	
				[৩.১.২] সনাক্তকৃত ভূমিহীন	সংখ্যা	২.০০	১৪০০০	১৩০০০	১২০০০	১১৫০০	১১০০০	২০২৩৭	১০০.০০	২	
				[৩.১.৩] নিষ্পত্তিকৃত বন্দোবস্ত মোকদ্দমা	সংখ্যা	২.০০	১০০০০	৯০০০	৮৮০০	৮৬০০	৮৫০০	৯০৩০	৯০.৩০	১.৮১	
			[৩.২] অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.২.১] বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি	একর	১.০০	১০০	৯০	৮৭	৮৫	৮০	৫০২৫.৩৪৩১	১০০.০০	১	
এম.১	দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৫	[এম.১.১] খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	[এম.১.১.১] প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি দাখিলকৃত		১.০০	৫	৬	৭	৮	৯	৪	০	০	
			[এম.১.২] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[এম.১.২.১] নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত		১.০০	৩১-০৮-২০১৫	০১-০৯-২০১৫	০২-০৯-২০১৫	০৩-০৯-২০১৫	০৪-০৯-২০১৫	২৪-০৮-২০১৫	১০০.০০	১	
			[এম.১.৩] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	[এম.১.৩.১] দাখিলকৃত অর্ধবার্ষিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন		১.০০	৫	৪	৩			৫	১০০.০০	১	
			[এম.১.৪] আওতাধীন সংস্থার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	[এম.১.৪.১] সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত		১.০০	১৫-১০-২০১৫	১৯-১০-২০১৫	২২-১০-২০১৫	২৬-১০-২০১৫	২৯-১০-২০১৫	০৮-১০-২০১৫	১০০.০০	১	
			[এম.১.৫] বার্ষিক কর্মসম্পাদন-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান	[এম.১.৫.১] বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরিত কর্মকর্তা		১.০০	৩	২	১			৩	১০০.০০	১	

							পরিমাপের মান						সাফল্য		
ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান(Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	অর্জন (মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা অনুমোদিত)
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.২	উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন	৫	[এম.২.১] পরিবর্তিত ফরম্যাটে সিটিজেন্স চার্টার প্রণয়ন	[এম.২.১.১] পরিবর্তিত ফরম্যাটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিটিজেন্স চার্টার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত		১.০০	২৯-১০-২০১৫	০৫-১১-২০১৫	১২-১১-২০১৫	১৯-১১-২০১৫	২৬-১১-২০১৫	২৯-১০-২০১৫	১০০.০০	১	
				[এম.২.১.২] অধিদপ্তর/সংস্থার সিটিজেন্স চার্টার প্রণীত ও প্রকাশিত		১.০০	৩০-১১-২০১৫	০৭-১২-২০১৫	১৪-১২-২০১৫	২১-১২-২০১৫	২৮-১২-২০১৫	২৯-১০-২০১৫	১০০.০০	১	
			[এম.২.২] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[এম.২.২.১] নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ		১.০০	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	৯২	১০০.০০	১	
			[এম.২.৩] সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[এম.২.৩.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে কমপক্ষে একটি করে অনলাইন সেবা চালুকৃত		১.০০	৩০-১১-২০১৫	০৭-১২-২০১৫	১৪-১২-২০১৫	২১-১২-২০১৫	২৮-১২-২০১৫	৩০-১১-২০১৫	১০০.০০	১	
				[এম.২.৩.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগে কমপক্ষে একটি করে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকৃত		১.০০	৩১-০৫-২০১৬	০৭-০৬-২০১৬	১৪-০৬-২০১৬	২১-০৬-২০১৬	২৮-০৬-২০১৬	৩০-০৯-২০১৫	১০০.০০	১	
এম.৩	দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	৩	[এম.৩.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো (monitoring framework) প্রণীত		১.০০	৩০-১১-২০১৫	০৭-১২-২০১৫	১৪-১২-২০১৫	২১-১২-২০১৫	২৮-১২-২০১৫	৩০-১১-২০১৫	১০০.০০	১	
				[এম.৩.১.২] জুন/২০১৬ এর মধ্যে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়িত কার্যক্রম		১.০০	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০.০০	১	
			[এম.৩.২] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	[এম.৩.২.১] প্রশিক্ষণের সময়		১.০০	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৫৫	৯০.০০	০.৯	
এম.৪	তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন	২	[এম.৪.১] তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন	[এম.৪.১.১] তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত		১.০০	২৯-১০-২০১৫	০৫-১১-২০১৫	১২-১১-২০১৫	১৯-১১-২০১৫	২৬-১১-২০১৫	২৬-১০-২০১৫	১০০.০০	১	
			[এম.৪.২] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	[এম.৪.২.১] আওতাধীন সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানার সঙ্কলন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত		০.৫০	২৯-১০-২০১৫	০৫-১১-২০১৫	১২-১১-২০১৫	১৯-১১-২০১৫	২৬-১১-২০১৫	২৯-১০-২০১৫	১০০.০০	০.৫	
			[এম.৪.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	[এম.৪.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত		০.৫০	১৫-১০-২০১৫	২৯-১০-২০১৫	১৫-১১-২০১৫	৩০-১১-২০১৫	১৫-১২-২০১৫	১৫-১০-২০১৫	১০০.০০	০.৫	
এম.৫	আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	২	[এম.৫.১] বাজেট বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি যথাযথভাবে অনুসরণ	[এম.৫.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণীত ও ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত		১.০০	৫	৪	৩	২	১	৫	১০০.০০	১	
			[এম.৫.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৫.২.১] বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত		১.০০	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৪৫	৯০.০০	০.৯	
													মোট সংযুক্ত স্কোর:	৮৩.২৪	

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ/শাখার কার্যাবলী

সারাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীকে বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তঃ

ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল চাহিদার উৎস। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়নের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদী ভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমশই কৃষি ভূমির পরিমাণ সংকুচিত হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে কৃষি ও অকৃষি এ দু'প্রকারের খাসজমি আছে, কৃষি খাস জমি এবং অকৃষি খাস জমি। সারাদেশে মোট কৃষি খাস জমির পরিমাণ ১৮৫৮১৫৭.৪৩ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমির পরিমাণ ৭৬৪৩৪৯.৫৪২ একর। সারাদেশে অকৃষি খাস জমির পরিমাণ ১৭৪৬৯৩৯.৪৩ একর । এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাস জমির পরিমাণ ১০২৫৭৪২.৯৮ একর। নিম্নে বিভাগভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি খাস জমির তালিকা প্রদত্ত হলোঃ

বিভাগ	মোট কৃষি খাস জমি (একর)	বন্দোবস্তযোগ্য	মোট অকৃষি খাস জমি (একর)	বন্দোবস্তযোগ্য
ঢাকা	১৭১৮১৩.০১৪৯	৪৩৪২৮.৪০৭৪	৮৩২৭২.০৯৫৩	৪৩৭৪.৯০৩
চট্টগ্রাম	১১৮৭৫৫১.৮৪	৬১৪৬৭০.০৬	১২৩৫৮১৫.৮২৯৩	১০১৫৪৮২.০৯৪
রাজশাহী	১০১০৯৩.৮৪২১	৩৪১৬৯.৫৮	১২৭৬৭২.৮৪	২৫৫৯.৮১
খুলনা	৬২৮৫৭.০৮	৬১৬০.৮২	৬৮১৪২.৪২	১০৪০.৬৯
বরিশাল	১৬৭৮৫৬.৮২	১২৭২৪.২১৫	১২৪৯.৯৬৫৩	৮২০.৮৭৬৮
সিলেট	১৫৬০৯৭.৮৬	-	১৭২০১৬.০২	-
রংপুর	১১১৯৮০.৮২	৫৩১৯৬.৪৬	৫৮৭৭০.২৬	১৪৬৪.৬
মোট	**১৮৫৮১৫৭.৪৩**	**৭৬৪৩৪৯.৫৪২**	**১৭৪৬৯৩৯.৪৩**	**১০২৫৭৪২.৯৮**

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাসজমির উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথক দুটি নীতিমালা রয়েছে। কৃষি এবং অকৃষি খাসজমি বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৭ এর আলোকে সারা দেশে ২০০৯ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সময়ে ১,৭২,৪৭৯টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৮৯,৩৯২.২০ (উননব্বই হাজার তিনশ বিরানব্বই দশমিক দুই শুন্য) একর কৃষি খাস জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২০,২৩৭ ভূমিহীন পরিবারকে মোট ১২,৮০৬ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে। কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পুনর্বাসনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক পরিবারকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কৃষক পরিবার স্বনির্ভরতা অর্জনসহ দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরাসরি অবদান রাখছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় খাসজমি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিহীন পরিবার এবং তাদের নামে বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমির পরিমাণ (বিভাগভিত্তিক তালিকা)নিম্নরূপঃ

বিভাগের নাম	বন্দোবস্ত প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	বন্দোবস্ত প্রদানকৃত ভূমির পরিমাণ (একরে)
ঢাকা	২৩৮৪	১০৯০.৬২৭৫
চট্টগ্রাম	৭৮৭৪	৮৭১৭.১১৪৯
রাজশাহী	২৫৫৪	৩৭২.৮৪৪৩
খুলনা	১৩৫৮	১৬১.৪৫৯৮
বরিশাল	২১২৩	১৭৯৬.৫৪২
সিলেট	১৫৬৩	৫১৬.১৬
রংপুর	২৩৮১	৭৫১.৪
মোট	২০২৩৭	১২৮০৬.১৪৮৫

অপরদিকে অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর আওতায় দেশের শিল্প বাণিজ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারী আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে এবং গবাদি পশু ও হাঁসমুরগীর খামার স্থাপনের বিভিন্ন ব্যক্তি-বা প্রতিষ্ঠানের নামে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অনুকুলে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার অনুকুলে মোট ২০১৩.০১২৮ একর অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

বন্দোবস্তপ্রদানকৃত এই জমির তথ্য নিম্নরূপঃ

বেজা	হাইটেক	মুক্তিযোদ্ধা	বিভিন্ন বাহিনী	ব্যক্তি পর্যায়ে	শিক্ষা, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	মোট
১৩৫৩.১০২৩	২১.৬৯	৭.০২০৭	২৮৪.১০৩	২.২৩৭	৩৪৪.৮৫৯৮	২০১৩.০১২৮

চা বাগান

সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ চা বাগানের মালিক সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়। চা ভূমির লীজ প্রদান, লীজ নবায়ন, উপযুক্ত জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত দায়িত্ব। বর্তমানে ইজারা দেওয়া মোট চা বাগানের সংখ্যা ১৬০টি, ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা ১৩৯ এবং ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা ২১।

চা বাগান ইজারা প্রদান ও ইজারা নবায়ন এবং নতুন ভূমিতে চা বাগান সৃজন বিষয়ক একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা

হয়েছে, এছাড়া ইজারাবর্হিভূত বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। সারাদেশে মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা, ইজারাকৃত চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা এবং ইজারাবিহীন চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলোঃ

মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন			**ইজারাকৃত চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন**			**ইজারাবিহীন চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন**		
০১।	মৌলভীবাজার	৯২টি	০১।	মৌলভীবাজার	৮৪টি	০১।	মৌলভীবাজার	০৮টি
০২।	সিলেট	১৯টি	০২।	সিলেট	১৫টি	০২।	সিলেট	০৪টি
০৩।	হবিগঞ্জ	২৪টি	০৩।	হবিগঞ্জ	২৩টি	০৩।	হবিগঞ্জ	০১টি
০৪।	চট্টগ্রাম	২৩টি	০৪।	চট্টগ্রাম	১৭টি	০৪।	চট্টগ্রাম	০৬টি
০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০১টি	০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	-	০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০১টি
০৬।	রাঙ্গামাটি	০১টি	০৬।	রাঙ্গামাটি	-	০৬।	রাঙ্গামাটি	০১টি
	সর্বমোট=	**১৬০টি**		**সর্বমোট=**	**১৩৯টি**		**সর্বমোট=**	**২১টি**

সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উপরোক্ত ১৬০টি চা বাগান ছাড়াও পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ব্যক্তিগত জমিতে ২৬টি চা বাগান সৃজন করা হয়েছে।

চা বাগান সংক্রান্ত কিছু তথ্যাদিঃ

০১। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট চা বাগানের সংখ্যা ১৬০টি।

০২। ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা ১৩৯টি।

০৩। ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা ২১টি।

০৪। ২০১০ সালে চা বাগান ইজারা চুক্তি/নবায়ন চুক্তির শর্তাবলি আধুনিকায়ন করে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

০৫। চা বাগানের ইজারা মুল্য বার্ষিক একর প্রতি ১১০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৫০০/- টাকা করা হয়েছে।

০৬। চা বাগান নীতিমালা/২০১৬ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনাঃ

ভূমি মন্ত্রণালয় এবং তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় মোট অনুমোদিত পদ ৩৫৩৮৮টি। তার মধ্যে পূরণকৃত পদ ২৬৬৩০টি এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৮৭৫৮টি। শূন্য পদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ৫৫৭টি, ২য় শ্রেণীর ৫৩৬টি এবং ৩য় শ্রেণীর ৫০৮০টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদ ২৫৮৫টি। শূন্য পদের মধ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের শূন্যপদ ৪৬০৮টি । নিয়োগবিধি চূড়ান্ত না থাকায় উক্ত শূন্যপদসমূহে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা।

সারা দেশে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মঞ্জরীকৃত পদ ৪৯৮টি। এর মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে কর্মরত রয়েছে মোট ৪৩৩ জন এবং শূন্য পদ রয়েছে মোট ৬৫টি।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের জন্য ৪৯৪টি ডাবল কেবিন পিক আপ ও ৪৯৪ জন ড্রাইভার পদ TO&E তে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। জেলায় রাজস্ব প্রশাসনে ৩য় শ্রেণীর ৩৪৬ টি ও ৪র্থ শ্রেণীর ১০০টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। জরীপ বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়েগের জন্য ৩৫টি পদের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডের ৫টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

সারাদেশে মাত্র দুজন ভূমি হুকুমদখল কর্মকর্তা পদায়ন রয়েছে। রেভেনিউ ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে কোন কর্মকর্তা পদায়ন নেই।

২৮-১২-২০১৬ তারিখের ৭৫০নং স্মারকে মাঠ পর্যায়ের কর্মরত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরির ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সারা দেশে মোট ৯৯৪৯.৩৪৬২ একর জমি অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলাঃ

মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ/ স্থানীয়/ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩/এ নীলক্ষেত, ঢাকা এর প্রশাসনিক কার্যক্রম।ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামে একটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত প্রথম শ্রেণীর ক্যাডার, নন ক্যাডার কর্মকর্তা, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রশাসন অনুবিভাগ হতে করা হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ে যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে তার পরিসংখ্যান নিম্নরুপঃ

কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পর্যায়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণ ঘন্টা
১ম শ্রেণি	১৪৯	৪১৩৪ ঘন্টা
২য়শ্রেণী	১১২	৯২৮ ঘন্টা
৩য় শ্রেণি	৬২	৭২০ ঘন্টা

৪র্থ শ্রেণি	৯৬	৬১৬ ঘন্টা
মোট	৪১৯	৬৩৯৮ ঘন্টা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় হতে কেবল ৪১৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্ব বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।তাছাড়া,ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)' হতে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন কানুন ও নীতিমালা, ভূমি জরিপসহ রেকর্ড সংরক্ষণ, সংশোধন এবং ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন কানুন সম্পর্কে ৫৩ টি কোর্সে ২৫৭ জন কর্মকর্তা এবং ১৬৮২ জন কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে ভূমি জরিপ, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে, জি আই এস কোর্স, জিপিএস কোর্স, আইসিটি ইত্যাদি ট্রেডে মোট ৬৪৮ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মোট ১১৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২২১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ৫৩৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মানবসম্পদ উন্নয়ন ও রাজস্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

মাঠপ্রশাসন এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার, ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা/ কর্মচারী, মন্ত্রণালয়ের কর্মরত ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের শৃঙ্খলা জনিত কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রশাসন-৩ অধিশাখায় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ১২ (বার) টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

সায়রাত মহলঃ

জলমহাল, বালুমহাল, চিংড়িমহাল, লবণমহাল, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত অনুবিভাগকে ০২টি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। সায়রাত শাখা-০১ হতে জলমহাল ব্যবস্থাপনার কার্যাদি নিষ্পন্ন করা হয় এবং সায়রাত শাখা-২ হতে বালুমহাল, লবণমহাল, চিংড়িমহাল, হাটবাজার ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্যমহাল সংক্রান্ত কার্যাদি নিষ্পন্ন করা হয়।

সায়রাত শাখার কার্যাবলী হচ্ছেঃ

(ক) জলমহাল নীতিমালা ও এর আওতাধীন সকল কার্যাবলী;
(খ) জলমহাল হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(গ) বালুমহাল/পাথরমহাল/বোটমহল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
(ঘ) লবন চাষের জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(ঙ) হাটবাজার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(চ) চিংড়িমহাল ও অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(ছ) সায়রাত সংক্রান্ত আইন বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

(জ) সায়রাত সংক্রান্ত এমন যে কোন বিষয়;

জলমহাল ব্যবস্থাপনাঃ

দেশের বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নীতি রয়েছে যা সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা ২০০৯ নামে পরিচিত। এই নীতির আলোকে সরকারি বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলছে। জেলা প্রশাসকদের প্রেরিত তথ্য হতে দেখা যায়, সারা দেশে ছোট বড় মিলে মোট জলমহালের সংখ্যা ৩৪৩৭৩টি। সাধারণত ২০ একর এর কম আয়তনসম্পন্ন জলমহাল কে ছোট জলমহাল এবং ২০ একর কিংবা এর চেয়ে বড় জলমহালকে বড় জলমহাল হিসাবে ধরা হয়। এ হিসাবে দেশে ২০ একরের উর্ধ্বে জলমহালের সংখ্যা ৩১৯০৪টি এবং ২০ একরের উর্ধ্বে জলমহালের সংখ্যা ২৪৬৯টি। এসব জলমহাল 'জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' ২০০৯ অনুযায়ী প্রকৃত সুবিধাভোগীদের ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে। সাধারণত যেসব জলমহাল ২০ একরের নীচে সেগুলো জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে এবং যেসব জলমহাল ২০ একরের নীচে সেগুলো ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব জলমহালের মধ্যে কিছু কিছু জলমহাল কে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অভয়াশ্রম ঘোষণা করেছে, আবার কিছু কিছু জলমহাল অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর কে সরকারের বিভিন্নমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। এসব মন্ত্রণালয়/বভাগ/দপ্তরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলো হচ্ছে- মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ।

(ক) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৪১৯-১৪২৪ বাংলা সন মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয় হতে মোট ১৭২টি জলমহাল ইজারা প্রদান করা হয়েছে। এ বাবদ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রদত্ত জলমহাল ইজারা প্রদানের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে ৭৭,২০,৯৮,০৭৫ টাকা (সাতাত্তর কোটি বিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার পঁচাত্তর টাকা)।

বিগত সাত বছরের জলমহল হতে আয়ের তথ্য নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং-	অর্থ বছর	টাকার পরিমান
১।	২০১৫-২০১৬	৭৭,২০,৯৮,০৭৫/-
২।	২০১৪-২০১৫	৭৯,২৬,১১,৭৭৭/-
৩।	২০১৩-২০১৪	৭২,৮৩,৯৮,১০৫/-
৪।	২০১২-২০১৩	৬৪,৬০,৩৪,২৭৫/-
৫।	২০১১-২০১২	৬০,২৬,৪৮,৫৮১/-
৬।	২০১০-২০১১	৫১,৫০,২৪,৪৫৬/-
৭।	২০০৯-২০১০	৫৮,৩৮,৭২,৮৩১/-
৮।	২০০৮-২০০৯	৩৫,৭৯,৩৬,২০১০/-

(খ) সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকুলে মোট ৩৬টি জলমহাল এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন **সিবিআরএমপি''** প্রকল্পে ৬৯টি জলমহালসহ মোট ১০৫টি জলমহাল জুলাই-২০১১ হতে জুন-২০১৯ মেয়াদে হস্তান্তর করা হয়েছে।

(গ) মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার যাদুরিয়া বিল (হাইল হাওড়) ও চাপড়া মাগুরা বিল (হাইল হাওড়), গাজীপুর জেলার মাকশা বিল, আউলা বিল, তুরাগ এবং বানশি নদীর কুম শেরপুর জেলার মালিজি নদীর ধেয়ার কুড় জলমহালসমূহ ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে।

(ঘ) মৌলভীবজার জেলার বড়লেখা উপজেলার অন্তর্গত হাকালুকি হাওড়টি অভায়শ্রম হিসেবে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেন।

(ঙ)সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা ও তাহেরপুর উপজেলাধীন টাংগুয়ার হাওড়টি অভায়শ্রম হিসেবে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেন।

(চ) স্থানীয় সরকার বিভাগেকে কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে ৩৮২টি জলমহাল হস্তান্তর করা হয়েছে।

(ছ)বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে অভয়াশ্রম প্রকল্পে ৪৮টি জলমহাল হস্তান্তর করা হয়েছে।

(ঞ)মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ৮৩৮টি জলমহাল প্রদান/হস্তান্তর করা হয়েছে।

জলমহাল গুলোর মধ্যে নিম্নেবর্ণিত জলাশয় গুলি ঐতিয্যবাহি/দর্শণীয় হিসেবে পরিচিত:

১। দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন রামসাগরটি জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর পরিচালনা করেন।

২। সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলাধীন হুরা সাগর মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেন।

৩। রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই লেকটি মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ মৎস্য কর্পোরেশন পরিচালনা করেন।

৪। বরিশাল জেলার দুর্গাসাগর মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেন।

হাট-বাজার

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন,১৯৫০ এর ২০ ধারা মোতাবেক জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাজারসমূহ সরকারের মালিকানায় ন্যস্ত হয়। হাট ও বাজার (সহাপন ও অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর ৩ ধারা মোতাবেক (১) বর্তমানে বলবত অপর কোন আইনে যাহা কিছু বর্ণিত থাকুক না কেন সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সরকার ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় এবং উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এ উপধারা (১) এর দফা (খ) এর আওতায় ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর সহাপিত যে কোন হাট ও বাজার বিজ্ঞপ্তিতে উলিস্নখিত তারিখ হতে অধিগ্রহণ করতে পারবে, (২) কোন হাট বা বাজার সম্পর্কিত বিষয়ে উপধারা (১) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার তারিখ হতে অনুরুপ হাট বা বাজার দায়মুক্তভাবে সরকার বরাবর অর্পিত হবে, (৩) উক্ত অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধির আলোকে নির্ধারিত পন্থায় উপধারা (১)এর অধীন প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহকে কালেক্টর কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

তাছাড়া সরকারী খাস মহলের অমর্ত্মভূক্ত জমিতে সহানীয় জনগনের সুবিধার্থে কালেক্টর কর্তৃক প্রস্তাবিত হাট বাজারসমূহ ভূমি ব্যবসহাপনা ম্যানুয়াল,১৯৯০ এর ২২৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা বা বিলুপ্ত করা হয়। যে সূত্রে বা যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন এ সকল হাট বাজার সম্পূর্নরুপে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মালিকানায় ন্যস্ত। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও পৌর কর্পোরেশন ইত্যাদি সহানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে হাট বাজার হতে প্রাপ্ত আয় এ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বন্টনের জন্য কেবল মাত্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদান করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ সালে হাটবাজার ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি নিমেণ দেয়া হলঃ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	মোট হাটবাজার সংখ্যা	ইজারাকৃত হাটবাজারের সংখ্যা	ইজারাপ্রদত্ত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
০১	ঢাকা বিভাগ	১,৬৭৫ টি	১,৩৯৭ টি	৮২,২২,৪২,৪৬৩/-	
০২	চট্রগ্রাম বিভাগ	১৭১০ টি	১৩৪৩ টি	৪৭,০১,৪২,৮৮১/-	
০৩	রাজশাহী বিভাগ	১৩৪৯ টি	১১৭৩ টি	১৩২,০৩,৭৩,০৪২/-	
০৪	খুলনা বিভাগ	১৪৬১ টি	১২৯৩ টি	৩৪,০৬,০৪,৭৪৭/-	
০৫	বরিশাল বিভাগ	৯০৮ টি	৮৮৪ টি	১৮,৪৪,১৪,৬৩৫/-	
০৬	রংপুর বিভাগ	১১৯৯ টি	১১৯৫ টি	৭৬,৭০,৭৮,৭২০/-	
০৭	সিলেট বিভাগ	৭০১ টি	৪৫৮ টি	২০,০৯,৯৬,১৪৪/-	
০৮	ময়মনসিংহ বিভাগ	৯০৮টি	৭২০টি	২৭,৫০,৫৬,০১৩/-	
	সর্বমোট	**৯,৯১১**	**৮,৪৬৩**	**৪৩৮,০৮,৮৮,৬৪৫/-**	

বাংলাদেশে ৮টি বিভাগে মোট হাটবাজারের সংখ্যা ৯,৯১১টি, তার মধ্যে ইজারা প্রদত্ত হাটবাজার ৮,৪৬৩টি, ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ ৪৩৮,০৮,৮৮,৬৪৫/- (চারশত আটত্রিশ কোটি আট লক্ষ অষ্টাশি হাজার ছয়শত পঁয়তালিস্নশ টাকা)। উক্ত ইজারা মূল্যের ৫% ভূমি মন্ত্রণালয়ের আয় হিসেবে ভূমি রাজস্ব খাতে জমা হয়ে থাকে।

বালুমহাল

বালুমহাল ব্যবসহাপনা, ইজারা প্রদান, এ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, বালুমহাল হতে পরিকল্পিতভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন ও বিপণন, এর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য বালুমহাল ও মাটি ব্যবসহাপনা আইন,২০১০ প্রণয়ন করা হয় এবং আইন এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বালুমহাল ও মাটি ব্যবসহাপনা বিধিমালা,২০১১ প্রণয়ন করা হয়। এ আইন অনুযায়ী বালুমহাল ঘোষণা, ইজারা প্রদান, বিপণন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়েছে। সরকার ঘোষিত বালুমহালগুলো প্রতি বাংলা সনের ১লা বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত ১ (এক) বছরের জন্য উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হয়।

২০১৫-১৬ সালে বালুমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগওয়ারী তথ্যাদি নিম্নেণ দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
০১	ঢাকা	বালুমহা	১৩৩ টি	৪১ টি	১৭,১৮,৭৬,৫৩৯/-	
০২	চট্রগ্রাম	বালুমহা	২১৭ টি	১১৫ টি	৮,০৯,৮৬,৮৬২/-	
০৩	রাজশাহী	বালুমহা	৭৩ টি	৫৩ টি	৩,৬৯,৩৫,৪৪০/-	
০৪	খুলনা	বালুমহা	৫৯ টি	২৭ টি	৭১,১১,৯৯৯/-	
০৫	বরিশাল	বালুমহা	৫৭ টি	৪১ টি	১,০২,০৩,৯৭৭/-	
০৬	রংপুর	বালুমহা	৫৯ টি	৫৬ টি	৩,২১,৪৪,৬৬২/-	
০৭	সিলেট	বালুমহা	১৪৩ টি	৩৭ টি	৮,৫৬,১৮,১৩৪/-	
০৮	ময়মনসিংহ	বালুমহা	৩৪টি	১৮টি	৩,৮৩,৭০,৬০০/-	
			৭৬৬	৩৯৩	৪৭,৫০,১৭,০২২/-	

সমগ্র দেশে ৮টি বিভাগে মোট বালুমহাল ৭৬৬টি, ইজারাকৃত বালুমহাল ৩৯৩টি , ইজারাবাবদ প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ৪৭,৫০,১৭,০২২/- (সাতচলিস্নশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সতের হাজার বাইশ টাকা) মাত্র।

চিংড়ী মহাল

চিংড়ী একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় পণ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এ চিংড়ী খাতকে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্য সরকার চিংড়ী চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়ীমহাল হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে চিংড়ীমহালের যথোপযুক্ত ব্যবসহাপনা এবং চিংড়ী উৎপাদন বিষয়ে ভূমি সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত সুষ্ঠু ব্যবসহাপনার জন্য চিংড়ীমহাল ব্যবসহাপনা নীতিমালা,১৯৯২ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার লক্ষ্য শুধু চিংড়ী উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনই নয় সে সাথে উৎপাদন সংশ্লিষ্ট চাষীর আর্থ সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত চিংড়ীর মান আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে অবসহান গ্রহণ। এ নীতিমালার ফলে চিংড়ীমহাল ব্যবসহাপনা সুশৃংখল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে।

২০১৫-১৬ সালে চিংড়ীমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি নিম্নেণ দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
০১	ঢাকা	চিংড়ীমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০২	চট্রগ্রাম	চিংড়ীমহাল	১৫৬৬ টি	১৩৬০ টি	১,৩০,৪৭,৭২২/-	
০৩	রাজশাহী	চিংড়ীমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৪	খুলনা	চিংড়ীমহাল	৫৬ টি	১৫ টি	৯,১৯,৩২৪/-	
০৫	বরিশাল	চিংড়ীমহাল	১ টি	১ টি	১২,২০,০০০/-	
০৬	রংপুর	চিংড়ীমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৭	সিলেট	চিংড়ীমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৮	ময়মনসিংহ	চিংড়ীমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
			১৬২৩ টি	১৩৭৬ টি	১,৫১,৮৭,০৪৬/-	

দেশের ৩টি বিভাগ চট্রগ্রাম, বরিশাল এবং খুলনা বিভাগে মোট চিংড়ীমহাল - ১৬২৩টি, ইজারাকৃত চিংড়ীমহাল ১৩৭৬টি, ইজারা বাবদ টাকার পরিমাণ ১,৫১,৮৭,০৪৬/- (এক কোটি একান্ন লক্ষ সাতাশি হাজার ছিচলিস্নশ টাকা)। দেশের ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে সরকারি কোন চিংড়ীমহাল নেই।

লবণ মহাল

লবণ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার একটি আবশ্যকীয় উপাদান। জাতীয় স্বার্থে এ উপাদানে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য লবণ চাষ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরন হিসেবে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবসহাপনার উদ্দেশ্যে লবণমহাল ব্যবসহাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার ফলে লবণ উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত তৃনমূলে অবসিহত চাষীদের আর্থ সামাজিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে, হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের উন্নয়ন। বাংলাদেশে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগে লবণমহাল আছে। দেশে অন্য কোন বিভাগে লবণমহাল নেই। চট্রগ্রাম বিভাগে মোট লবণমহাল - ১৬২টি, ইজারাকৃত লবণমহাল-১৫৫টি, ইজারা বাবদ প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ-২,৭৭,৫২৪/-(দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশত চবিবশ টাকা) মাত্র।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে লবণমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি নিমণরুপঃ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
০১	ঢাকা	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০২	চট্রগ্রাম	লবণমহাল	১৬২ টি	১৫৫ টি	২,৭৭,৫২৪/-	
০৩	রাজশাহী	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৪	খুলনা	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৫	বরিশাল	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৬	রংপুর	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৭	সিলেট	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৮	ময়মনসিংহ	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
			১৬২	১৫৫	২,৭৭,৫২৪/	

আইন সংক্রান্ত সম্পাদিত কার্যাবলীঃ

আইন অনুবিভাগের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত এই অনুবিভাগের কার্যাবলীকে চারটি শাখায় বিভিক্ত করে সম্পন্ন করা হয়। আইন শাখা-১, আইন শাখা-২, আইন শাখা-৩ ও আইন শাখা-৪। এই চারটি শাখার কার্যাবলীর মাধ্যমেই ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরের আইন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছেঃ

(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত সার্কুলার/আদেশ/পরিপত্র সংক্রান্ত সরকারি আদেশগুলোকে সংগ্রহ করে ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়েল ভলিউম-৩ প্রকাশ করা হয়েছে যা জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে জেলা/উপজেলাসহ প্রশাসনিক সকল স্তরে পৌছানো হয়েছে।

(খ) ডিজিটাল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও পেন্ডিং মামলার সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনার ব্যাপারে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ শেষ পর্যায়ে এবং ইতোমধ্যে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের কিছু মামলার ডাটা ইনপুট করা হয়েছে। সফটওয়্যারটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা ব্যাপক আকারে প্রচার/ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরণ করা হবে।

(গ) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা ভূমি অফিস কর্তৃক নামজারি মামলার নিষ্পত্তিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল নোটিশ জাররি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি হাটহাজারী উপজেলা ভূমি অফিসের নামে বিটিসিএল এর অনুমোদনক্রমে একটি ওয়েব পেজ

(www.aclandhathazari.gov.bd) খোলা হয়েছে যার মাধ্যমে সেবা প্রার্থীরা তাদের নামজারি মামলার সর্বশেষ অবস্থা, নামজারি আবেদন ফরম ডাউনলোডসহ অন্যান্য তথ্য জানতে পারবে। চট্টগ্রাম জেলার মত সকল বিভাগে এ ধরণের নামজারি সংক্রান্ত ডিজিটাল নামজারি সফটওয়্যার প্রস্তুতের জন্য এবং সেবা প্রত্যাশি জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, জনভোগান্তি কমানো, টাকা ও সময়ের অপচয় রোধ করণ, দালালদের দৌরাত্ম্য কমানো এবং সর্বোপরি সেবা প্রত্যাশি জনগণ সরাসরি সেবা গ্রহণ প্রদানের লক্ষ্যে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে।

২০১৩-১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়কালে নিম্নবর্ণিত রিট মামলা/ সিভিল রিভিশন মামলা/এটি মামলা/কনটেম্পট মামলা/নামজারী মামলা নিষ্পন্ন হয়েছেঃ

সন	রিট পিটিশন	সিভিল রিভিশন	এটি	কনটেম্পট	নামজারী
২০১৩	৪১৪ টি	০৪ টি	০১৪ টি	০৫ টি	৪৬ টি
২০১৪	৩১০ টি	০২ টি	০১২ টি	০১ টি	৪৪ টি
২০১৫	৩৪২ টি	০২ টি	০১ টি	০২ টি	২৮ টি
২০১৬ সেপ্টেম্বর	৪০০ টি	০০ টি	০২ টি	০২ টি	১৮ টি
মোট	**১,৪৬৬ টি**	**০০৮ টি**	**২৮ টি**	**০১০ টি**	**১৩৬ টি**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃষি জমি ও সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া, ৩০শে জুন ২০১৫ এ জারীকৃত ভূমি উন্নয়ন করের প্রজ্ঞাপন এর উপর সংশোধনী প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। একই সময়কালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৩টি আইন, বিধি ও পরিপত্রের ওপর মতামত প্রদান করা হয়েছে।

মিস মোকাদ্দমাঃ

নামজারি মোকাদ্দমা, অর্পিত সম্পত্তি ইজারা মোকাদ্দমা, মোকাদ্দমার আদেশ পুন:বিবেচনা এবং নিম্ন আদালতের রায়ের উপর উচ্চ আদালতে আপিল মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলাগুলো মিস মোকাদ্দমা নামে পরিচিত। বাংলাদেশ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও ভূমি আপিল বোর্ড মিলে মোট ১৪৯৫০টি মিস মোকাদ্দমা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

রেন্ট সার্টিফিকেট মামলাঃ

ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া হয়ে পড়লে বকেয়া কর আদায়ের জন্য ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আদালতে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলা বকেয়া দাবী আদায় আইন ১৯১৩ মোতাবেক নিষ্পত্তি করে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমস্ত দেশে ২৪৩২৮টি রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

মহা হিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয় এবং এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) তাদের পূর্ব পরিকল্পনা মোতবেক সারা বছর রাজস্ব অফিসসমূহ অডিট করে থাকে। উক্ত অডিটে সরকারী অর্থ ব্যয়ে কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে তা অডিট আপত্তি আকারে দাখিল করে। সংশ্লিষ্ট অফিস উক্ত অডিটের জবাব এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অর্থ জমাদান করে অডিট নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় ও তার অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি, অডিট নিষ্পত্তি এবং এ সংশ্লিষ্ট টাকার পরিমাণ নিম্নরুপঃ

(কোটি টাকা)

সংস্থা/দপ্তর	আপত্তি	টাকা	জবাব	নিষ্পত্তি	টাকা	অনিষ্পত্তি	টাকা
ভূমি সংস্কার বোর্ড	৩১	২৫২৪.০৭	৩১	৩	০.০৪৫	২৮	২৫৪২.০০
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৬০৬	৭৪.০৬	৬০৬	৪২৫	১.১৩	১৮১	৭২.৯৩
হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১২৩১	২১.৩২	০	১০৭৭	১.৪৬	১৫৩	১৯.৮৬
মোট	১৮৬৮	২৬১৯.৪৫	৬৩৭	১৫০২	২.৬৩৫	৩৬২	২৬৩৪.৭৯

অর্পিত সম্পত্তিঃ

Defence of Pakistan Ordinance, ১৯৬৫ (Ord. No. XXIII of ১৯৬৫) এবং তদাধীন প্রণীত Defence of Pakistan Rules,১৯৬৫ মোতাবেক ত্বত্তাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত তথাকথিত শত্রম্নসম্পত্তি Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) অপঃ, ১৯৭৪ এর ৩(১) ধারা মোতাবেক সরকারে ন্যস্ত হয়; যাহা Vested and Non-resident Property (Administration) অপঃ, ১৯৭৪ এর ২(জি) ধারামতে অর্পিত সম্পত্তি বা Vested Property হিসেবে নাম করণ করা হয়। অর্পিত হিসাবে তালিকাভুক্ত সম্পত্তিসমূহ উহাদের বৈধ মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম মেয়াদে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১' প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে জনস্বার্থে আইনটি কয়েকবার (১ম সংশোধন ডিসেম্বর ২০০২, ২য় সংশোধন ডিসেম্বর ২০১১, ৩য় সংশোধন জুন ২০১২, ৪র্থ সংশোধন সেপ্টেম্বর ২০১২, ৫ম সংশোধন মে ২০১৩ এবং ৬ষ্ঠ সংশোধন অক্টোবর ২০১৩) সংশোধন করা হয়। অর্পিত সম্পত্তিসমূহ আইনানুগভাবে প্রত্যর্পনের নিমিত্তে সরকারের নিয়ন্ত্রণভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি 'ক' তালিকার গেজেটে এবং অন্যান্য অর্পিত সম্পত্তি 'খ' তালিকার গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন, ২০০১ এর অধীনে 'ক' তফসিলে প্রকাশিত দেশের মোট সম্পত্তির পরিমান **২,২০,১৯১.৭৪২১৫** একর। জেলাভিত্তিক অর্পিত সম্পত্তির তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক	**জেলার নাম**	**অর্পিত সম্পত্তির 'ক' তালিকার গেজেটভুক্ত মির** পরিমাণ (একর)	**ক্রমিক**	**জেলার নাম**	**অর্পিত সম্পত্তির 'ক' তালিকার গেজেটভুক্ত জমির** পরিমাণ (একর)
(১)	(২)	**(৩)**	(১)	(২)	**(৩)**
1.	ঢাকা	**৭৬৯২.০০৩৮**	**৩২.**	নওগাঁ	**৯৪১৭.১৯৪৯**
2.	মুন্সিগঞ্জ	**৭৫২৩.৫৪৪১**	৩৩.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	**৮৮৯.৪১৯৯**
3.	নারায়নগঞ্জ	**১৮৩২.৬৯৭৯**	৩৪.	পাবনা	**৬৩৯৭.০৬**
4.	মানিকগঞ্জ	**৩৬৬০.৩৬৪৪৫**	৩৫.	সিরাজগঞ্জ	**৫৭০৩.৯০৮৬**
5.	নরসিংদী	**১৫৫৩.৭২৫০**	৩৬.	বগুড়া	**১৬৩০.২২**
6.	গাজীপুর	**৪২৯৭.২২৪৪**	৩৭.	জয়পুরহাট	**৭৩৪.১৯২৫**
7.	ময়মনসিংহ	**২২০৪.৫৬২**	৩৮.	রংপুর	**৯৮৯.২৩৮**
8.	কিশোরগঞ্জ	**২৩৯৯.৬৯২৭**	৩৯.	কুড়িগ্রাম	**২৪৩০.৫৪৫**
9.	টাংগাইল	**২৪২৮.১১০০**	৪০.	গাইবান্ধা	**১০৫৭.৬৯০০**
10.	নেত্রকোণা	**৩৯৯৬.০৭০০**	৪১.	নীলফামারী	**১৯৬৫.৭৮৩৮**
11.	জামালপুর	**৭৭১.৮৯২৬**	৪২.	লালমনিরহাট	**৭৪৫.৪৫০০**
12.	শেরপুর	**৫৮৭১.৭২৭৩**	৪৩.	দিনাজপুর	**৭৬৪৫.১৬২১**
13.	ফরিদপুর	**৩৩১৯.৪৫৭**	৪৪.	ঠাকুরগাঁও	**৩২০২.৬৭৭৫**
14.	শরীয়তপুর	**১১০৫.৪০৩**	৪৫.	পঞ্চগড়	**৩৩৯৯.২৬**
15.	মাদারীপুর	**২০৭২.৮৭৫৮**	৪৬.	খুলনা	**১০৯৫২.৬৩**
16.	গোপালগঞ্জ	**৩৩৪১.৩৫০০**	৪৭.	বাগেরহাট	**৬৩৯৮.৯৭৭০**

17.	রাজবাড়ী	**২৪২২.৭৮৮৫**	৪৮.	সাতক্ষীরা	**১০৭০৪.৯৩**
18.	চট্টগ্রাম	**৮৯৬১.২৬০৫**	৪৯.	যশোর	**৫৪৬২.২৯**
19.	কক্সবাজার	**১১১২.১২৭৯**	৫০.	ঝিনাইদহ	**৪০৩০.৫১**
20.	লক্ষ্মীপুর	**২২৮৬.০৮১৫৫**	৫১.	নড়াইল	**১৫৯৩.৬৫**
21.	চাঁদপুর	**১৫৪৩.১৯২৪**	৫২.	কুষ্টিয়া	**২৩১৪.১০০৩**
22.	নোয়াখালী	**২৯৭০.৪৩৮**	৫৩.	মাগুরা	**১৫০৫.৪৯০০**
23.	ফেনী	**১০৫৬.৬২০২**	৫৪.	চুয়াডাঙ্গা	**৯৫০.৫০৮৬**
24.	কুমিলস্না	**১৬২০.৬১১৪**	৫৫.	মেহেরপুর	**২৬২.৭৬০০**
25.	বি.বাড়িয়া	**১৩০৬.৯৭৯৭**	৫৬.	বরিশাল	**৮৭৬৮.৯৪২২**
26.	সিলেট	**৬৯৮৯.৮১০০**	৫৭.	পটুয়াখালী	**২৮৫৬.৮০৪৭**
27.	সুনামগঞ্জ	**১২৪০৪.৯৫৯০**	৫৮.	ভোলা	**২৩২০.৬২৭৫**
28.	মৌলভীবাজার	**২৯৭৬.০৮৩০**	৫৯.	পিরোজপুর	**৩১৩৬.৬৮২৮**
29.	হবিগঞ্জ	**৪৯৮২.৭৬৯৭**	৬০.	বরগুনা	**৯৫১.৫৭৩৭**
30.	রাজশাহী	**৩৪৪১.৪৬৯২৫**	৬১.	ঝালকাঠি	**৯৬০.৪৫৭৪**
31.	নাটোর	**২৬৬৭.১১৪৫**		**মোট=**	**২,২০,১৯১.৭৪২১৫**

উক্ত ‘ক’ তফসিলভুক্ত প্রত্যর্পনযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পনের জন্য আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত দেশের মোট মামলার সংখ্যা ১,১৮,১৭৩ টি। তন্মধ্যে ৪,৬৭৩ টি মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে এবং ৩,৪১৬ টি মামলায় আবেদনকারীর বিপক্ষে নিস্পত্তি হয়েছে। রায় মোতাবেক ২৬,২২৪.১৯৫ একর সম্পত্তি অবমুক্ত হয়েছে।

অপরদিকে ‘খ’ তফসিলে সারাদেশে মোট ৭,৪২,৪২১.২৪১৬৮ একর সম্পত্তি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তিতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৬ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী ‘খ’ তফসিল বাতিল করা হয়েছে। আইনের উক্ত বিধান অনুযায়ী ‘খ’ তফসিল এখন আর অর্পিত সম্পত্তি নহে। অর্থাৎ আইনগতভাবে উক্ত ৭,৪২,৪২১.২৪১৬৮ একর সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকা থেকে অবমুক্ত হয়েছে। **জেলা ভিত্তিক বিলুপ্ত ‘খ’ তালিকাভুক্ত** অর্পিত **সম্পত্তির** পরিমাণঃ

ক্রমিক	জেলার নাম	বিলুপ্ত 'খ' তালিকার গেজেটভুক্ত জমির পরিমান	ক্রমিক	জেলার নাম	বিলুপ্ত 'খ' তালিকার গেজেটভুক্ত জমির পরিমান
(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
1.	ঢাকা	২৩৪৯৯.৬৫৭১	৩২.	নওগাঁ	২৪৮৩০.১৭৫০
2.	মুন্সিগঞ্জ	৬৩৪৫.৫০৬০	৩৩.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫৪৮২.৯২২০
3.	নারায়নগঞ্জ	৭৪৪৫.৭৯২৭	৩৪.	পাবনা	১৩৯০৩.৫৩৭৬
4.	মানিকগঞ্জ	১০৪২২.৯৬৪২১	৩৫.	সিরাজগঞ্জ	১২৭৯৫.০৯৬৬
5.	নরসিংদী	৬১৫৫.৯০৮৩	৩৬.	বগুড়া	৬৪৮১.৫৮
6.	গাজীপুর	১৩১৭৩.২৯৪৩	৩৭.	জয়পুরহাট	২৫৩৭.৯৩৩০
7.	ময়মনসিংহ	৩৭২৩২.০৫২৩	৩৮.	রংপুর	৩৯৯৮.৪০৭৪
8.	কিশোরগঞ্জ	১৮২০৯.৮৫৮৫	৩৯.	কুড়িগ্রাম	৫৩৫৮.৩১৪৭৪
9.	টাংগাইল	৪৩০১০.৩৬০০	৪০.	গাইবান্ধা	২৬৪৬.২২৭৮
10.	নেত্রকোণা	১৫৬০১.৫৩০	৪১.	নীলফামারী	৫২৯২.১৭৫৬
11.	জামালপুর	৫৮৮২.০৪১১	৪২.	লালমনিরহাট	৩৬৪৬.৮৫৫
12.	শেরপুর	২৬১৬০.৫৯৫	৪৩.	দিনাজপুর	১৫৬৫৬.৯১৪৫
13.	ফরিদপুর	৮৯৩৭.৭৬৫৫	৪৪.	ঠাকুরগাঁও	৩৫৩৮.০৬
14.	শরীয়তপুর	৪৪০৯.৮৫৫০	৪৫.	পঞ্চগড়	৪২৫৮.০০
15.	মাদারীপুর	৭০৭৪.৪৩১১	৪৬.	খুলনা	৭৬৪২.১০
16.	গোপালগঞ্জ	১৬৫০৪.৪৪৫০	৪৭.	বাগেরহাট	১৫৫৪৫.৫৩৫০
17.	রাজবাড়ী	৩২৮২.৩৮২৭	৪৮.	সাতক্ষীরা	২৫০৯১.১১
18.	চট্টগ্রাম	১৭২২২.৫৮৫৯	৪৯.	যশোর	২৩৭২০.১০

19.	কক্সবাজার	**২৩৬৮.৪৭১৪**	৫০.	ঝিনাইদহ	**১১৯৩৮.৭১**
20.	লক্ষ্মীপুর	**৬৯৮০.৫০৩৪**	৫১.	নড়াইল	**৯৫৮১.৫৮**
21.	চাঁদপুর	**১২৪৬৭.৪০৮৩৩**	৫২.	কুষ্টিয়া	**৬৪৬৩.৬০৬৮**
22.	নোয়াখালী	**৯১৫৮.০০৭**	৫৩.	মাগুরা	**৯২৭৪.৬৫০০**
23.	ফেনী	**৭৫৭১.৫৬৭৪**	৫৪.	চুয়াডাঙ্গা	**১৮৭৪৯.৫৬**
24.	কুমিলস্না	**৩৩৩১১.১৮৮৭**	৫৫.	মেহেরপুর	**৪৭৮৯.৭২**
25.	বি.বাড়িয়া	**১১৯০৬.৯০৯৬**	৫৬.	বরিশাল	**১৭৮৮৬.৬২৭৬**
26.	সিলেট	**১৬৯৬০.১০৬০**	৫৭.	পটুয়াখালী	**৭৩৭৩.৩৪৫**
27.	সুনামগঞ্জ	**১৮৫৪০.৭৫৩৩**	৫৮.	ভোলা	**৫৮৯৭.০৫৬৭**
28.	মৌলভীবাজার	**১৩৯৩০.০৩৮৩**	৫৯.	পিরোজপুর	**১১৬১০.৫১১৮**
29.	হবিগঞ্জ	**১২১৬৩.০৫৬৬**	৬০.	বরগুনা	**৩৭২৪.৮৮২৯**
30.	রাজশাহী	**১৭১২৭.৯৮৪১**	৬১.	ঝালকাঠি	**৭২১৩.৯৮৮**
31.	নাটোর	**১২৪৩৪.৯৩৯৮**		**মোট=**	**৭,৪২,৪২১.২৪১৬৮**

'ক' তফসিলভুক্ত ও লীজকৃত সম্পত্তিতে ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে লীজমানির দাবী ছিল ৪৩,৭৪,৭৬,১০৮/- টাকা তন্মধ্যে উক্ত অর্থ বৎসরে মোট ১৮,২০,৯২,২৮৩/- টাকা আদায় করা হয়েছে।

পরিত্যক্ত সম্পত্তিঃ

The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (PO No-16 of 1972) জারির মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। অতপর এতদসংক্রান্ত বিষয়ে The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules 1972, The Bangladesh Abandoned Property (Land, Building and any Other Property) Rules 1972, Policy for disposal of Vested/Abandoned Properties 1982, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নগর এলাকাসমূহের বাড়ী ঘর) বিধিমালা ১৯৭২, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত

সম্পত্তি (বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা 1972, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (শিল্প প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা 1972 Ges The Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance 1985 প্রভৃতি আইন ও বিধি বিধান জারি করা হয়। The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules, 1972 এর বিধি ৬ অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে উক্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রন, ব্যবস্থাপনা ও নিস্পত্তির জন্য ৭টি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। উলিস্নখিত বিধি-বিধান দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমান ৬,০৬৮.৪৬৯৩ একর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত স্মপত্তি ১নং খাস খতিয়ানে আনয়নের নিমিত্ত একটি খসড়া পরিপত্র প্রণয়ন পূর্বক তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে মতামত দেয়ার জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্তরূপ ভেটিংয়ের পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমান নিমণরূপঃ

ক্রম	**মন্ত্রণালয়ের নাম**	**জমির পরিমান (&একর)**
১।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৫৪৬৫.৩৮০৮
২।	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪৯৩.৩৩৫৪
৩।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৯৩.৮৬০০
৪।	শিল্প মন্ত্রণালয়	২.৯৪৩২
৫।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১.৫৫৩৫
৬।	তথ্য মন্ত্রণালয়	০.২৪২০
৭।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	০.২৫০০
৮।	রেলওয়ে মন্ত্রণালয়	৮.৯০৪৪
৯।	স্থানীয় সরকার পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২.০০০০
	সর্বমোট=	**৬,০৬৮.৪৬৯৩**

বিনিময় সম্পত্তিঃ

বাংলাদেশ হতে দেশত্যাগী হিন্দু এবং ভারত হতে বাস্তুত্যাগী হয়ে বাংলাদেশে আসা মুসলমানদের মধ্যে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ এর পূর্বে সম্পাদিত দলিলমূলে বিনিময়কৃত সম্পত্তিসমূহ বিনিময় সম্পত্তি নামে পরিচিত। এ সকল সম্পত্তি হস্তান্তরে সত্যতা যাচাইক্রমে প্রকৃত বিনিময়কারীগণের অনুকূলে নিয়মিত করণের কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সমাধানের লক্ষ্য উপজেলা পর্যায়ে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা আছে। বিনিময় সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সমাধানের লক্ষ্য উপজেলা পর্যায়ে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা আছে।

উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে জেলা প্রশাসক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে থাকেন। গঠিত কমিটি নিমণরূপঃ

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার - সভাপতি
(২) সহকারী কমিশনার (ভূমি) - সদস্য সচিব
(৩) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান - সদস্য
(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীয় ২(দুই) জন সমাজ সেবক - সদস্য

ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম অন্যতম। জমির শ্রেণী ও ব্যবহারভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে সরকারি রাজস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কর নিধারণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর সরকারের রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় ভূমি মন্ত্রী ও মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত অর্থ বছরে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে (সাধারণ ও সংস্থা) মোট ৫২৭.৯৫ কোটি টাকা (পাঁচশত সাতাশ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ টাকা)। ভূমি উন্নয়ন করের সাধারণ দাবীর আদায় সন্তোষজনক হলেও সংস্থার দাবীর বিপরীতে সংস্থার দাবীর আদায় কোন অর্থ বছরই সন্তোষজনক হয় না। বিভিন্ন সংস্থার নিকট পাওনা ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে-আশা করা যায় সহসাই সংস্থার দাবি আদায়ের হার বৃদ্ধি পাবে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ভূমি উন্নয়ন করের বিভাগভিত্তিক দাবি ও আদায় বিবরণী নিমণরূপঃ

কোটি টাকায়

ক্রমিক	বিভাগের	সাধারন	বিভিন্ন সংস্থা	মোট দাবি	মোট আদায়	মন্তব্য

নং	নাম	দাবি	আদায়	দাবি	আদায়	(সাঃ+সংস্থা)	(সাঃ+সংস্থা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
1.	ঢাকা	১৬২.৯৩	১৪১.৯৪	১২৪.৫৩	৩৭.৪৫	২৮৭.৪৬	১৭৯.৩৯	
2.	ময়মনসিংহ	১৪.৬২	১৪.৭৪	১৯.৩৩	১.৯৪	৩৩.৯৫	১৬.৬৮	
3.	চট্টগ্রাম	৯৬.৪১	৮৪.৭১	১০৩৯.৩২	১৩.৩৫	১১৩৫.৭৩	৯৮.০৬	
4.	খুলনা	৬২.১৭	৬২.৪৫	১০৬.৭৩	৭.২৪	১৬৮.৯০	৬৯.৬৯	
5.	রাজশাহী	৫৪.৯৬	৫৬.৬৩	৪৯.২৪	১২.৯৯	১০৪.২০	৬৯.৬৩	
6.	রংপুর	২৮.৬০	২৯.৯৮	৬২.৯৪	৫.৩৭	৯১.৫৪	৩৫.৩৬	
7.	বরিশাল	২৬.১৭	২০.৮৮	৬.৯৪	২.২০	৩৩.১১	২৩.০৮	
8.	সিলেট	২১.৪৮	২৪.৭৬	৩৪.২২	১১.৩২	৫৫.৭২	৩৬.০৮	
	মোট	**৪৬৭.৩৪**	**৪৩৬.০৯**	**১৪৪৩.২৫**	**৯১.৮৬**	**১৯১০.৬১**	**৫২৭.৯৫**	

নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণ কার্যক্রম সহজীকরণ

The State Acquisition & Tenancy Act, 1950[28 of 1951]এর ১৪৩ ধারা মোতাবেক জমির খতিয়ান সঠিকভাবে সংরক্ষণের উপর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে নির্ভরশীল। The State Acquisition & Tenancyঅপঃ, ১৯৫০ এর ১৪৩, ১১৬ এবং ১১৭ ধারার মাধ্যমে কালেক্টর/রাজস্ব অফিসারের উপর নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ দায়িত্ব সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর উপর ন্যস্ত। উত্তরাধিকার বা রেজিস্ট্রি দলিল এবং অন্যান্য সূত্রে হস্তান্তরের ফলে নামজারি-জমাভাগের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড হালকরণের জন্য একটি নির্ধারিত আবেদন ফরম প্রস্তুত করে পরিপত্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারি করা হয়েছে। এতে নামজারি-জমাভাগ আবেদনের ক্রমানুযায়ী মহানগরের ক্ষেত্রে ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) কার্য দিবস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩০(ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য বলা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের ৩০-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৫৯৮নং পরিপত্রের মাধ্যমে নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের ফি ১১৭০/-(এগারশ সত্তর) টাকা পুণঃনির্ধারণ করা হয়েছে। নামজারি ও জমাভাগ ভূমি ব্যবস্থাপনায় একটি নিয়মিত কাজ-এই কাজে জনহয়রানি হ্রাসে মন্ত্রণালয় নানা পদক্ষেপ নিয়েছে, যার সুফল মানুষ পেতে শুরু করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সারাদেশে মোট ২৩.০৫ লক্ষ নামজারি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমঃ

জনস্বার্থে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়। প্রত্যাশী সংস্থার আবেদনমতে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ অনুসরণে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ/ হুকুমদখল করে প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে ন্যস্ত করা হয়। স্থাবর সম্পত্তি ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৫(১) বি ধারামতে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সরকাররের বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রায় ৪৫০০ একর জমি অধিগ্রহণের অনুমোদন দিয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে উনয়নমূকল কার্যক্রমেজর জন্য জেলা প্রশাসকগণ প্রায় ২৫০০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছেন। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সারাদেশে সর্বমোট প্রায় ৭০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে যে সকল প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম, প্রত্যাশী সংস্থা এবং জমির পরিমাণ নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	জমির পরিমাণ
১।	আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগঞ্জ ডাবল রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প	৪২.২৫২৫ একর
২।	আখাউড়া-লাকসাম ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প	২৮.৩০ একর
৩।	চিটাগাং সিটি আউটার ফিডার রোড-০১ শীর্ষক প্রকল্প	১০.১১১০ একর
৪।	রাঙ্গুনীয়া সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প	১৮৮.৫৩৫০একর
৫।	খুলনা-মংলা নতুন রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প	৪০১.২৭৯০একর
৬।	বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''সিইআইপি-১'' শীর্ষক প্রকল্প	৩১.৭৮৫৮ একর
৭।	খুলনা-মংলা পোর্ট পর্যন্ত নতুন রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প	২৭৫.০২৫৭ একর
৮।	ভারত বাংলাদেশ বিদ্যুৎখাতে যৌথ সহযোগিতার আওতায় ৪০০ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য	৩৯.৯১৫০ একর
৯।	মহেশখালী আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপ নির্মাণের জন্য	৫.১৩৫ একর
১০।	মাতারবাড়ী-মনুনাঘাট মেঘসাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	১৮.২৭৩ একর

	নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	
১১।	পায়রা বন্দরের সাথে জাতীয় মহাসড়কের সংযোগের নিমিত্তে ৪(চার) লেন বিশিষ্ট রাস্তা নির্মাণের জন্য	৫৮.০০একর
১২।	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার সাবরাং মৌজায় Sabrang Tourism SEZ স্থাপনের জন্য	৬০.৫০ একর
১৩।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো), ঢাকা কর্তৃক বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1 CEIP-শীর্ষক প্রকল্প	১২৫.১১৭৮ একর
১৪।	কক্সবাজার বিমান বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য	২৫.১৪ একর
১৫।	ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পুলিশ-১, ঢাকা এর ডাইরেক্টরের কার্যালয় ও পুলিশ লাইন্স স্থাপনের জন্য ঢাকা জেলাধীন সাভার উপজেলার গণকবাড়ি মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ	৯.৪১ একর
১৬।	গুলশান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া ও ধানমন্ডি এলাকার ১১টি পরিত্যক্ত বাড়িতে বহুতল ভবন/ফ্ল্যাট নির্মাণ	১৩.৫০ কাঠা
১৭।	জয়িতা ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ঢাকা শহরের ধানমন্ডিস্থ পরিত্যক্ত বাড়ি নং-৪০৫/বি (পুরাতন) ২০/এ (নতুন) , রোড নং-২৭ (পুরাতন) ১৬ (নতুন) দুটি একতলা বিল্ডিং ও দুটি গার্ডরুম ইমারতসহ ভূমি অধিগ্রহণ	১৯.৯০ কাঠা
১৮।	শিরনিরটেক হতে গাবতলী (বাদামতলী) সংযোগ সড়ক (৩য় অংশ) নির্মাণের জন্য মিরপুর থানাধীন জহুরাদ মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ	০.১৬৭৭ একর
১৯।	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প (২য় ধাপ)	১৭.৯৮৯২ একর
২০।	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প (৩য় ধাপ)	৩.৭০৫৬ একর
২১।	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক পুলিশ লাইন নির্মাণ	৯.৯২ একর
২২।	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ উত্তরা আঞ্চলিক পুলিশ লাইন	১০.০০ একর

	নির্মাণ	
২৩।	নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলাধীন জালকুড়ি মৌজায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ প্রকল্প	২৩.২৮ একর
২৪।	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহীর অনুকুলে ভূমি অধিগ্রহণ	০.০০৩০ একর
২৫।	''পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর প্রকল্প	৩.০০ একর
২৬।	ঢাকা জেলার Dhaka IT SEZ স্থাপনের জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের অনুকূলে অধিগ্রহণ	৬৪.৬৭৫ একর
২৭।	অনুমোদিত বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরঝিল এলাকায় সমন্বিত উন্নয়ন (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গুলশান, বাড্ডা এবং তেজগাঁও শিল্প এলাকা মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ	১.৪৭৬৬ একর
২৮।	''পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক কেরানীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার বলসতা মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ	৩.০০ একর
২৯।	**ঢাকা জেলার কামরাঙ্গীরচর (সাবেক লালবাগ) থানার চরকামরাঙ্গী মৌজায় ৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ**	০.২০ একর
৩০।	**ঢাকা ওয়াসা-এর অনুকূলে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প ফেজ-৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্য ঢাকা জেলার ডেমরা থানাধীন মাতুয়াইল মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ**	২.০২৭৬ একর
৩১।	''পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প'' এর জন্য ঢাকা জেলার বিভিন্ন মৌজায় ৭১.৩২৪৩ একর এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার বিভিন্ন মৌজায় ১৫.১৫৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ	৮৬.৪৮১৮ একর
৩২।	রাজউক এর অনুকূলে কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয়	৯০.১৫৪৯ একর

	পাশে^র ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	
৩৩।	গাজীপুর জেলার শ্রীপুর হতে জয়দেবপুর সিজিএস পর্যন্ত গ্যাস পাইপ লাইন ও অন্যান্য স্থাপনাদি নির্মাণ	৩৭.৫০২২ একর
৩৪।	গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	৪.৫৫৩০ একর
৩৫।	গাজীপুর জেলার আওতায় ধনুয়া-এলেঙ্গা ও বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় নকলা প্রকল্প	২৩.৮৪৬০ একর
৩৬।	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন শিয়ালকোল মৌজায় শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প	২৯.৯০ একর
৩৭।	গোপালগঞ্জ জেলাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনের পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেল লাইন এবং অবকাঠামো নির্মাণ	১৮৭.০২৯৫ একর
৩৮।	ব্রহ্মপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁদ নির্মাণ প্রকল্প বগুড়া জেলা	৭৮.২৯৩০ একর
৩৯।	মানিকগঞ্জ জেলার ট্রমা সেন্টার ও ২০৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালসহ মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ নির্মাণ	২০.০০ একর
৪০।	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার তাড়াইল-পাঁচুড়িয়া পোল্ডার নং-৫ উন্নয়ন প্রকল্প	১৩.৫৫ একর
৪১।	শরীয়তপুর জেলার আওতায় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	১৮৭.১৩ একর
৪২।	কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার বাধবরাম মৌজার ধরলা ৩০ মেগওয়াট সোলার পার্ক নির্মাণ	১১৬.২৫ একর
৪৩।	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার হাট-পাঁচিল হতে আহম্মদপুর পর্যন্ত বিভিন্ন মৌজায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ-কাম রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প	২৩৫.১১ একর
৪৪।	পলস্নী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প এল এ কেস	৫০.০০ একর

৪৫।	গাজীপুর জেলার আওতায় আজমতপুর-ইটাখোলা সড়কের ২৩ তম এবং ২৪ তম কিঃমিঃ এ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	১৫.২৫৭৫ একর
৪৬।	গাজীপুর জেলার আজমতপুর-ইটাখোলা সড়কের ২ ৫ তম কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	৯.৭৮৩০ একর
৪৭।	গাজীপুর জেলার আজমতপুর-ইটাখোলা সড়কের ২১তম এবং ২২তম কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	১৫.০৫২০ একর
৪৮।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ এর অধীন তারাইল-পাঁচুড়িয়া পোল্ডার নং-৩ এর পূর্বের নির্মাণ উন্নয়ন প্রকল্প	৯.৪২ একর
৪৯।	পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ এর অধীন তারাইল-পাঁচুড়িয়া পোল্ডার নং-৩ এর উন্নয়ন প্রকল্প	২.৩৪ একর
৫০।	পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ এর অধীন তারাইল-পাঁচুড়িয়া পোল্ডার নং-৪ এর বেড়ীবাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প	৯.৯০ একর
৫১।	গাজীপুর জেলার আওতায় আজমতপুর-ইটাখোলা সড়কের ২৬তম কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	৭.৬০৭৫ একর

উন্নয়ন-পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবন কার্যক্রমঃ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে মন্ত্রণালয়ের সারাদেশের ভূমি সংক্রান্ত সেবা সহজলভ্যকরণ, সহজীকরণ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি কার্যাবলীর পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ এবং ক্রমান্বয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প দলিল প্রণয়ন, এই সকল প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, সংশোধন ইত্যাদি কার্যাবলী এই অনুবিভাগ হতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন বাজেটের সর্বোচ্চ সদব্যবহার নিশ্চিত করে ভূমি সংক্রান্ত সেবার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার জন্য ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবার ডিজিটাইজেশন সফলভাবে সম্পন্ন করা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উন্নয়ন অনুবিভাগের আওতায় মোট ০৯টি প্রকল্প বাস্তাবায়নাধীন ছিল। এই প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৪১.৬২ কোটি টাকা। এর বিপরীতে এ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অগ্রগতি ছিল ১০৩.৮০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৭৩%। ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যাবলীর বিস্তারিত তথ্য পঞ্চম অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

... ...

অধ্যায় চতুর্থঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমসমূহ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহ হচ্ছেঃ

ক) ভূমি সংস্কার বোর্ড
থ) ভূমি আপিল বোর্ড
গ) ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর
ঘ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ঙ) হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর

নিম্নে এই সকল দপ্তর/সংস্থার ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কার্যাবলীর বিস্তারিত তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো

ক) ভূমি সংস্কার বোর্ড

ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট মাত্র ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। দেওয়ানি ও রাজস্ব বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালের ১৩ আগস্ট ''বোর্ড অব রেভিনিউ '' গঠন করেন। পাকিস্তানী আমলেও বোর্ড অব রেভিনিউ বহাল থাকে । বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে এর বিলুপ্তি ঘটে ও ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। বিভিন্ন বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৮৭ সালে এর নামকরণ হয় ভূমি মন্ত্রণালয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মাঠ পর্যায়ের ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকি করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালে ১৯৮৩ সালের ১৩ নং আইন বলে বিলুপ্ত বোর্ড অব রেভিনিউ-এর আদলে ভূমি প্রশাসন বোর্ড গঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ের ভূমি প্রশাসন ও আপিল মামলা পরিচালনা করা ভূমি প্রশাসন বোর্ডের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠে। তারপর অনেক গবেষণা ও বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে ১৯৮৯ সালে মাঠ পর্যায়ের আপিল মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২নং অধ্যাদেশ বলে ভূমি আপিল বোর্ড এবং ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১নং অধ্যাদেশ বলে

ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১ নং অধ্যাদেশটি জাতীয় সংসদের অনুমোদন লাভের মাধ্যমে ২৩ নং আইনে পরিণত হয়।

মিশন, সেবা ও কার্যাবলীঃ

মিশনঃ

কার্যকর পরিদর্শন ও নিবিড় তদারকির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন, গতিশীলকরণ, ভূমি উন্নয়ন করের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও আদায়ের অগ্রগতি মনিটরিং, ভূমি সংস্কার বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং ভূমি মালিকগণকে সর্বোত্তম সেবা দানে সহযোগিতা প্রদান।

সেবা ও কার্যাবলীঃ

সরকার ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-১৫(ভূঃমঃবোঃ)-২৩১/৮৮/৪১১ তারিখ-২৩-০৫-১৯৮৯ এর আদেশে ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৯ (অধ্যাদেশ নং-১, ১৯৮৯) এর ৫(ক) ও ৫(খ) ধারায় অর্পিত ক্ষমতা বলে সরকারের তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিকট ভূমি ব্যবস্থাপনার মাঠ প্রশাসনসহ ১৭টি দায়িত্ব অর্পণ করে। উক্ত আদেশের ১(গ) অনুচ্ছেদে ভূমি সংস্কার বোর্ডকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল গেজেটেড ২য় শ্রেণী এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ/বদলী ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১২-৩৯/৯০/২৫ তারিখ-১৪-০১-১৯৯২ এর আদেশ বলে ২৩-০৫-১৯৮৯ তারিখে জারিকৃত আদেশটি বাতিলপূর্বক ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসনসহ ১৫টি দায়িত্ব ভূমি সংস্কার বোর্ডকে অর্পণ করা হয়।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর তথ্যাদিঃ

প্রশাসনিকঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা(রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার দপ্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়					
অধিদপ্তর/	৯৮টি	৭২টি	২৬টি	--	ভূমি সংস্কার বোর্ডের কর্মকর্তা

সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)					ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০১৪ অনুযায়ী কর্মচারীগণ পদোন্নতি পাওয়ায় ৭টি পদ শূন্য হয়েছে।
মোট	**৯৮টি**	**৭২টি**	**২৬টি**	**--**	পদায়ন না হওয়ায় ১ম শ্রেণীর ৯টি এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদগুলি নিয়োগ বিধি সংশোধন এবং টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্তি না হওয়ায় ৮টি প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ২টি গাড়িচালকের পদ শূন্য রয়েছে।

শূন্য পদের বিন্যাসঃ

যুগ্ম সচিব/ তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		৯টি	প্রশাসনিক কর্মকর্তা - ৮টি	৭টি	২টি	২৬টি

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদানঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী		কর্মকর্তা	কর্মচারী		
১	২		৪	৫		৭
--	--		--	৫		সাঁটলিপিকার পদে ১জন, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক পদে ১জন,রেকর্ড কীপার পদে ৩ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে):

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী /উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী / স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
-----	-----	-----	৩-৮ নভেম্বর ২০১৫, কোরিয়া	-----

অডিট আপত্তিঃ

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ (০১লা জুলাই২০১৫ থেকে ৩০জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

ক্রমিক	ভূমি সংস্কার বোর্ড	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকা (কোটি)		সংখ্যা	টাকা (কোটি)	সংখ্যা	টাকা (কোটি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মোট		৩১	২৫৪২.০৭	৩১	০৩	.০৪৫	২৮	২৫৪২.০২৫

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলাঃ

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের (২০১৫-১৬) মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের পুঞ্জীভুত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য বন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
২	--	--	--	--	২

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১লা জুলাই২০১৫ থেকে ৩০জুন ২০১৬ পর্যন্ত):

সরকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
নওয়াব এস্টেটের পক্ষে মামলার সংখ্যা-০২টি	নওয়াব এস্টেটের বিপক্ষে মামলার সংখ্যা-০৪টি	--	২টি	১টি
ভাওয়াল রাজ এস্টেটের পক্ষে মামলার সংখ্যা-১২টি	ভাওয়াল রাজ এস্টেটের বিপক্ষে মামলার সংখ্যা-১৭টি	--	১২টি	৪টি

মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১লা জুলাই২০১৫ থেকে ৩০জুন ২০১৬ পর্যন্ত):

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
১	২
ভূমি সংস্কার বোর্ডে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সংখ্যা-৩৪টি	৭৩৫ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা -২টি (শেরপুর ও রাজবাড়ী)	১০০+১০০= ২০০ জন

উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম-১টি (চাঁদপুর)	১০০ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী-১টি	১০০ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা-১টি (ঝিনাইদহ)	১০০ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল ১টি (বরগুনা)	৭৫ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর-১টি (কুড়িগ্রাম)	১৬৫ জন
	মোট- ১৪৭৫ জন

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণঃ

আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ বিষয়,অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেট/ভাওয়াল রাজ এস্টেট এর ১ম শ্রেণী, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের নিয়ে মাসিক ১০দিন হিসেবে ৩৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৭৩৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৫২০ জন ও মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ২১৫ জন = ৭৩৫জন। সারা দেশে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)দের নিয়ে ২দিন ব্যাপী এপিএ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার /ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার /ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
ভূমি সংস্কার বোর্ডের **National Integrity Strategy (NIS)** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কর্মসূচির অংশে স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে সেমিনারের সংখ্যা-১টি (২৫-০৪-২০১৬)	অংশগ্রহণকারী ৩১ জন

তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপনঃ (০১লা জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০জুন ২০১৬ পর্যন্ত):

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে মোট কম্পিউটারের সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (**LAN**)সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী

১	২	৩	৪	৫	৬
৩১ টি	হ্যাঁ, আছে	আছে	নাই	১৫	৫৭

সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/ আয়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (কোটি টাকায়)

আয়		২০১৫-২০১৬		২০১৪-১৫		হ্রাস (-)/বৃদ্ধির(+)হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ ভূমি উন্নয়ন কর জুন/২০১৬	১৯১১	৫২৮	১৬০৬	৩৮০	(+) ১৯%	(+) ৩৮.৯৫%
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ জুন/১৬পর্যন্ত	৩৪.০৬	৩৪.০৬	৩২.৭৫	৩২.৭৫	(+) ৪%	(+) ৪%
উদ্বৃত্ত(ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসাবে		-	-	-	-	-	-

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সংকট

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

(ক) ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারা দেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস,উপজেলা ভূমি অফিস,অতিরিক্ত

জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে Land Information Management System (LIMS) Software এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(খ) PPNBকর্মসূচীর আওতায় ঢাকা বিভাগের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকাসহ ১৭টি জেলার ১৩৩টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস ও ৭৪৮টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস এবং সিলেট বিভাগের ৩৮টি উপজেলা ভূমি অফিসও ১৩৭টি ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসে ল্যাপটপ/কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি বিভাগে কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ সরবরাহের নিমিত্ত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থে রংপুর,রাজশাহী, খুলনা,চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস এবং বিদ্যুৎ সংযুক্ত ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস সমূহে আইটি নেটওয়ার্কিং স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।

(গ) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬৪টি জেলায় জুন,২০১৬ মাসে সাধারণ ও সংস্থার ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে ১১১,৩৯,৮৪,২০৫/- (একশত এগার কোটি উনচল্লিশ লক্ষ চুরাশিহাজার দুইশত পাঁচ) টাকা এবং একই অর্থ বছরের সর্বমোট পুঞ্জিভূত ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে জুন,২০১৬ পর্যন্ত ৫২৭,৯৬,৬৪,২২০/-(পাঁচশত সাতাশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশত বিশ) টাকা মাত্র ।

(ঘ) সরকারের ভিশন ২০২১ অর্জন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়,ভূমি সংস্কার বোর্ড,বিভাগীয় কমিশনার,জেলা প্রশাসক,সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিরন্তর কাজ করছে। মূলত: ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল সেবা জনগণের নিকট সহজলভ্য করতে উপজেলা এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আইটি নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন ধরণের সফটওয়্যার তৈরী করে জনগণকে উন্নত সেবাদানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব প্রচেষ্টার অধিকাংশই **Land Information Management System (LIMS)** এর অংশ যা স্থানীয় জনগণের ভূমি সেবা সহজীকরণ ও সেবার মান বৃদ্ধি সংক্রান্ত।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো (Land Information Service Framework: LISF)সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভূমি সংস্কার বোর্ডকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ,এটুআই ও আইসিটি বিভাগকে সম্পৃক্ত করে LISFএর উপযোগী নামজারী পদ্ধতি তৈরীতে সমন্বয়ের অনুরোধ করা হয়। মূলত: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ কর্তৃক উদ্ভাবিত ভূমি সেবা কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে দেশব্যাপী সম্প্রসারণ এবং একই পদ্ধতিতে আনয়ন করার প্রয়াসে ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত ১০টি মডিউলসমৃদ্ধ LIMSনামক ভূমি ব্যবস্থাপনার একটি পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার এবং এর User Manualতৈরী করা হয়েছে যা সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের অধিকাংশ কাজের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

I. Land Mutation Management System.
II. Land Mutation Review Management System.
III. Land Misc. Case management Sytsem.
IV. Land Development Tax Management System.

V. Online Offline Messaging System.
VI. Case Tracking System.
VII. Budget Management System.
VIII. Rent Certificate Management System.
IX. Employee Information System.
X. Monitoring DashBoard System.

Land Information Management System (LIMS) এর বৈশিষ্ট্যঃ

প্রথমতঃ এতে সেবাপ্রার্থীগণ অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এবং আবেদন পত্রের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবেন। তাছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ হলে উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে এস.এম.এস -এর মাধ্যমে সে তথ্যও পেয়ে যাবেন। সেবাপ্রার্থীগণ আবেদনের বিষয়ে শুনানির তারিখ অনলাইনে ঘরে বসেই জানতে পারবেন এবং নামজারি শেষে মুদ্রিত পর্চাও হাতে পেয়ে যাবেন। এতে মাঠ পর্যায়ের কাজের সুষ্ঠু তদারকি সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়তঃ জেলা ও বিভাগওয়ারি নামজারির অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা চলতি মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ও অবশিষ্ট মামলার সংখ্যা চলতি অর্থ বছরের চলতি মাস পর্যন্ত নিষ্পন্নকৃত মামলার সংখ্যা মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যাবে।

তৃতীয়তঃ জেলা ও বিভাগওয়ারি অনিষ্পন্ন রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা, চলতি মাসের দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা এবং মোট রেন্ট সার্টিফিকেট মামলায় দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ,চলতি মাসের নিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ও আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ,চলতি অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা এবং মোট অনাদায়ী অর্থের পরিমাণের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যাবে।

চতুর্থতঃ জেলা ও বিভাগওয়ারি সাধারণ এবং সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায়ের মাসিক বিবরণী এবং বিগত বছরের একই সময়ের সাথে দাবি ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র যাচাই করা যাবে। ভূমি মন্ত্রণালয় সহজেই অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করের দাবির পরিমাণও জানতে পারবে। অধিকন্তু, ভূমি মন্ত্রণালয় তার চাহিদা মোতাবেক ভূমি সংস্কার বোর্ডের (www.lrb.gov.bd) ওয়েবসাইট থেকে ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত হালনাগাদ যে কোন তথ্য জানতে পারবে। ফলে সরকারি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিসহ ভূমি ব্যবস্থাপনার আইটি নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হবে। এতে একদিকে যেমন দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আসবে অন্যদিকে তেমনি নাগরিক সেবা প্রদান সহজ ও উন্নত হবে এবং জনগণ স্বল্প সময়ে,স্বল্প ব্যয়ে ভূমি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো সংক্রান্ত কমিটির গত ০৭-০২-২০১৬ তারিখের সভায় এমর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে,এটুআই কর্তৃক তৈরীকৃত ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অনলাইনে নামজারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ই-নামজারি সিস্টেম দ্রুত পাইলট আকারে বাস্তাবয়নের কার্যক্রম শুরু করতে হবে। ভূমি সংস্কার বোর্ড এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিবে। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে **LIMS**সফটওয়্যারটি সারাদেশে চালুর নিমিত্তে ভূমি সংস্কার বোর্ড প্রাথমিকভাবে ১৩টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস এবং প্রতিটি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসের অধীন দু'টি করে ইউনিয়ন/ পৌর/ সার্কেল ভূমি অফিসে পাইলটিং এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আগ্রহী সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণ তাদের অফিসের কম্পিউটার সিস্টেম হালনাগাদ করে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে পারবেন। এ বিষয়ে (www.lrb.gov.bd) লিংকটি ব্যবহার করা যাবে। বিগত ৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে পাবনা জেলার ঈশ্বরদি উপজেলা ভূমি অফিসে এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ।

LIMSসফটওয়্যারটিতে এটুআই এর **LISF**এবং ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের উদ্যোগে তৈরীকৃত আরএস খতিয়ানের (**RS-K**)উপাত্ত ভান্ডারের সাথে ইন্টার অপারেবল করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্ণিত উপাত্ত ভান্ডার হতে প্রয়োজনীয় খতিয়ান সংগ্রহের পাশাপাশি নুতন নামজারি খতিয়ান আপলোড করা যাবে। সফটওয়্যারটি সফল ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় গতি বৃদ্ধিসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

খ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

অধিদপ্তরের ইতিবৃত্ত:

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫) অধীন ভূমির মালিকানা সম্পর্কিত ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ১৮৮৮ সালে ''ভূমি রেকর্ড দপ্তর'' নামে কোলকাতায় একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গঠন করা হয়। তখন জরিপ কাজ ''সার্ভে অব ইন্ডিয়ার'' উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯১৯ সালে জরিপের কাজ ভূমি রেকর্ড দপ্তরের উপর ন্যস্ত হয় এবং এটি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর হিসাবে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে ১৯৫৩ সালে বর্তমান স্থানে (তেজগাঁও) এ পরিদপ্তরটি স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটিকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন এবং এটির নামকরণ করা হয় ''ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভে"।

রূপকল্প (Vision):

জনবান্ধব ভূমি মালিকানা তথ্য প্রতিষ্ঠা

অভিলক্ষ্য (Mission):

দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি মালিকদের সঠিক মালিকানা তথ্য নিশ্চিতকরণ।

অধিদপ্তরের কার্যপরিধিঃ

- পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশের প্রতিটি মৌজা জরিপপূর্বক স্বত্বলিপি ও মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন।
- প্রণীত স্বত্বলিপি ও মৌজাম্যাপ সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ।
- আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত।
- আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন। অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিস্পত্তিকরণ।
- ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বিসিএস (প্রশাসন), বিসিএস (পুলিশ), বিসিএস (বন), বিসিএস (রেলওয়ে) ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান।

জনবল কাঠামোঃ

এক নজর ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর আওতাধীন অফিসসমূহের জনবলের বিবরণী-

ক্রমিক নং	শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য
১	১ম শ্রেণী (ক্যাডার)	৬৫	২৯	৩৬
২	১ম শ্রেণী (নন-ক্যাডার)	৪২৩	২৬৪	১৫৯
৩	২য় শ্রেণী	৬৮৪	১৯৩	৪৯১
৪	৩য় শ্রেণী	৪৪৭৭	১৬৬৩	২৮১৪
৫	৪র্থ শ্রেণী	১৯৮৩	৮৯১	১০৯২
	সর্বমোট	৭৬৩২	৩০৪০	৪৫৯২

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ কার্যক্রমঃ

০১। জোনাল স্কীমের আওতায় দেশে বর্তমানে ১৭টি জোনে জরিপ কার্যক্রম চলছে। ঢাকা, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালী রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও পাবনা জোন। এ ছাড়াও দিয়ারা অপারেশনের মাধ্যমে সিকস্তি ও পয়স্থি ভূমির জরিপ কাজ চলছে।

০২। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে সাভার উপজেলায় ৭৭টি মৌজায় ডিজিটাল জরিপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উক্ত মৌজাগুলির মধ্যে ৪০টি মৌজার ট্রাভার্স, ৪০টি মৌজার কিস্তোয়ার, ২৩টি মৌজার বুঝারত, ১১টি মৌজার তসদ্দিক, ০৭টি মৌজার আপত্তি, ০৪টি মৌজার আপীল ও চূড়ান্ত যাঁচ, ০২টি মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা ও ০২ টি মৌজার গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

০৩। ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় ৪৮টি মৌজায় ডিজিটাল জরিপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উক্ত মৌজাগুলির মধ্যে ৪৮টি মৌজার ট্রাভার্স, ৪৮টি মৌজার কিস্তোয়ার, ৪৮টি মৌজার বুঝারত, ৪৭টি মৌজার তসদিক, ৩৪টি মৌজার আপত্তি, ১৬টি মৌজার আপীল ও ০১টি মৌজার চূড়ান্ত যাঁচ সমাপ্ত হয়েছে।

০৪। দিয়ারা সেটেলমেন্টের আওতায় কক্সবাজার জেলার অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য পূর্বে জরিপকৃত ০৭ টি মৌজার বর্ধিত অংশ ও ০৩ টি নতুন মৌজা জরিপের কাজ চলছে। সেনাবাহিনীর সেনানিবাস স্থাপনের জন্য, বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলায় ০২টি, পটুয়াখালী জেলার দুমকী উপজেলায় ০২টি ও মির্জাগঞ্জ উপজেলায় ০১টি মৌজার জরিপ চলছে। এছাড়া মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় ০৫টি, মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলায় ০২টি, ভোলা জেলার ভোলা সদর উপজেলার ০১টি, পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার ০৩টি, দুমকি উপজেলার ০১টি, সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় ০২টি,বাউফল উপজেলায় ১২টি, বরগুনা জেলার বরগুনা সদর উপজেলার ০৪টি, কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার ০১টি ও জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার ০৭ টি সহ সর্বমোট ৫৪ টি মৌজার ডিজিটাল জরিপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল মৌজার বেশীরভাগ মৌজার মাঠ পর্যায়ের ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে পরবর্তী স্তরের কাজ চলমান রয়েছে।

০৫। বৃহত্তর ৯টি জেলায় (দিনাজপুর, জামালপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা) ৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর আওতাধীন ২০০টি উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ২০০১-০২ সনে অনুমোদন পাওয়া গেছে। অনুমোদিত নবসৃষ্ট ৯টি (দিনাজপুর, জামালপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা) জোনাল সেটেলমেন্টের অধীন ২০০টি উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসের মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, দিনাজপুর,চট্টগ্রাম ও রাজশাহী জোনে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও ৩য় শ্রেণীর কিছুসংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জোনে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কুষ্টিয়া ও পটুয়াখালী জোনে কোন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়নি।

০৬। রংপুর ও দিনাজপুর জোনে অধুনালুপ্ত ১১১ টি ছিটমহল ভূক্ত ৫৫ টি মৌজার ডিজিটাল জরিপের কাজ চলমান আছে। ইতিমধ্যে দিনাজপুর জোনের ২১ টি মৌজার ১৩০ টি সিটের মধ্যে ২০টি সিট বাউন্ডারী মিল করা হয়েছে যা ২৬/৭/২০১৬ তারিখ থেকে খানাপুরী কাম বুঝারত আরম্ভ হবে। অবশিষ্ট সিটগুলোর সীমানা মিলের কাজ চলমান আছে। অপরদিকে রংপুর জোনের ৭৫ টি ছিটমহলের মধ্যে (২১ টি মৌজা) ১৫টি ছিটমহলের খানাপুরী কাম বুঝারত ও তসদিক সমাপ্ত হয়েছে। ১৩ ছিটমহলে খানাপুরীকাম বুঝারত চলমান রয়েছে। বাকী ছিট মহলের নক্সা ফাইনাল ড্রাফট এর কাজ চলছে। নক্সা পাওয়ার পর পরবর্তী স্তরের কাজ শুরু করা হবে।

<u>২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সামগ্রিক জরিপ কার্যক্রমের অগ্রগতি</u>

১। সারা দেশের মোট মৌজার সংখ্যা - ৬১৪১৪টি
২। জরিপ কর্মসূচী ভূক্ত মৌজার সংখ্যা - ৪১৯৬৫ টি
৩। জরিপকৃত মৌজা (চূড়ান্ত <u>যাঁচ</u>) মৌজার সংখ্যা - ৬৬৭ টি
৪। প্রস্তুতকৃত মৌজাম্যাপের সিট সংখ্যা - ২৬৬৩টি

কপি সংখ্যা- ২৮১২১৯ টি

৫। স্বত্বলিপি (খতিয়ান) মৌজার সংখ্যা- ১৫১৮ টি

স্বত্বলিপি (খতিয়ান)মুদ্রিত সংখ্যা- ১০৯৪৯০১ টি

৬। প্রস্তুতকৃত স্বত্বলিপি- ১১.৮৬ লক্ষ খতিয়ান

৭। স্বত্বলিপি প্রকাশ - ১৪.৫৩ লক্ষ খতিয়ান

৮। ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর - ১৫.৯৯ লক্ষ খতিয়ান

৯। ভূমি মালিকদের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর - ১৪.৫৩ লক্ষ খতিয়ান

খতিয়ান এন্ট্রি ও মুদ্রণের বিবরণঃ

এন্ট্রি		মুদ্রণ		মন্তব্য
মৌজা	খতিয়ান	মৌজা	খতিয়ান	
৫৮৭	৮,৮৬,৯২৩	১৫১৮	১০,৯৪,৯০১	বিগত বছরের মুদ্রণের জন্য অপেক্ষমাণ কাজসহ

মৌজা ম্যাপ উৎপাদনের তথ্যঃ

অর্থ বছর	**সিট সংখ্যা**	**কপি সংখ্যা**
১	**২**	**৩**
২০১৫-১৬	**২৬৬৩**	**২৮১২১৯**

০৭। বর্তমানে সারা দেশে জরিপ আওতাভুক্ত মৌজার সংখ্যা ৪১,৬৬৩ টি। তন্মধ্যে ৯৮% মৌজার (৪০৯৩০টি) মাঠ পর্যায়ের জরিপ কাজ (Field Survey) সম্পন্ন হয়েছে। ৯৮% মৌজার (৪০,৭২০টি) তসদিক সম্পন্ন হয়েছে। ৯৪% মৌজার (৩৯২৪০টি) আপত্তি কেস, ৮৭% মৌজার (৩৬২৮৭টি) আপীল কেস নিস্পত্তি করা হয়েছে। ৬৬% মৌজা (২৭৯৬৬টি) চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং ৫২% মৌজা (২১৬৯৭টি)জেলা প্রশাসক সহ বিভিন্ন দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে (সংযুক্ত বিবরণী ০১ ফর্দ)।

জুন/ ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত স্তরভিত্তিক অগ্রগতির সারসংক্ষেপঃ-

ক্রমিক নং	কাজের স্তর	মৌজা সংখ্যা	অগ্রগতির হার %	মন্তব্য
১	সারা দেশের মোট মৌজা	৬১৪১০	০০	
২	জরিপ কর্মসূচী ভূক্ত	৪১৬৬৩	০০	
৩	মাঠ জরিপ সম্পন্ন	৪০৯৩০	৯৮%	
৪	তসদিক সম্পন্ন	৪০৭২০	৯৮%	
৫	আপত্তি সম্পন্ন	৩৯২৪০	৯৪%	
৬	আপীল সম্পন্ন	৩৬২৮৭	৮৭%	
৭	মুদ্রণের জন্য প্রেরিত	৩৩৬৯২	৮১%	
৮	চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপ্ত	২৭৬৯৯	৬৬%	
৯	গেজেট প্রকাশিত	২৪৭৩৪	৫৯%	
১০	জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তরকৃত	২১৬৯৭	৫২%	

সকল জোনাল সেটেলমেন্টের জরিপ কাজের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির বিবরণী জুন / ১৬ মাস পর্যন্ত।

ক্রমিক নং	জোনের নাম	জরিপ শুরুর সাল	জরিপভুক্ত মোট মৌজার সংখ্যা	মাঠ জরিপ সম্পন্ন হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা	তসদিক সম্পন্ন হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা	ডি.পি সম্পন্ন হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা	আপত্তি সম্পন্ন হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা	আপীল সম্পন্ন হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা	চূড়ান্ত যাঁচ সম্পন্ন হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা	খতিয়ান কপি সম্পন্ন হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা	মুদ্রণের জন্য প্রেসে প্রেরণ করা হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা	মুদ্রণ শেষে প্রকাশ করা হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা	বাঁধাই সম্পন্ন হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা	গেজেটের প্রসত্মাব প্রেরণ করা হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা	গেজেট প্রকাশ হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা	জেলা প্রশাসক অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে এমন মৌজার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ঢাকা সিটি	১৯৯৫-৯৬	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১	১৯১	
২	ঢাকা সাভার	২০০৫-০৬	১০৭	১০৭	১০৭	১০৭	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	৪৮	২২	২২	২২	০	
৩	ডিজিটাল সাভার	২০০৮-০৯	৭৭	২৩	১১	১১	০৭	০৪	০৪	০৪	০৪	০২	০	০২	০২	০	
৪	ডিজিটাল পলাশ	২০০৯-১০	৪৮	৪৮	৪৭	৪২	৩৪	১৬	০৪	০১	০	০	০	০	০	০	
৫	ঢাকা নদী	২০০৩-০৪	২৭১	২৩৩	২২২	১৯৩	১৬৮	৭৮	১২	০	০	০	০	০	০	০	
৬	ময়মনসিংহ	১৯৭৮-৭৯	৬০৫৯	৬০৫৯	৬০৫৯	৬০৫৯	৬০৫৯	৬০৫৯	৬০৫৯	৬০৫৯	৬০৫৯	৬০২৯	৬০২৯	৬০২৯	৬০২৯	৬০১০	
৭	পাবনা (ইছামতী)	২০০৭-০৮	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩২	২৯	২৪	২০	০৭	০	০৭	০৭	১২	
৮	দিয়ারা	১৯৬৩	৬৫৭	৫৯৫	৫৭২	৫৬৮	৫৫৫	৫৩২	৪৫০	৪৪২	৪১৪	২৪৯	২০৫	২৩২	২০৫	১৭৬	

৯	যশোর	১৯৮৫-৮৬	৩২৫৬	৩২৩৭	৩২২৬	৩২২৩	৩২১৪	৩১১৯	২৯৫১	২৯৪৩	২৯২৫	২৮১৯	২৭৭২	২৭৭১	২৭০৭	২৫১৫	
১০	খুলনা	১৯৮৬-৮৭	২৪৫১	২৪৪৯	২৪৪৫	২৪৪৪	২৪২৭	২৩১১	২২৬০	২২৪৭	২২২৯	১৭৮১	৮২৪	১১৩৩	১১১৪	৬৩৯	
১১	ফরিদপুর	১৯৮৫-৮৬	৩৪১০	৩৪০৭	৩৪০৪	৩৩৯৫	৩৩৮১	৩৩৭৭	৩৩৭৩	৩৩৭২	৩৩৬৯	২৮৬১	২৭৩২	২৬২০	২৪৭৮	২১৫৪	
১২	বরিশাল	১৯৮৭-৮৮	১৭২৪	১৫২১	১৫১৪	১৪৯৫	১৪৩৩	১২০৫	১১১১	১১০৬	১০১৬	৮১২	৬২৮	৬৬৯	৬২৮	৫৪৮	
১৩	বগুড়া	১৯৮৫-৮৬	২৪৮৯	২৪৮৯	২৪৮৭	২৪৮৫	২৪৮৪	২৪৪৩	২৩২৫	২১৬৭	২১৩৮	১৭১৪	১৬৫৬	১৬৯৮	১৪৬৯	১০৬৩	
১৪	দিনাজপুর	২০০১-০২	৩১০২	৩০১৪	২৮৯৪	২৭৬৮	১৬৭৫	৪৪৩	২২৪	১৬৯	১৩৮	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	
১৫	রংপুর	১৯৮৬-৮৭	৩৬৭৪	৩৬৫৮	৩৬৫৭	৩৬৫৫	৩৬৩৬	৩৩৬৭	৩১১৬	৩০০৭	২৯০৬	১৭৭২	১৭৭৭	১৬৬৬	১৬৬৬	১১০১	
১৬	সিলেট	১৯৮৭-৮৮	৫৪৫৭	৫২৮৫	৫২৭৮	৫২৭৮	৫২৭৫	৪৪৪৭	৪৩৩২	৪৩৩২	৪০৭৬	২৩২৪	১৬৬২	২২৮৩	১৮৯৯	১৫৭০	
১৭	টাঙ্গাইল	১৯৮৬-৮৭	১৯৯৬	১৯৯২	১৯৯২	১৯৯২	১৯৯০	১৯৮৮	১৮০০	১৮০০	১৭৫৮	১৫৬৮	১২৬৪	১৩৮৫	১৩৩৯	১০৩৯	
১৮	কুমিলা	১৯৮৫-৮৬	৪৬৮২	৪৬৭৭	৪৬৭৭	৪৬৭৭	৪৬৭৭	৪৬৭৭	৪৬৭৭	৪৬৭৭	৪৬৭৬	৪১৭৫	৩৬৩৫	৩৯৬৭	৩৬৮৬	৩৩৯১	
১৯	নোয়াখালী	১৯৮৬-৮৭	১৮৯০	১৮৯০	১৮৯০	১৮৮৯	১৮৮৯	১৮৮৯	১৮০৬	১৭৬৩	১৬৬৬	১৩১৪	১২৬১	১২৬০	১২৬০	১২৫৬	
২০	রাজশাহী	২০১৩-১৪	৩৪	২০	১০	০৬	০৪	০৩	০২	০২	০২	০	০	০	০	০	
২১	ছিটমহল (রংপুর)	**২০১৫-১৬**	৩৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	ডাটা এন্ট্রি সমাপ্ত, নক্সা প্রস্তুতের কাজ চলছে।
২২	ছিটমহল (দিনাজপুর)	**২০১৫-১৬**	১৯	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	

	মোট অগ্রগতি ও %	**মোট =**	৪১৬৬৩	৪০৯৩০	৪০৭২০	৪০৫১৩	৩৯২৪০	৩৬২৮৭	৩৪৮৪৩	৩৪৪২৯	৩৩৬৯২	২৭৬৯৯	২৪৬৯২	২৫৯৬৭	২৪৭৩৪	২১৬৯৭	
		%		৯৮%	৯৮%	৯৭%	৯৪%	৮৭%	৮৩%	৮৩%	৮১%	৬৬%	৫৯%	৬২%	৫৯%	৫২%	

জুন /১৬ পর্যন্ত।

মাঠ মৌসুমে আন্তঃজেলা, আন্তঃমৌজা সীমানা নির্ধারণ ও জিওডেটিক পিলারের মান নির্ণয় কাজের অগ্রগতিঃ

আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ কাজের অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	গৃহীত কর্মসূচী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	বাগেরহাট (কচুয়া) - পিরোজপুর (নাজিরপুর)	বাগেরহাট জেলাধীন কচুয়া উপজেলার ১৮নং সোনাকন্দর, ১৯ নং গজালিয়া, ৩১নং ছোটবগা, ৩২নং শিয়ালকাঠি, ৩৬নং বয়ারসিংহ ও ৪০নং ভাষা মৌজার সাথে পিরোজপুর জেলাধীন নাজিরপুর উপজেলার ৫১নং ষোলসাত ও ৫২নং রঘুনাথপুর মৌজার আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ করে গত ১৩/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখ ৩৩ (তেত্রিশ)টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। পিলার নির্মাণ বাবদ =৫২,৭০০/- (বাহান্ন হাজার সাতশত) টাকা জেলা প্রশাসক বাগেরহাট এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। দূরত্ব আনুমানিক ০৮ (আট) কিলোমিটার। বাগেরহাট জেলাধীন কচুয়া উপজেলার ৪৪নং বগা, ৪৫ নং বড় আন্দারমানিক, ৪৬নং কুচিবগা, ৪৭নং ছোট আন্দারমানিক ও ৪৯নং চর সোনাকুর মৌজার সাথে পিরোজপুর জেলাধীন নাজিরপুর উপজেলার ৫২নং রঘুনাথপুর, ৫৩নং মির্জাপুর, ৬৭নংচর শেখমাটিয়া ও ৫৫নং বাকশি মৌজার আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ করে গত ১৮/০৫/২০১৬খ্রি. তারিখ ২৪(চবিবশ)টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। পিলার নির্মাণ বাবদ = ৩৭,২০০/- (সাতত্রিশ হাজার দুইশত) টাকা জেলা প্রশাসক বাগেরহাট এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। দূরত্ব আনুমানিক ০৭ (সাত) কিলোমিটার।

২.	বাগেরহাট (চিতলমারী) - পিরোজপুর(নাজিরপুর)	বাগেরহাট জেলাধীন চিতলমারি উপজেলার ১১নং চর বানিয়ারি ও ১৭ নং উমাজুরি মৌজার সাথে পিরোজপুর জেলাধীন নাজিরপুর উপজেলার ৪৬নং ছোট কুমারখালী, ৪৭নং গোদারা, ৫০নং রামনগর ও ৫১নং ষোলসাত মৌজার কাজ মাঠ পর্যয়ে সম্পন্ন করে ২৮ (আটাশ) টি পিলার নির্মাণের স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। ২৮ (আটাশ) টি পিলার নির্মাণ বাবদ **৪৩,৪০০/-(তেতাল্লিশ হাজার চারশত টাকা)** জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলার প্রতিনিধির নিকট গত ১৯-০৪-২০১৬ তারিখ বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। দূরত্ব আনুমানিক ০৭ (সাত) কিলোমিটার। তাছাড়া বাগেরহাট জেলাধীন চিতলমারী উপজেলার ৯নং খলিসাখালী, ১০ নং চরডাকাতিয়া, ৬৮নং শৈলদাহ ও ৭২নং চরশৈলদাহ মৌজার সাথে পিরোজপুর জেলাধীন নাজিরপুর উপজেলার ১৮নং মাটিভাঙ্গা, ১৯নং মাহমুদ কাঠি, ২০নং চরমাটিভাঙ্গা, ২১নং বরইবুনিয়া ও ২২নং হোগলা বুনিয়া মৌজার আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ করে গত ১৩-০৭-২০১৬ তারিখ ৩৪ চৌত্রিশ টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলার প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়। পিলার নির্মাণ বাবদ **৬৫,১০০/-(পঁয়ষট্টি হাজার একশত টাকা)** জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। দূরত্ব আনুমানিক ০৮ (আট) কিলোমিটার।
৩.	ঝালকাঠি (কাঠালিয়া) - বরগুনা (বেতাগী)	প্রাথমিক ট্রাভার্স ব্লকের কাজ শুরু করলে বেতাগী উপজেলার জনগণের বাধার কারণে স্থগিত আছে। প্রশাসনিক সহায়তার জন্য জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠী ও বরগুনা এবং পুলিশ সুপার, ঝালকাঠী ও বরগুনাকে ১৬/০৩/২০১৬খ্রিঃ তারিখের ৩১.০৩.২৬৯২.০৪.০৩৩.০৩১.০৫(১৫৬) নং স্মারকে অত্র অধিদপ্তর হতে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় প্রশাসনের পর্যাপ্ত সহযোগিতার অভাবে কাজ করতে না পারায় জরিপ দলকে প্রত্যাহার করে পিরোজপুর-বাগেরহাট আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ কাজে প্রেরণ করা হয়।

৪.	চট্টগ্রাম (ফটিকছড়ি) - খাগড়াছড়ি(মানিকছড়ি)	প্রাথমিক ট্রাভার্স ব্লকের কাজ শুরু করলে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার জনগণের বাধার কারণে কাজটি স্থগিত হয়। এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট মামলা নং- ১৩১৯৬/২০১৫ চলমান আছে। রীট মামলা চলমান থাকায় আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধটি নিষ্পত্তির বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য এ অধিদপ্তরের ২০/০৪/২০১৬ ইং তারিখের ৩১.০৩.২৬৯২.০০৪.০৩৩. ০০৪.২০০৮-২৫৪ নং স্মারকে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামকে পত্র দেয়া হয়। উক্ত পত্রের আলোকে তিনি ১০/০৫/২০১৬ইং তারিখের ০৫.৪২.০০০০.০২১. ০৪.০১১.১৫-৩৫২নং স্মারকে জানান পার্বত্য জেলা সমূহে পূর্ণাঙ্গ জরিপ না হওয়া পর্যন্ত সীমানা নির্ধারণ কাজটি আপাতত স্থগিত রাখা যায়। পরবর্তীতে ঐ উক্ত জরিপ দলকে নোয়াখালী (হাতিয়া) - ভোলা (মনপুরা) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণের কাজে নিয়োগ করা হয়।
৫.	নোয়াখালী (হাতিয়া) - ভোলা (মনপুরা)	নোয়াখালী (হাতিয়া) - ভোলা (মনপুরা) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণের মাঠ পর্যায়ের কাজ শেষ করে ২১টি পিলার নির্মাণ বাবদ ৩২৫৫০/-টাকা জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর নিকট বরাদ্দ দেয়া হয় এবং ২৯/০৫/২০১৬তারিখ পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান বুঝে নেয়ার জন্য উভয় জেলা প্রশাসক কে পত্র দেয়া হয়। কিন্তু উভয় জেলা প্রশাসকের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়নি বিধায় পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি ।
৬.	চাঁদপুর (মতলব) - মুন্সীগঞ্জ (সদর)	মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন সদর উপজেলার ৯৬ নং চর আবদুল্লা মৌজার সাথে চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন ৬৬ নং নাছিরার কান্দি, ৬৪ নং বাহাদুরপুর ও ৬৩ নং রাম গোপালপুর মৌজার আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ করে গত ২৩/০৩/২০১৬খ্রি. তারিখ ১৫ (পনের)টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দিতে গেলে চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিগণ পিলারের চিহ্নিত স্থান বুঝে নেন কিন্তু মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিগণ সরেজমিনে উপস্থিত থাকলেও তুলনামূলক ম্যাপে স্বাক্ষর করেননি। পিলার নির্মাণ বাবদ =**২৩,২৫০/-(তেইশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা)** জেলা প্রশাসক,

		চাঁদপুর এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। দূরত্ব আনুমানিক ০৩ (তিন) কিলোমিটার।
৭.	জামালপুর (সদর) - শেরপুর (সদর)	জামালপুর (সদর) - শেরপুর (সদর) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণের প্রাথমিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করে তুলনামূলক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এ অধিদপ্তরের ২০/০৬/২০১৬ ইং তারিখের ৩১.০৩.২৬৯২.০০৪.০৩৩.০১২.১৯৯৯-৪৩২ নং স্মারকে বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহকে সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে জরিপ দলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানপূর্বক বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। তাঁর নিকট হতে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলা প্রশাসক এর প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হবে ।

মিরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ:

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের জন্য চট্টগ্রাম জেলার মীরেরসরাই উপজেলাধীন (১) পীরের চর, (২) সাধুর চর, (৩) চর মোশারফ ও (৪) শিল্প চর মৌজার সীমানা নির্ধারণ কাজ সম্পন্ন করে ২৫১টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/সহকারী কমিশনার (ভূমি)কে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

জিওডেটিক পিলারের মান নির্ণয় কাজের অগ্রগতিঃ

জিওডেটিক **পিলারের মান নির্ণয় কাজের জেলাওয়ারি তথ্যাদিঃ**

ক্রমিক নং	জেলার নাম	মৌজার সংখ্যা	পিলারের সংখ্যা	মন্তব্য
১	অধুনা বিলুপ্ত ছিটমহল ভূক্ত জেলাসমূহঃ	৫২টি	১১৬টি	

	কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও নীলফামারী।			
২	অন্যান্য জেলাঃ ঢাকা, রাজশাহী, জামালপুর, পটুয়াখালী ও কক্সবাজার।	২৮টি	৬৭টি	
সর্বমোট=		**৮০টি**	**১৮৩টি**	

জিওডেটিক পিলারের মান নির্ণয় কাজের উপজেলা, মৌজা ও জেএল নং ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা / থানা	মৌজার নাম ও জে.এল নং	মৌজা সংখ্যা	জিওডেটিক পিলারের মান নির্ণয়ের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	কুড়িগ্রাম	সদর	৫০নং লক্ষীকান্দ	০১	২	
		ফুলবাড়ি	৫৫নং দাসিয়ার ছড়া	০১	০৪	
২.	পঞ্চগড়	সদর	১২নং তেরধর (গারাতি)	০৬	০৬	
			১২নং তেরধর (গারাতি)			
			১২নং তেরধর (গারাতি)			
			১২নং তেরধর (গারাতি)			
			১২নং তেরধর (গারাতি)			

			১২নং তেরধর (গারাতি)			
		দেবীগঞ্জ	১০১নং দহলাখাগরাবাড়ি	০৫	১৪	
			অমর খানা			
			দেবোত্তর শালডাঙ্গা			
			১০০নং কোট ভাজনী			
			৯৯ বালাপারা খাগরাবাড়ি			
		বোদা	১৫৭নং কাজল দীঘি	০৭	২২	
			১৫৮নং বেউলা ডাঙ্গা			
			১৫৯নং নাটক টোকা			
			১৫৬নং শালবাড়ি			
			১৫৫নং নাজিরগঞ্জ			
			৮৬নং বার পাতিয়া			
			১৫৪নং পুটিমারি			
৩.	লালমনি রহাট	সদর	৯৭নং দইখাতা	০২	০৪	
			০৮নং বনগ্রাম			
		হাতিবান্ধা	৫০নং উত্তর গোতামারি	০১	০২	
		পাটগ্রাম	২০নং ভোটহাটখাতা	২১	৪২	
			০৯নং রহমানপুর			

			০৮নং রহমতপুর ০১নং ঝালঙ্গী ২নং শ্রীরামপুর ১২নং আজিজপুর			
			৩২নং মোমিনপুর ৩১নং কুচলিবাড়ি ১৭নং পশ্চিম জগতবেড় ১৯নং পূর্ব জগতবেড় ২৪নং গোনাবাড়ি ৬নং বামনদল ৪ নং ইসলামপুর ১৪ নং রাঁধানাথ ১৩ নং কিসামত নিজজমা ৩৯ নং ধবলগুড়ি ৩৮ নং জোংরা ৪১ নং ইসলামাবাদ ৪৩ নং জমগ্রাম ৩০ নং শমসেরপুর			

			২৯ নং পানবাড়ি			
	লালমনিরহাট	বুরুঙ্গামারী	১২ নং কাটগীর	০৬	১২	
			২৬ নং উত্তর ছোট গোপালপুর			
			৯ নং দক্ষিণ বাঁশ জারনি			
			৩১নং ফুলকুমার			
			৩০ নং পাথর ডুবি			
			৩৫ নং ভোটহাট			
৪.	নীলফামারী	ডিমলা	২৪ নং দক্ষিণ খড়িবাড়ি	০২	০৮	
			১৮ নং পশ্চিম খড়িবাড়ি			
৫.	রাজশাহী	চারঘাট	৪২ নং চারঘাট	০১	০৩	
৬.	ঢাকা	সাভার	৬০ নং শুভদিয়া	০৪	০৮	
			৫৯ নং পাঁচ শুভদিয়া			
			২১২ নং বাকসাতরা			
			১৯২ নং বড় ওয়ালিয়া			
		হাজারীবাগ	কালুনগর	০১	০৪	
৭.	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	১ নং পাকরুল	০৭	১৭	
			১ নং হিদাগড়ি			

			১১১ নং জামথল মাদারগঞ্জ ১১২ নং চরশুভগাছা ১১৫ নং চরফুলজোড়া ১১৬ নং চরকুকুরমারী ১১৭ নং চর কামাড়পাড়া			
৮.	পটুয়াখালী	বাউফল	১১৪ নং মাধবপুর ১১৫ নং সাবুপুরা ১০ নং বৌলতলী ১৪ নং কলতা/ঝিলনা ৯ নং বীরপাশা	০৫	১৮	
৯.	কক্সবাজার	মহেশখালী	১ নং মাতারবাড়ী ২ নং ধলঘাটা ৩ নং কালারমারছড়া ৭ নং উত্তর নলবিলা ১৫ নং অমাবশ্যাখালী ২০ নং কুতুবজোম ১৮ নং মাটিভাংগা ১৯ নং সোনাদিয়া	১০	১৭	

			৩০ নং হামিদরদিয়া ১৬ নং হেলালিয়া			
মোট				**৮০**	**১৮৩**	

বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ কাযক্রমের অগ্রগতিঃ

গত ৬ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফরকালে উভয় দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে স্বাক্ষরিত **Exchange of Letter** এবং **Joint Boundary Working Group (JBWG)** এর ৫ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের অবশিষ্ট ৩১টি স্ট্রিপ ম্যাপের মধ্যে ৩০টি স্ট্রিপ ম্যাপ প্রস্তুত করে উভয় দেশের কারিগরি পর্যায়ে এবং প্লেনিপোটেনশিয়ারী কর্তৃক যৌথ স্বাক্ষরিত হয়। ফলে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারতের মোট ১১৪৫টি বাউন্ডারী স্ট্রিপ ম্যাপের মধ্যে ১১৪৪টি বাউন্ডারী স্ট্রিপ ম্যাপ উভয় দেশের প্লেনিপোটেনশিয়ারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফেনী জেলার মুহুরী নদী এলাকায় ২ কিঃমিঃ অমিমাংসিত সীমানায় কাঠের খুঁটি দিয়ে যৌথভাবে পিলার নির্মাণ সম্পন্ন হলেও সরেজমিনে পাকা পিলার নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে এ এলাকার একটি স্ট্রিপ সিট মহাপরিচালক-পরিচালক পর্যায়ে এবং প্লেনিপোটেনশিয়ারী পর্যায়ে স্বাক্ষরিত হয়নি।

উক্ত Exchange of Letter এবং ৬ষ্ঠ JBWG এর সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অধুনালুপ্ত অপদখলীয় ও অমিমাংসিত এলাকায় উভয় দেশের দায়িত্বের নিম্নবর্ণিত জেলা সীমান্তে যৌথ জরিপের মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণ করে নতুন পাকা পিলার নির্মাণ করা হয়।

বাংলাদেশ কর্তৃক নির্মিত সীমানা পিলার সংখ্যাঃ

কুষ্টিয়া সীমান্তে ৬২টি, মৌলভীবাজার সীমান্তে ৫৪টি, সিলেট সীমান্তে ১৩৩টি, কুড়িগ্রাম সীমান্তে ১১টি **সর্বমোট = ২৬০টি।**

ভারত কর্তৃক নির্মিত সীমানা পিলার সংখ্যাঃ

পঞ্চগড় সীমান্তে ১১৩টি, মৌলভীবাজার সীমান্তে ৫৪টি, সিলেট সীমান্তে ১৩৪টি, কুড়িগ্রাম সীমান্তে ০৯টি, সর্বমোট = ৩১০টি।

এ ছাড়া অধুনালুপ্ত অপদখলীয় ও অমিমাংসিত এলাকায় প্রয়োজনাতিরিক্ত (Redundant) ২২৯টি সীমানা পিলার ভেঙ্গে ফেলা হয়।

প্রতিবেদনাধীন বছরে মহাপরিচালক / পরিচালক পর্যায়ে ২টি যৌথ সীমানা সম্মেলন ও ২টি যৌথ মাঠ পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়।

পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে সীমান্তে Exchange of Letter এর অনুসরণে ৩১ জুলাই ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ মধ্যরাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ১১১টি ছিটমহলের ১৭১৬০.৬৩ একর ভূমি এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলের ৭,১১০.০২ একর ভূমি হস্তান্তর করা হয়। ফলে ১৭১৬০.৬৩ একর ভূমি বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের সাথে একীভূত হয়। উক্ত ছিটমহলগুলিতে বসবাসকারী জনগণের ভূমির মালিকানার জন্য স্বত্বলিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল জরিপ কাজ চলমান আছে।

বাংলাদেশের অধুনালুপ্ত অপদখলীয় ভারতীয় ভূমি				**ভারতের অধুনালুপ্ত অপদখলীয় বাংলাদেশের ভূমি**			
ক্রঃনং	এলাকার নাম	জেলার নাম	এরিয়া (একর)	ক্রঃনং	এলাকার নাম	জেলার নাম	এরিয়া (একর)
(১)	বেরুবাড়ি	পঞ্চগড়	২৬০.৫৫	(১)	বেরম্নবাড়ি এবং সিংপাড়া- খুদিপাড়া	পঞ্চগড়	১৩৭৪.৯৯
(২)	বাউশমারি-মধুগাড়ি	কুষ্টিয়া	১৩৫৮.২৫	(২)	পাকুরিয়া	কুষ্টিয়া	৫৭৬.৩৬
(৩)	আন্ধারকোটা	কুষ্টিয়া	৩৩৮.৭৯	(৩)	চরমহিষকুন্ডি	কুষ্টিয়া	৩৯৩.৩৩
(৪)	কলাবাড়ী-বরইবাড়ী	কুড়িগ্রাম	১৯৩.৮৫	(৪)	হরিপাল/ খুটাদহ/ বট্টলী/ এলএনপুর (পাতারী)	নওগাঁ	৫৩.৩৭
(৫)	পালস্নাথল টিই	মৌলভীবাজার	৭৪.৫৪	(৫)	লিংকহাট-১	সিলেট	৪.৭৯৩
(৬)	লোভাছড়া নূনছড়া	সিলেট	৪১.৭০২	(৬)	লিংকহাট- ২	সিলেট	০.৭৫৮
সর্বমোট =			২২৬৭.৬৮২	(৭)	লিংকহাট- ৩	সিলেট	৬.৯৪
				(৮)	পিরদোয়া/পদুয়া	সিলেট	১৯৩.৫১৬
				(৯)	তামাবিল	সিলেট	১.৫৫৭
				(১০)	নালঝুড়ি- ১	সিলেট	৬.১৫৬
				(১১)	নালঝুড়ি- ২	সিলেট	২৬.৮৫৮

(১২)	চন্দনগর	মৌলভীবাজার	১৩৮.৪১
সর্বমোট =			২৭৭৭.০৩৮

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের বিষয় বস্তু	সময়কাল	প্রকৃতি	কতজনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	অংশগ্রহনকারীর পদবী	মন্তব্য
১।	Photogrammetry, GIS & Implementation of Orthophoto Training Program, Orthophoto With Digital Mapping	০৫ কার্যদিবস	ইন-হাউজ	৩১ জন	জোনাল সেঃ অফিসার.সহকারী সেঃ অফিসার, উপ-সহকারী সেঃ অফিসার, সার্ভেয়ার,ড্রাফটসম্যান	ভূমি মন্ত্রণালযের অধীন স্ট্রেংদেনিং এ্যাকসেস টু ল্যান্ড এন্ড প্রপার্টি রাইটস ফর অল সিটিজেনস অব বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের ব্যবসহাপনায়
২।	ইটিএস (ট্রিম্বল)	১০ কার্যদিবস	ইন-হাউজ	৩৫ জন	সার্ভেয়ার,কম্পিউটর, বাউন্ডারী আমিন	overseas Marketing Corporation (Pvt.) Ltd.8 Panthapath, Dhaka এর ব্যবসহাপনায়
৩।	জিআইএস কোর্স	১৫ কার্যদিবস	ইন-হাউজ	১৯৮ জন	সহকারী সেঃ অফিসার, উপ-সহকারী সেঃ অফিসার, সার্ভেয়ার	
৪।	ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন মেশিনের সাহায্যে ডিজিটাল	১৫ কার্যদিবস	ইন-হাউজ	১০০ জন	সার্ভেয়ার	

	ভূমি জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স।					
৫।	আইসিটি কোর্স	১০ কার্যদিবস ও ৫ কার্যদিবস	ইন-হাউজ	৭৪ জন	সহকারী সেঃ অফিসার অফিস সহকারী, ,রেকর্ড কিপার, কপিষ্ট কাম বেঞ্চ সহকারী,খারিজ সহকারী,যাঁচ মোহরার,পেশকার	
৬।	জিপিএস/জিএনএসএস কোর্স	১৫ কার্যদিবস	ইন-হাউজ	৯৭ জন	সহকারী সেঃ অফিসার উপ-সহকারী সেঃ অফিসার	
৭।	মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স	০৫ কার্যদিবস	ইন-হাউজ	৪৯ জন	অফিস সহকারী, ,রেকর্ড কিপার, কপিষ্ট কাম বেঞ্চ সহকারী,খারিজ সহকারী,যাঁচ মোহরার,পেশকার	
৮।	ডাটা প্রসেসিং কোর্স	০৭ কার্যদিবস	ইন-হাউজ	১৩ জন	ড্রাফটসম্যান	
৯।	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (বাহিরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান)			৫১ জন	বিভিন্ন পদবীর	
মোট=				৬৪৮ জন		

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী মোতাবেক গৃহিত প্রশিক্ষণের বিবরনীঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের সময়কাল	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
১।	১০২ তম এসিএডি কোর্স	১ জন কর্মকর্তা	২১/০৬/২০১৫ হতে ১৯/০৮/২০১৫ পর্যন্ত	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।	সমাপ্ত
২।	Hardware maintenance, Trouble Shoting & Network Essentals ((Module-1)	২ জন কর্মচারী	৩০/০৭/২০১৫ হতে ৬০ ঘন্টা	ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ, রমনা ,ঢাকা	সমাপ্ত
৩।	Developing Management Information System (MIS inPHP/MYSQL Track (Module-A,B&C)	১ জন কর্মকর্তা	৩০/০৮/২০১৫ হতে ২০০ ঘন্টা	ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ, রমনা ,ঢাকা	চলমান
৪।	Photogrammetry, GIS & Implementation of Orthophoto Training Program	২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩০/০৮/২০১৫ হতে ০৩/০৯/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল	ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন স্ট্রেংদেনিং এ্যাকসেস টু ল্যান্ড এন্ড প্রপার্টি রাইটস ফর অল সিটিজেনস অব বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের ব্যবসহাপনায়
৫।	ICT (Internet, Web Portal Management) ৩য় ব্যাচ	২৫ জন কর্মকর্তা এএসও	১১/১০/২০১৫ হতে ২৩/১০/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৬।	Computer Fundamentals, windows XP/2007 & MS Office 2007	২ জন কর্মচারী	১৪/১০/২০১৫ হতে ৪৮ ঘন্টা	ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ, রমনা ,ঢাকা	সমাপ্ত

৭।	৭৩ তম সিনিয়র ষ্টাফ (এসএসসি) কোর্স	১ জন কর্মকর্তা	১৮/১০/২০১৫ হতে ০১/১২/২০১৫ পর্যন্ত	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।	সমাপ্ত
৮।	৬ষ্ঠ বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স -২০১৫	১৬ জন কর্মচারী	২৪/১০/২০১৫ হতে ০৫/১১/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,৩/এ, নীলক্ষেত,ঢাকা	সমাপ্ত
৯।	আর্ক জিআইএস (৩য় ব্যাচ)	২৫ জন কর্মচারী (সার্ভেয়ার)	০১/১১/২০১৫ হতে ১৯/১১/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
১০।	ইটিএস (৩৫ তম ব্যাচ)	২৫ জন কর্মচারী (সার্ভেয়ার)	০১/১১/২০১৫ হতে ১৯/১১/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
১১।	আর্ক জিআইএস (৪র্থ ব্যাচ)	২৫ জন কর্মচারী (সার্ভেয়ার)	২২/১১/২০১৫ হতে ১০/১২/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
১২।	ইটিএস (৩৬ তম ব্যাচ)	২৫ জন কর্মচারী (সার্ভেয়ার)	২২/১১/২০১৫ হতে ১০/১২/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
১৩।	ইটিএস (ট্রিম্বল)	৩৫ জন কর্মচারী (সাব-সার্ভেয়ার,কম্পিউটর, বাউন্ডারী আমিন)	২৯/১১/২০১৫ হতে ১০/১২/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	overseas Marketing Corporation (Pvt.) Ltd.8 Panthapath, Dhaka এর ব্যবসহাপনায়
১৪।	ইটিএস (৩৭ তম ব্যাচ)	২৫ জন কর্মচারী (সার্ভেয়ার)	১৩/১২/২০১৫ হতে ০৪/০১/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
১৫।	আর্ক জিআইএস (৫ম ব্যাচ)	২৫ জন কর্মচারী (সার্ভেয়ার)	১৩/১২/২০১৫ হতে ০৪/০১/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত

১৬।	৭৪ তম সিনিয়র ষ্টাফ (এসএসসি) কোর্স	১ জন কর্মকর্তা	২০/১২/২০১৫ হতে ০২/০২/২০১৬ পর্যন্ত	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।	সমাপ্ত
১৭।	ইটিএস (৩৮ তম ব্যাচ)	২৫ জন কর্মচারী (সার্ভেয়ার)	০৫/০১/২০১৬ হতে ২৫/০১/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
১৮।	আর্ক জিআইএস (৬ষ্ঠ ব্যাচ)	২৫ জন কর্মচারী (সার্ভেয়ার)	০৫/০১/২০১৬ হতে ২৫/০১/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
১৯।	Post Graduate Diploma in ICT (PGDICT) towards Development	১ জন কর্মকতা	জানুয়ারি-ডিসেম্বর/২০১৬	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	চলমান
২০।	জিপিএস (১ম ব্যাচ)	২৫ জন কর্মকর্তা (উপ-সহঃ সেঃঅঃ)	৩১/০১/২০১৬ হতে ১৮/০২/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
২১।	আর্ক জিআইএস (৭ম ব্যাচ)	২৪ জন কর্মকর্তা (উপ-সহঃ সেঃঅঃ)	৩১/০১/২০১৬ হতে ১৮/০২/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
২২।	৩য় বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স -২০১৬	৮ জন কর্মকর্তা	০৬/০২/২০১৬ হতে ১৮/০২/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,৩/এ, নীলক্ষেত, ঢাকা	সমাপ্ত
২৩।	জিপিএস (২য় ব্যাচ)	২৩ জন কর্মকর্তা (উপ-সহঃ সেঃ অঃ)	২২/০২/২০১৬ হতে ১৩/০৩/২০১৬ পর্যমত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
২৪।	আর্ক জিআইএস (৮ম ব্যাচ)	২৫ জন কর্মকর্তা (উপ-সহঃ সেঃ অঃ)	২২/০২/২০১৬ হতে ১৩/০৩/২০১৬ পর্যমত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
২৫।	Orthophoto with Digital Mapping Concepts Training	১১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী	২২/০২/২০১৬ হতে ২৯/০২/২০১৬ পর্যমত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন স্ট্রেংদেনিং এ্যাকসেস টু ল্যান্ড এন্ড প্রপার্টি রাইটস ফর অল

					সিটিজেনস অব বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের ব্যবসহাপনায়
২৬।	৪র্থ বিশেষ ভূমি ব্যবসহাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স -২০১৬	১৮ জন কর্মচারী	২৭/০২/২০১৬ হতে ১০/০৩/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,৩/এ,নীল ক্ষেত, ঢাকা	সমাপ্ত
২৭।	ডাটা প্রসেসিং (বেন্টলি পাওয়ার ম্যাপ, পাওয়ার সার্ভে)	১৩ জন কর্মচারী	১৩/০৩/২০১৬ হতে ২২/০৩/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
২৮।	জিপিএস (৩য় ব্যাচ)	২৫ জন কর্মকর্তা (সহঃ সেঃ অঃ)	২০/০৩/২০১৬ হতে ০৭/০৪/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
২৯।	আর্ক জিআইএস (৯ম ব্যাচ)	২৪ জন কর্মকর্তা (সহঃ সেঃ অঃ)	২০/০৩/২০১৬ হতে ০৭/০৪/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
৩০।	জিপিএস (৪র্থ ব্যাচ)	২৪ জন কর্মকর্তা (সহঃ সেঃ অঃ)	১০/০৪/২০১৬ হতে ০২/০৫/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
৩১।	আর্ক জিআইএস (১০ম ব্যাচ)	২৫ জন কর্মকর্তা (সহঃ সেঃ অঃ)	১০/০৪/২০১৬ হতে ০২/০৫/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
৩২।	আইসিটি (৪র্থ ব্যাচ)	২৫ জন কর্মচারী	১৫/০৫/২০১৬ হতে ১৯/০৫/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
৩৩।	মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স (২য় ব্যাচ)	২৪ জন কর্মচারী	১৫/০৫/২০১৬ হতে ১৯/০৫/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
৩৪।	আইসিটি (৫ম ব্যাচ)	২৪ জন কর্মচারী	২৪/০৫/২০১৬ হতে ৩০/০৫/২০১৬ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।	সমাপ্ত
৩৫।	মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স	২৫ জন কর্মচারী	২৪/০৫/২০১৬ হতে	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত

	(৩য় ব্যাচ)		৩০/০৫/২০১৬ পর্যন্ত	প্রশিক্ষণ হল।	

প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বিসিএস ক্যাডারভূক্ত (প্রশাসন, পুলিশ ও রেলওয়ে) এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	১০৪তম কোর্স	১০৫তম কোর্স	১০৬তম কোর্স	১০৭তম কোর্স
		যোগদান	যোগদান	যোগদান	যোগদান
০১	বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার	১৯	১২	২১	১০
০২	বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডার	০৬	০৮	০৩	০৯
০৩	বিসিএস (রেলওয়ে) ক্যাডার	০৩	০১	-	-
০৪	বাংলাদেশজুডিশিয়ালসার্ভিস	১০	০৯	০৮	১৩
সর্বমোট =		৩৫জন	৩২জন	৩২জন	৩০জন

সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী

সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী

প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনিয়রের মোড়ক উন্মোচন করছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
ভূমি মন্ত্রণালয় এর সচিব মহোদয়।

স্ট্রিপম্যাপঃ

বাংলাদেশ এবং ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানার ১১৪৫টি স্ট্রিপ ম্যাপের মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১১১৪টি এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩০টিসহ মোট ১১৪৪টি উভয় দেশের প্লেনিপোটেনশিয়ারি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ

মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়		সংখ্যা	টাকায় পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৬০৬	৭৪.০৬	৬০৬	৪২৫	১.১৩	১৮১	৭২.৯৩

আন্তর্জাতিক সীমানা চুক্তি স্বাক্ষরঃ

বাংলাদেশ- ভারত ও বাংলাদেশ-মায়ানমার এর মধ্যে ৪৪২৭ কি.মি.আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। LBA 1974 এবং Protocol 2011 বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের পার্লামেন্ট কর্তৃক রেটিফাই করা হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ৫টি রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম) ৪১৫৬কি.মি. আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে ৪১৪৯.৫ কি.মি.সীমানা ইতিপূর্বে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৬.৫কি.মি অচিহ্নিত স্থানের মধ্যে মুহুরী নদীর ২কি.মি. ছাড়া অবশিষ্ট ৪.৫ কি.মি. এলাকায় ২০১৫-১৬ মাঠ মৌসুমে পিলার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

চিত্রঃ বাংলাদেশ ভারত স্থলসীমানা স্ট্রীপম্যাপ প্লেনিপোটেনশিয়ারি পর্যায়ে স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:

গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমানায় ২৬০টি সীমানা পিলার নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে। ২টি আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলনসহ ২টি যৌথ সীমানা পরিদর্শন করা হয়েছে।

ছিটমহল ও অপদখলীয় ভূমিঃ
বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের ১১১টি ছিটমহলের মোট ১৭১৬০.৬৩ একর ভূমি এবং ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলের মোট ৭১১০.০২ একর ভূমি উভয় দেশের মধ্যে বিনিময় হয়েছে। ভারত কর্তৃক অপদখলকৃত বাংলাদেশের ২৭৭৭.০৩৮ একর এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অপদখলকৃত ভারতের ২২৬৭.৬৮২ একর ভূমির পুনঃসীমানা নির্ধারণ করে ২০১৫-১৬মাঠ মৌসুমে পিলার নির্মানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

চলমান প্রকল্পসমূহ হতে অর্জন:

ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরে বর্তমান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট তিনটি প্রকল্প এবং একটি কর্মসূচী চলমান ছিল।
প্রকল্পঃ
১। স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্প
২। স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বিঃ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)
৩। **'স্ট্রেংদেনিং একসেস টু ল্যান্ড এ্যান্ড প্রপার্টি রাইটস ফর অল সিটিজেনস অব বাংলাদেশ'**
(৪) ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিদ্যমান মৌজাম্যাপ সিটসমূহ সংরক্ষণ পুনঃমুদ্রণ এবং দ্রুত সরবরাহ নিশ্চতকরণ

এ সকল প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি প্রতিবেদনের পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিদপ্তরের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা :

- সমগ্র বাংলাদেশে ডিজিটাল জরিপ চালুকরণ ;
- a2i এর সহায়তায় অনলাইনে নকশা ও খতিয়ান সেবা প্রদান ;
- Front Desk এর মাধ্যমে সেবা প্রদান ;
- BCC এর সহায়তায় Video Conference চালুকরণ ;
- নকশা ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজড/ডিজিটাইজডকরণ ;

- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ ;
- ই-টেন্ডারিং চালুকরণ ;
- প্রশিক্ষণ ও মোটিভেশণ ;
- আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহকরণ ;
- সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণের স্থায়ী একাডেমী নির্মাণ ;
- ২০টি জোনাল অফিস নির্মাণ ;
- ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্রস্থাপন।

(গ) ভূমি আপীল বোর্ড

ভূমি আপীল বোর্ড ১৯৮৯ সালে ২৪নং আইন অনুযায়ী গঠিত হয় এবং ভূমি আপীল বোর্ড বিধিমালা, ১৯৯০ এর অধীনে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তিনটি স্বতন্ত্র আদালত এবং চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অন্য দুজন সদস্যদের সমন্বয়ে ফুলবোর্ডসহ মোট চারটি আদালতে ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বহুবিধ মামলা পরিচালনা করা হয়। উক্ত বিধিমালার অধীনে নির্ধারিত কার্যাবালী, যথা- মামলা পরিচালনা, অধঃস্তন সকল আদালত পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সরকারকে আইনগত মতামত প্রদান ইত্যাদি পরিচালিত হয়।

ভূমি আপীল বোর্ডের আদালতসমূহের আইনগত কার্যাবলী:

ক) ভূমি সংক্রান্ত মামলা (রাজস্ব);
খ) নামজারী ও খারিজ মামলা;
গ) সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা;
ঘ) ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা;
ঙ) ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা;
চ) খাসজমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা;
ছ) পি, ডি, আর, এ্যাক্টের অধীনে দায়েরকৃত রিভিশন/আপীল মামলা;
জ)অর্পিত, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা;
ঝ)ওয়াকফ/দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা (উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয় ব্যতীত);
ঞ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;
ট) ওয়াকফ/দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা (উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয় ব্যতীত);

ঠ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

অন্যান্য কার্যাবলীঃ

- প্রণিধানযোগ্য যে, ভূমি আপীল বোর্ড উপরোক্ত বহুবিধ বিষয়ে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে The State Acquisition and Tenancy Act (SATA) , ১৯৫০ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও সরকারী বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের অধীনে আবেদিত/দায়েরকৃত মামলার বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। (১) SATA, ১৯৫০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ১৪৭-১৫০ এর আওতায় বিভাগীয় কমিশনার এর আদেশের বিরুদ্ধে আপীল/রিভিশন/রিভিউ মামলার শুনানীঅন্তে বিচার নিষ্পত্তিকরণ; (২) SATA, ১৯৫০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ১৪৯ (৪) প্রয়োগের মাধ্যমে ধারা ১৪৪ এর অধীনে জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত জরিপের Bonafide Mistake বিষয়ক আপত্তি/আবেদনের নিষ্পত্তিকরণ ভূমি আপিল বোর্ড হতে করা হয়ে থাকে।

- এছাড়াও ভূমি আপীল বোর্ড কর্তৃক সম্প্রতি বাস্তবায়িত Web-based Land Appeal Case Management Application System এর উপযুক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে বোর্ডের/কোর্টসমূহের নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে আসছেঃ
  - ✓ বোর্ডের চূড়ান্ত আদেশ অবহিতকরণ;
  - ✓ একক ও ফুলবোর্ড আদালতে মামলা গ্রহণ ও বিচার নিষ্পত্তিকরণ;
  - ✓ বোর্ডের ওয়েবসাইটে চলমান মামলার তথ্য প্রকাশ (উপজেলা/জেলা/বিভাগওয়ারী দায়েরকৃত ও চলমান মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ/কজলিষ্ট/পরবর্তী শুনানির আদেশ ঘোষণার তারিখ ইত্যাদি);
  - ✓ চূড়ান্ত আদেশ প্রকাশ;
  - ✓ ভূমি আপীল বোর্ড কর্তৃক অধঃস্তন ভূমি আদালতসমূহ পরিদর্শন এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে অধঃস্তন ভূমি আদালতের কার্যক্রম অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
  - ✓ মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অধঃস্তন আদালতসমূহের (সহকারী কমিশনার (ভূমি)/অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর আদালতের কার্যক্রম বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন।

অধঃস্তন আদালতসহ ভূমি আপীল বোর্ডের মামলার মূল্যায়ন:

- ভূমি আপীল বোর্ড প্রতিমাসে দেশের সকল জেলার ও বিভাগের ভূমি রাজস্ব আদালতের মামলা রুজু ও নিষ্পত্তির অবস্থা নিয়মিতভাবে সমন্বয় সভার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে; এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- দেশের সকল উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের রাজস্ব আদালতে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মামলা রুজু ও নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান/হালনাগাদ চিত্র মাসিক ভিত্তিতে সমন্বয় সভায় মূল্যায়নের উদ্যোগও গৃহীত হয়েছে।

প্রসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, জুন/২০১৬ পর্যন্ত ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্য-১, সদস্য-২ ও ফুলবোর্ডের বিচারাধীন মামলার সংখ্যা সর্বমোট ৯৭৩। বর্তমান চলমান মামলাসমূহের শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায় যে নামজারী ৭৬%, বন্দোবস্ত ৯%, অর্পিত সম্পত্তি ৫% এবং বিবিধ ১০% । সমগ্র বাংলাদেশের ভূমি রাজস্ব আদালতসমূহে যথাক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)গণের আদালতে ১৫৩৪ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের আদালতে ১১৯০৯টি মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। প্রতিদিন/মাসে নতুন মামলা দায়ের ও দায়েরকৃত মামলার নিষ্পত্তির মাধ্যমে এ সংখ্যার হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটে।

এছাড়াও ভূমি আপীল বোর্ড নিম্নোক্ত সেবাসমূহ নিয়মিতভাবে বিচারপ্রার্থী/জনগণকে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা সরবরাহ করে থাকে:

১.আপিল/রিভিশন/রিভিউ মামলার বিচার নিষ্পত্তি ও আদেশ প্রদান;
২.দৈনন্দিন মামলার তালিকা (কজলিষ্ট) প্রকাশ;
৩.আইন সংশোধন ও সরকার প্রদত্ত বিষয়ে মতামত প্রদান।
৪.মামলার বাদী/বিবাদীকে আদেশের সার্টিফাইড কপি প্রদান;
৫.শুনানীর তারিখ রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ সেবা প্রার্থীদেরকে অবহিতকরণ।

উক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সেবার পাশাপাশি এ বোর্ড আভ্যন্তরীণ সেবা, অফিস প্রশাসন ও কর্মচারী ব্যবস্থাপনাসহ নিম্নোক্ত কার্যাদি নিষ্পন্ন করে থাকে :
(১) নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা মোতাবেক ভূমি আপীল বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ছুটি মঞ্জুর;
(২) ভূমি আপীল বোর্ডের কর্মচারীগণের চাকুরী স্থায়ীকরণ, টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড, জিপিএফ অগ্রিম উত্তোলন, বেতন নির্ধারণ, পেনশন মঞ্জুরি, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি।

<u>ভূমি আপীল বোর্ডের কার্যক্রম আধুনিকায়ন/ডিজিটাইজেশনঃ</u>

মামলার ব্যবস্থাপনা/রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন/অফিস/সমূহ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর আধুনিকায়ন ইত্যাদি। ২০১৪-২০১৬ অর্থ বছরে ২৩৭.৯৮ (দুই কোটি সাইত্রিশ লক্ষ আটানববই হাজার) টাকা ব্যয়ে ভূমি আপীল বোর্ড Development of Web Based Land Appeal Case Management Application System and Digital Library for Appeal Board শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং বাস্তবায়ন করা হয়।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুফলসমূহঃ

- এ কর্মসূচির কাজ সফলতার সাথে ইতিমধ্যে একশতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে;
- কর্মসূচির মূল কার্যক্রম হচ্ছে বোর্ডের চলমান মামলাসমূহের দৈনন্দিন কার্যক্রম মামলার সর্বশেষ আদেশ/পরবর্তী তারিখ/আদেশের বিষয়বস্তু ইমেইল/ওয়েবসাইট ও এসএমএস এর মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদেরকে (আপীলকারী/প্রতিপক্ষ নিয়োজিত আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্টদের) অবহিত করা হচ্ছে।
- ভূমি আপীল বোর্ডের পুরনো এবং চলমান মামলাসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক তথ্য ভান্ডার (ডাটা বেইজ) তৈরী করা হয়েছে। ১৯৫১ সাল হতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত ১২৭০০টি মামলার কেসনথি ও সংশ্লিষ্ট রায়ের অর্ডারসীট স্ক্যানিং ও আপলোড ও Integration কাজ সম্পাদিত হয়েছে এবং জনগনের ও সেবা গ্রহীতাদের নিকট উন্মুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২১১৫ টি মামলার Integration এর কাজ মে ২০১৬ এর মধ্যেই শেষ হবে;
- লাইব্রেরী ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিষয়ক প্রয়োজনীয় আইনসমূহের ই-বুক তৈরী করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে সকলের অনলাইন ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে;
- দেশের যেকোন স্থান থেকে ভূমি আপীল বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.lab.portal.gov.bd) যে কোন মামলার সর্বশেষ অবস্থা বিচারপ্রার্থী জনগণ জানতে পারছেন এবং বিচারপ্রার্থী ও তার নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছেন;
- এ ওয়েবসাইট ব্যভহার করে তারা বোর্ডের আদালতে মামলার দৈনন্দিন কজলিস্ট অবহিত হতে পারছেন। মালার শ্রেণী/ধরণ/প্রকৃতি, দায়েরের তারিখ /পরবর্তী তারিখ/ মামলার বর্তমান অবস্থা দেশের যেকোন বিভাগ/ জেলা/ উপজেলার মামলার বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সহজেই অনলাইনে প্রতিদিনই অবহিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থাপনাতেও গতিশীলতা এসেছে, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বিচারাধীন জনগণের অর্থ অপচয় রোধ, সময় সাশ্রয় এবং বিজ্ঞ আইনজীবীদের কাজের গতিতেও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে;
- এ website ও digital system ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি আপীল বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কাজের সক্ষমতা ও যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধনে অনুকূল পরিবর্তন এসেছে এবং তাদের দৈনন্দিন কাজে অফিসের সময় ও শক্তির অপচয় রোধ হয়েছে;
- ভূমি আপীল বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আইসিটি ব্যবহারে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মামলা দ্রুততম সময়ে ও গুনগত-মানসম্মতভাবে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার সুপ্রতিষ্ঠার লক্ষে ভূমি আপীল বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তুলনামূলকভাবে বেশী দিন বিচারাধীন মামলার শুনানীসহ সকল মামলার শুনানী ত্বরান্বিত করা হয়েছে;

- যথাসময়ে নিম্ন আদালতে তলবকৃত নথি উপস্থাপন এবং সময়মত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে এস এম এস এবং ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হচ্ছে;
- যৌক্তিক কারণ ছাড়া মামলা মুলতবীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য/নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে;
- একক ও ফুলবোর্ড সার্বক্ষণিকভাবে কার্যকর রাখা হয়েছে;
- অধঃস্তন রাজস্ব আদালতসমূহে যে সকল মামলা তুলনামূলকভাবে বেশী দিন পেন্ডিং আছে, সেগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তিসহ সকল মামলা যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য বোর্ড থেকে পরামর্শ/তাগিদ দেয়া হচ্ছে এবং নিয়মিত সমন্বয় সভার মাধ্যমে নিম্ন আদালতসমূহের মামলা নিষ্পত্তির উপর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে/বাস্তব পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে;
- যে সমস্ত জেলায় মামলার সংখ্যা বেশী সে সমস্ত জেলার রাজস্ব আদালতসমূহ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। যে সকল জেলায়৩০০ এর অধিক মামলা রয়েছে সে সকল জেলায় একাধিক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- এছাড়াও বোর্ড কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক (কালেক্টর) গণকে তাদের আইনানুগ মূল এখতিয়ার (original jurisdiction) হিসেবে ভূমি ও ভূমি (রাজস্ব) আদালত পরিদর্শন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে/উৎসাহিত করা হয়েছে ।

<u>পরিদর্শনঃ কার্যক্রমঃ</u>

অধঃস্তন আদালত সমূহ (সহকারী কমিশনার (ভূমি)/অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)) পরিদর্শন:

(ক) সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমবর্ধিষ্ণু সংখ্যায় উপজেলা ও জেলার রাজস্ব আদালত সমূহ(সহকারী কমিশনার (ভূমি)/অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)) পরিদর্শন ও মূল্যায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে উপজেলার ভূমি অফিসে মামলার পরিসংখ্যান এ বোর্ডে নিয়মিত/মাসিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

(খ) বর্তমানে ভূমি আপীল বোর্ড পরিদর্শন ও মূল্যায়নের গতানুগতিক ধারাবাহিকতা থেকে বেরিয়ে এসে হাতে কলমে এবং প্রায়োগিক পদ্ধতির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের (বিভাগ/জেলা/উপজেলা) সহকারী কমিশনার (ভূমি) / অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/ অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশিনারগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/পরামর্শ দিয়ে আসছে। ০১/০১/২০১৬ থেকে ২০/০৭/২০১৬ পর্যন্ত চেয়ারম্যান ও বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় বাংলাদেশের ২৪টি জেলা পরিদর্শন করেন।

<u>প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ</u>

- জানুয়ারি ২০১৬ হতে ভূমি আপীল বোর্ড সরাসরি মাঠ পর্যায়ে জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে ভূমি রাজস্ব মামলার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি), আরডিসি, এলএও এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) দের প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ

প্রদান শুরু করে। এ প্রায়োগিক প্রশিক্ষণে বোর্ড থেকে প্রদত্ত কেইস নথির আদেশ, মামলার প্রক্রিয়া, গ্রহণ, অর্ডারসীট লিখন, পর্যবেক্ষণ এবং রায়/আদেশের বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ের উপর বিস্তারিত মতামত, পর্যবেক্ষণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে মামলা পরিচালনা ও নিষ্পত্তির মৌলিক বিষয় উপস্থাপন করা হয়। চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, বরিশাল, খুলনা ও ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)দের নিবিড় প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি ইতোমধ্যে চলতি বছরে (২০১৬) সম্পাদিত হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ভূমি আপীল বোর্ডের উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিভাগে -৬৭ জন, খুলনা বিভাগে-৫৬ জন, রংপুর বিভাগের ৫৭ জন, বরিশাল বিভাগে-৪২ জন, সিলেট বিভাগে-৫৩ জন এবং ঢাকা বিভাগের ছয় জেলার ৫৯ জন সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) সহ সর্বমোট ৩৫৪ জন কর্মকর্তাদের প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- বিভাগীয় পর্যায়ের এ প্রশিক্ষণে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা, প্রতিবেদন প্রেরণে বিলম্ব ও প্রতিবেদন দুর্বলতা, নথি প্রেরণে বিলম্ব, নথি উপস্থাপনে সহকারীর দুর্বলতা, নির্বাহী কাজের হেতুতে আদালতের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত না হওয়া, পক্ষগনকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান না করা, যথাযথভাবে নোটিশ জারী না করা, দীর্ঘবিরতিতে মামলার পরবর্তী তারিখ নির্ধারন, অর্ডারসীট লিখন, সর্বশেষ আদেশ বা রায় লেখার ইত্যাদি বিষয়ের উপর নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মামলা পরিচালনা বিষয়ে হাতে কলমে, নিম্ন ও উচ্চ আদালতের কেইস স্টাডির মাধ্যমে ও পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময়ের ফলে এ প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালার পদ্ধতি আশাব্যঞ্জক ও ইতিবাচক হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছে। ফলে এই অভিনব প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের ফলে মাঠ পর্যায়ে ভূমি রাজস্ব মামলা পরিচালনা এবং নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে বলে বোর্ড মনে করে।

নতুন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নঃ

আরও উল্লেখ্য যে ভূমি আপীল বোর্ড তার অধীনসহ অধঃস্তন ভূমি ও ভূমি (রাজস্ব) আদালতগুলির কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ও সর্বোচ্চ জনসেবা সরবরাহের মাধ্যমে Establishing Integrated Network for Land Revenue Case Management Application System of All Land Revenue Courts of Bangladesh under Land Appeal Board for Digital Service Delivery to the People সদাশয় সরকারের যথার্থ অনুমোদন ও বাস্তবায়নার্থে পেশ করেছে। আশা করা যায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে দেশের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতে সেবার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হবে এবং উত্তরোত্তর মামলা হ্রাস পাবে ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঘ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)

ক. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি) এর পরিচিতি ও সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে কার্যক্রম :

ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৮৭ সালে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দফায় কর্মসূচির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছর। শুরুতে গণভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তীতে কর্মসূচির মেয়াদ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ অর্থ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। কর্মসূচিটি পুনরায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইতোমধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" কে স্থায়ীরূপ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এ লক্ষ্যে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" ০১-০৬-১৯৯৩ তারিখ হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়ে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামে নামকরণ হয়। সে সময় থেকে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব একটি ভবন ৩/এ নীলক্ষেত, কাটাবন, ঢাকা-১২০৫ এ পরিচালিত হতে থাকে। ২০১৩ সাল হতে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এর নিজস্ব ভবন ৩/এ, নীলক্ষেত, কাটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ এ বৃহত্তর পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি সরকার কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তকৃত ঢাকা জেলার ধানমন্ডি সার্কেলাধীন ধানমন্ডি মৌজার সিটি জরিপের ৮৪৯০ ও ৮৪৯৩ নং দাগের যথাক্রমে ০.০৩৬৪ ও ০.১৭৯৪ একর একুনে ০.২১৫৮ একর জমির উপর অবস্থিত। ঠিকানাঃ ৩/এ, নীলক্ষেত, কাটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ফোনঃ ৯৬৬২৩৫৫ (অঃ), ফ্যাক্সঃ ৫৮৬১৩১২৫, ইমেইলঃ dirlatc@gmail.com এবং ওয়েবসাইট www.latc.gov.bd।

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভবনটি ১২ তলা ফাউন্ডেশন এর উপর ১ম পর্যায়ে বর্তমানে ৫ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কে পূর্ণ ও আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমীতে রূপান্তরের জন্য ২য় পর্যায়ে ৬ষ্ঠ হতে ১২ তলা সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ০৭ বিভাগে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে প্রতিটি বিভাগে নিয়মিতভাবে বিভাগীয় প্রশাসনের পরিচালনায় মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীগণকে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকা ব্যতীত সাত(০৭) বিভাগ বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত প্রতিটি বিভাগ হতে ১.৫ একর করে জমি বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানের বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

স্থাপনের নিমিত্ত প্রকল্প প্রস্তাব(ডিপিপি) প্রণয়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল(এলজিইডি) কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (এলএটিসি) অবকাঠামোগত **সুযোগ-সুবিধাঃ**

১) **ক্লাস রুমঃ** এলএটিসি ভবনের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলায় ৩টি শীততাপ নিয়ন্ত্রীত ক্লাস রুম রয়েছে। প্রতিটি ক্লাস রুমে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণের সুবিধা আছে।

৩) **ডরমিটরীঃ** এলএটিসি ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলায় ডরমিটরীর জন্য ১৬টি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষে ২জন করে মোট ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক সুবিধা আছে।

৪) **লাইব্রেরী:** এলএটিসি ভবনের ৩য় তলায় শীততাপ নিয়ন্ত্রীত একটি লাইব্রেরী রয়েছে যাতে তিন হাজারের অধিক পুস্তক আছে। ভূমি আইনসংক্রান্ত বই পুস্তক ছাড়াও রাজনীতি, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের বই এবং দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিন রয়েছে।

৫) **কম্পিউটার ল্যাব ও wifi :** এলএটিসি ভবনের ৩য় তলায় ২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ল্যাবে ২০টি করে মোট মোট ৪০টি কম্পিউটার রয়েছে। কম্পিউটার ল্যাবের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তথ্য ও প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এলএটিসি ভবনের ২য় তলা ও ৫ম তলায় wifi চালু করা হয়েছে।

৬) **ডাইনিং**: এলএটিসি ভবনের ৪র্থ তলায় ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আসন ব্যবস্থাসহ একটি উন্নতমানের ডাইনিং ব্যবস্থা রয়েছে।

৭) কমনরুম : এলএটিসি ভবনের ৫ম তলায় ১টি কমনরুম রয়েছে যেখানে টেলিভিশন ও ইনডোরগেমস এর ব্যবস্থা রয়েছে।

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবলঃ

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বেতন গ্রেড	মন্তব্য
১ম শ্রেণী	১০ জন	৬জন	৪ জন	৩-৯	পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক পদে বর্তমানে বিসিএস(প্রশাসন) ক্যাডারের ৫ জন কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত আছেন।
২য় শ্রেণী	১ জন	-	১ জন	১০	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রর নিয়োগ বিধিমালা ২০১৫ অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। চূড়ান্ত
৩য় শ্রেণী	১২ জন	১০ জন	২ জন	১১-১৫	

৪র্থ শ্রেণী	১৯ জন	৯ জন	১০ জন	১৬-২০	অনুমোদনের পর শূন্য পদে নিয়োগ করা হবে।
সর্বমোট	৪২ জন	২৫ জন	১৭ জন		

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যাবলীঃ

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল কাজ হলো ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি জরিপের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ভিত্তিতে কেন্দ্রে ৪টি পর্যায়ে ০২ সপ্তাহ মেয়াদের ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। কোর্সগুলো নিম্নরূপঃ

১) উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সঃ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/ সার্বিক/ এলএও/ শিক্ষা) ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

২) ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সঃ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), আর.ডি.সি, জিসিও এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার ও সহকারী পুলিশ সুপার কর্মকর্তাগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৩) ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সঃ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

৪) বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সঃ ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন সকল ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের (কানুনগো, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/উপ-সহকারী কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার, নামজারী সহকারী, বেঞ্চ সহকারী, পেশকার, রাজস্ব সহকারী, অফিস সহকারী) জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

এছাড়া জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে "ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স" নামে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, নামজারী সহকারী, সার্টিফিকেট সহকারী, সার্ভেয়ার ও অফিস সহকারীসহ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ১ সপ্তাহ ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

খ. ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রধানতঃ ভূমি বিষয়ক আইন-কানুন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছেঃ

ক্রঃনং	প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়	কোর্সের সংখ্যা	সংখ্যা	
			কর্মকর্তা	কর্মচারী
১.	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক/রাজস্ব/এলএ/শিক্ষা) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার,	০১	১৬	--
২.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১	২৭	--
৩.	ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা	০১	১৪	--
৪.	নবনিযুক্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৪	১১৪	--
৫.	সহকারী পুলিশ সুপার	০১	২৩	--
৬.	হিসাব তত্ত্বাবধায়ক	০১	৩১	--
৭.	সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, কানুনগো/ সেটেলমেন্ট কানুনগো/ ফিল্ড কানুনগো	০১	৩২	--
৮.	অডিটর	০১	--	২৫
৯.	ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন অডিটর/অফিস সহকারী/পেশকার/বেঞ্চ/খারিজ সহকারী	০১	--	৩০
১০.	হেডম্যান	০১	--	৪০
১১.	ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/উপ-সহকারী কর্মকর্তা/সার্ভেয়ার/ পেশকার/ বেঞ্চ সহকারী/ সার্টিফিকেট সহঃ/রাজস্ব সহকারী এবং সমপর্যায়ের কর্মচারী	৪০	--	১৫৪৭
	উপ-মোট :	৫৩	২৫৭	১৬৪২

সর্বমোট=১৮৯৯ জন

ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন কানুন ও নীতিমালা, ভূমি জরিপসহ রেকর্ড সংরক্ষণ, সংশোধন এবং ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন কানুন সম্পর্কে ৫৩ টি কোর্সে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

ঙ) হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর

(ক) অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর এর কার্যাবলীঃ

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যায়ে এবং মধ্য স্বত্বসমূহ ৪র্থ অধ্যায়ে বিলুপ্ত ঘোষনার পর রাজস্ব আদায় ও সরকারি কোষাগারে ইহা জমা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষে ১৯৫৪ সালে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবলের পদওয়ারী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

নং	পদের নাম	শ্রেণি	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা
১	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১ম শ্রেণি	০১টি
২	সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১ম শ্রেণি	০৯টি
৩	হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব)	২য় শ্রেণি	৭৬টি
৪	নিরীক্ষক (রাজস্ব)	৩য় শ্রেণি	৮৮টি
৫	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩য় শ্রেণি	০১টি
৬	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩য় শ্রেণি	১৮টি
৭	গাড়ীচালক	৩য় শ্রেণি	০১টি
৮	অফিস সহায়ক	৪র্থ শ্রেণি	৭৯টি
সর্বমোট =			**২৭৩টি**

কার্যপরিধিঃ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ব আইন অনুসারে তহশীল/ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তার ভি,পি শাখা, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এস এ শাখা, এল এ শাখা ও ভিপি শাখার হিসাব নিরীক্ষাসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীন জরিপ অফিসসমূহ, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভাওয়াল রাজ কোর্ট অব ওয়ার্ডস, ঢাকা নবাব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেট, আদর্শগ্রাম ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভি,পি শাখা এর অডিট কার্য হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রতি অর্থ বছরে সবর্মোট ৪৯১৩টি হিসাবের অডিট সমাপনামন্তে ১২৩১টি অডিট রিপোর্ট দাখিল করা হয়।

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাবসমূহের বিস্তারিত তালিকাঃ

নিরীক্ষণযোগ্য অফিসের শ্রেণী বিন্যাস	নিরীক্ষণযোগ্য অফিসের নাম	নিরীক্ষণযোগ্য হিসাবের নাম	নিরীক্ষণযোগ্য হিসাবের সংখ্যা	প্রতিবছর রিপোর্টের সংখ্যা
ম্যানেজমেট সাইট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	এস.এ শাখা	৬৪টি	৬৪টি
		এল.এ শাখা	৬৪টি	৬৪টি
		ভি.পি শাখা	৫৭টি	৫৭টি
	জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, রাঙ্গামাটি	মৌজা ম্যান হিসাব	২৫টি	০২টি
	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	চীফ হিসাব	০২টি	
		ভি.পি শাখা	৪৬৫টি	৪৬৫টি
		উপজেলা/থানা ভূমি অফিস	৫০৭টি	৫০৭টি
		ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৩,৪৬৩টি	
সেটেলমেন্ট সাইট	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সদর দপ্তর	০১টি	০১টি
		ঢাকা সেটেলমেন্ট অফিস	০১টি	০১টি
		সেটেলমেন্ট প্রেস	০১টি	০১টি
		দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিস	০৪টি	০৪টি
		জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস	১৫টি	১৫টি
		উপজেলা সহকারী সেটেলমেন্ট অফিস	২৩**2**টি	৩৮টি
	ভূমি সংস্কার বোর্ড	সদর দপ্তর	০১টি	০১টি
		বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার এর	০**6**টি	০**6**টি

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বোর্ড/দপ্তর/ অধিদপ্তর		কার্যালয়		
		ভাওয়াল রাজ কোর্ট অব ওয়ার্ডস	০১টি	০১টি
		ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস	০১টি	০১টি
	ভূমি আপীল বোর্ড	সদর কার্যালয়	০১টি	০১টি
	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সদর কার্যালয়	০১টি	০১টি
	ভূমি মন্ত্রণালয়	ভি.পি শাখা	০১টি	০১টি
	সর্বমোট=		**৪৯১৩টি**	**১,২৩১টি**

(খ) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

(১) ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পযার্য়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রাজস্ব খাতভূক্ত অফিসে অর্থবছরওয়ারী নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন করে থাকে। অডিটের মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ ও অর্থের অপচয় রোধ করাই হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের সাফল্য হিসেবে বিবেচিত। নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন শেষে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে দাখিলকৃত রিপোট ও আর্থিক সংশ্লিষ্টতার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

নং	**বিবরণ**	**অডিট আপত্তির সংখ্যা**	**অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ**		**অডিট আপত্তি নিস্পত্তির মাধ্যমে উদ্ধারকৃত টাকার পরিমাণ**
			আত্মসাৎ	**বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যেমে রাজস্ব**	

				ক্ষতি উদঘাটন	
১	ম্যানেজমেন্ট/সেটেলমেন্ট বিভাগের হিসাব	১২৩১	**৭৮,৫৪,৩১২/-**	**২,০৪,৮৩,৪৯৩/-**	৫০,৮৫,৬৮৪/-
২	অর্পিত সম্পত্তি হিসাব		**১৩,৪৪,৫৫৯/-**	**১৮,৩৫,৪৪,৩৮৭/-**	৯৫,১০,৮৯০/-
মোট =		**১২৩১**	**৯১,৯৮,৮৭১/-**	**২০,৪০,২৭,৮৮০/-**	১,৪৫,৯৬,২৭৪/-

(গ) সুবিধাভোগীর সংখ্যা/প্রশিক্ষণ প্রদানের বিবরণী/বন্দোবস্তকৃত জমির পরিমান/অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমান/ নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণী/নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা ইত্যাদিঃ

(১) প্রশিক্ষণঃ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ১১৬(একশত ষোল) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২) নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যাঃ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের ২০১৫-২০১৬অর্থ বছরে রাজস্ব, ভি,পি এবং সেটেলমেন্ট অফিসসমূহে নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	**অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির সন**	**নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা**
১	২০১৫-২০১৬	১০৭৭

(ঘ) সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কর্মকান্ডঃ

(১) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এবং উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষে হিসাব নিয়ন্ত্রক

(রাজস্ব) তাঁর আওতাধীন বিভাগীয় সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) গণের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

(২) দাখিলকৃত অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

(৩) তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্ট্রিপম্যাপঃ

বাংলাদেশ এবং ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানার ১১৪৫টি স্ট্রিপ ম্যাপের মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১১১৪টি এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩০টিসহ মোট ১১৪৪টি উভয় দেশের প্লেনিপোটেনশিয়ারি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বর্তমান সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে তথা ডিজিটাইজেশনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে ভূমি মন্ত্রণালয় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড হাতে নিয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিমণরূপঃ

ক্র. নং	অর্থ বছর	বরাদ্দ (কোটি টাকা)			ব্যয় ও শতকরা হার (কোটি টাকা)		
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
১	২০১১-১২	৬৫.৭৫	৪.৫০	৭০.২৫	৬০.০৮ (৯১.৩৮%)	১.৫১ (৩৩.৫৬%)	৬১.৫৯ (৮৭.৬৭%)
২	২০১২-১৩	৫৪.৬২	২১.৩০	৭৫.৯২	৫০.৩০ (৯২.০৮%)	২০.৪৯ (৯৬.২৩%)	৭০.৭৯ (৯৩.২৫%)
৩	২০১৩-১৪	৪৬.৭৭	২৩.৫৫	৭০.৩২	৪৩.৩১ (৯২.৬২%)	২২.২৯ (৯৪.৬৭%)	৬৫.৬০ (৯৩.৩০%)
৪	২০১৪-১৫	৩১.২৭	৩৮.২৯	৬৯.৫৬	২৮.৯৮ (৯২.৬৭%)	৩০.৮৫ (৮০.৫৮%)	৫৯.৮৩ (৮৬.০১%)
৫	২০১৫-১৬	৯২.৯২	৪৮.৭০	১৪১.৬২	৮৬.১০ (৯২.৬৬%)	১৭.৭০ (৩৬.৩৬%)	১০৩.৮০ (৭৩.৩০%)

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১৪১.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি খাতে ৯২.৯২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৪৮.৭০ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জুন'১৬ পর্যন্ত ১০৩.৮০৭৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৭৩.৩০%। এর মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৮৬.১০১০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯২.৬৬% এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ১৭.৭০৬৭ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩৬.৩৬%।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(কোটি টাকায়)

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫ -১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জুন'১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি
		মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট
১.	গুচ্ছগ্রাম (Climate Victim Rehabilitation Project) (জানুয়ারি'০৯ হতে সেপ্টেম্বর'১৫)	১৮৭.২৯ জেডিসিএফ	১৮২.২০	২.০৫	১.৫৫৫৪ (৭৫.৮৭%)
২.	Strengthening Governance Management Project (Component-B:Digital Land Management System) (জুলাই'১১ হতে ডিসেম্বর'১৬)(প্রস্তাবিত জুন'১৭)	১৫৫.৮৪ (১২৭.৯২)	১০.৯৬৬৭ (৮.৮৬২২)	৪৯.৪০ (৪০.০০)	১৪.৮০৪৫ (২৯.৯৭%)
৩.	Capacity Building and Supporting the Implementation Strengthening Governance Management Project (Component-B:Digital Land Management System) (জুলাই'১১ হতে মার্চ'১৬) (প্রস্তাবিত জুন'১৭)	৪.০২ (৩.৩৭)	৩.০৭৮৭ (২.৯৯)	১.৮০ (১.৭৪)	০.৫৬২৫ (৩১.২৫%)
৪.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড, জরিপ ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians project) (জুলাই'১২ হতে জুন'১৬)	৯২.৭৭ (-)	১১.২৪৩৬	৫.৫০	৫.৪৮২৭ (৯৯.৬৯%)
৫.	Strengthening Access to Land and Property Rights to all Citizens of Bangladesh (জুলাই'১১ হতে জুন'১৭)	১০৬.৪২৯১ (১০০.০০)	৬০.৬৮৪০ (৬০.২৮৪০)	৮.৪০ (৬.৫০)	১২.৬৭১৬ (১৫০.৮৫%)
৬.	স্ট্রেনদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্প, ২য় সংশোধিত (জুলাই'১০ হতে জুন'১৭)	১৯.৯৩ (-)	১২.১১৫৭	৩.০০	২.০৮৩০ (৬৯.৪৩%)
৭.	National Land Zoning Project (2nd phase) (জুলাই'১২ হতে জুন'১৭)	২৭. ৫৪৯৬ (-)	১২.৩১৯৭ (-)	৭.৫০	৭.৪৮৬৫ (৯৯.৮২%)
৮.	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) (জানুয়ারি'১১ হতে ডিসেম্বর'১৬) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর'১৮)	৫.৮৩ (৩.১৩৯৪)	৩.৪৯৬২ (২.৩১০১)	১.৫০ (০.৪৬)	১.৩৮০৬ (৯২.০৪%)
৯.	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প(৬ষ্ঠ পর্ব) (জুলাই'১৪ হতে জুন'১৯)	৫৩৭.২৫	-	৪০.০০ (-)	৩৯.৮৪ (৯৯.৬০%)

১০.	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (Climate Victim Rehabilitation Project) (অক্টোবর'১৫ হতে জুন'২০)	২৫৮.২৯ (-)	-	২০.০০	১৭.৯৪০৯ (৮৯.৭০%)
১১.	ভূমি ভবন কমপেক্সস নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই'১৫ হতে জুন'১৮)	১৩৯.৯৬	-	২.৪৭	-
মোট				১৪১.৬২ (৪৮.৭০)	১০৩.৮০৭৭ (৭৩.৩০%)

তাছাড়া, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২৪৫.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি খাতে ১৬৩.৫৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৮১.৭৪ কোটি টাকা।

প্রকল্পওয়ারী কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিমণরূপঃ

১.গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পঃ

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বন্যা , সাইক্লোন, ঘূর্নিঝড়, নদী ভাঙ্গন এদেশের মানুষের নিত্য সঙ্গী। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এক প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন বাংলাদেশের উপকূলীয় চরাঞ্চলসহ ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, চট্টগ্রাম জেলার উপর আঘাত হানে এবং কমপক্ষ দশ লাখ মানুষ ও অগণিত গবাদি পশু-পাখি প্রাণ হারায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রম্নয়ারি প্রথম সফর করেন তৎকালীন নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলা) রামগতি থানা। পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধু নদীভাঙ্গা, দুস্থ, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহকে সরকারী খাস জমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। এরই ফলশ্রম্নতিতে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন ২০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য 'পোড়াগাছা' গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর আগমনকে স্মৃতিতে ভাস্বর করে রাখার জন্য সেই পোড়াগাছা গ্রামেই সরকারী খাস জমিতে পত্তন হয় দেশের প্রথম গুচ্ছগ্রাম 'পোড়াগাছা'। পরবর্তীতে 'পোড়াগাছা' গুচ্ছগ্রামের ধারাবাহিকতায় সরকারের ভূমি সংস্কার নীতিমালার আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা মানুষকে দেশের মূল উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে সৃষ্টি হয় আদর্শগ্রাম প্রকল্প। আদর্শগ্রাম প্রকল্প- ১ প্রকল্পের আওতায় ১৯৮৮ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত ১০৮০টি আদর্শগ্রামে ৪৫৬৪৭টি পরিবার, আদর্শগ্রাম প্রকল্প- ২ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৮ হতে ২০০৮ পর্যন্ত ৪২৭টি আদর্শগ্রামে ২৫৩৮৫টি পরিবার, গুচ্ছগ্রাম(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ হতে ২০১৫ পর্যন্ত ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামে ১০৭০৩টি পরিবারসহ সারা দেশে ১৭৬১টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৮১,৭৩৫টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

গুচ্ছগ্রাম(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২৫৮.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে অক্টোবর'১৫ হতে জুন '২০ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ১০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) বাংলাদেশের পলস্নী অঞ্চলের এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার ১০,০০০টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন এবং নদীভাঙ্গা পরিবারকে সরকারি খাস জমিতে সৃজিত ৩৪০টি গুচ্ছগ্রামে বসতভিটাসহ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে কবুলিয়ত দলিল প্রদান করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও নারী অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বিধবাদের ক্ষেত্রে একক নামে কবুলিয়ত প্রদান করা;

(খ) পুনর্বাসিত পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য শিক্ষা, নিরাপদ সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুনর্বাসিতদের অনুকূলে দীর্ঘ মেয়াদী পুকুর লীজ প্রদান এবং পুনর্বাসিত পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা।

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিতব্য কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা
১.	গ্রামের সংখ্যা	৩৪০টি
২.	গৃহ,লেট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ ও পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	১০,০০০ টি
৩.	মাল্টিপারপাস হল	৩৪০ টি
৪.	নলকুপ স্থাপন	১২০০ টি
৫.	Ÿুদ্রঋণ	১০,০০০ পরিবার
৬.	আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ	১০,০০০ পরিবার
৭.	বৃক্ষরোপন	১০,০০০ পরিবার
৮.	উন্নত চূলা	১০,০০০ পরিবার
৯.	কবুলিয়ত দলিল	১০,০০০ পরিবার
১০.	বিদ্যুতায়ন	৩০০ গ্রাম
১১.	ঘাটলা নির্মাণ	১৫০ টি

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের প্রদেয় সুযোগ সুবিধাদির বিবরণঃ

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারী সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রতিটি পরিবারকে নূন্যতম ৩ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ বসতভিটার জমি প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে আরসিসি পিলার, স্টিলের ফ্রেমে টিনের চাল ও বেড়া এবং স্টিলের দরজা জানালা সম্বলিত ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসবিশিষ্ট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর প্রদান করা হয়, প্রতিটি পরিবারকে পাঁচ রিং বিশিষ্ট একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা, সুপেয় ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য প্রতি

৫ থেকে ১০টি পরিবারের ব্যবহারের জন্য স্থানোপযোগী ১টি করে অগভীর/গভীর নলকুপ/ পাম্প/ রিংওয়েল ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি গ্রামে ৭৭৮ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস, স্টীলের ফ্রেমে টিনের চাল, ইটের দেয়াল, স্টীলের দরজা-জানালা সম্বলিত একটি 'মাল্টিপারপাস হল' নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা প্রদান করা হয়, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে বেগবান করার লক্ষ্য প্রতিটি পরিবারকে ফলজ, বনজ ও কাঠ উৎপাদনোপযোগী গাছের চারা প্রদান করা হয়, প্রতিটি পরিবারের ২ জন সদস্যকে ৮ দিনের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ ও জেন্ডার সমতা রক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে বসতভিটার জমির কবুলিয়ত প্রদান ও নামজারী করা হয়, পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আয়বর্ধন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি পরিবারকে বিআরডিবির মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়, জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষ্যে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য পুকুর খনন করে দেয়া হয় এবং তাদের অনুকূলে পুকুরের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারস্বত্ব প্রদান করা হয়, পুনর্বাসিত পরিবারের সুবিধার্থে গুচ্ছগ্রামের পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ করা হয় এবং নির্মিত গুচ্ছগ্রামের এক কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন থাকলে ঐ সকল গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতিঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় ২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন'১৬ পর্যন্ত ১৭.৯৪০৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৮৯.৭০%। এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি নিমণরুপ:

প্রকল্পের কার্যক্রম	জুন '১৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা	জুন '১৬ পর্যন্ত অর্জন
গুচ্ছগ্রামের সংখ্যা	২৩টি	২৩টি(১০০%)
পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	৮০০ টি	৮০০ টি (১০০%)
মাল্টি পারপাস হল নির্মাণ	১২ টি	১২ টি (১০০%)
নলকূপ স্থাপন	১৩০টি	১৫৯টি(১২২.৩১%)
ÿুদ্র ঋণ বিতরণ (পরিবার সংখ্যা)	৭৫০ টি	৭৪৩ টি (৯৯.০৭%)
প্রশিক্ষণ প্রদান (পরিবার সংখ্যা)	৮০০ টি	৮০০ টি (১০০%)
কবুলিয়ত দলিল বিতরণ	৮০০ টি	৭৯৩ টি (৯৯.১৩%)
বিদ্যুতায়ন(গুচ্ছগ্রামের সংখ্যা)	৭টি	৯টি(১২৮.৫৭%)
উন্নত চুলা প্রদান (পরিবার সংখ্যা)	৮০০ টি	৮০০ টি (১০০%)
বৃক্ষ রোপনের জন্য সহায়তা (পরিবার সংখ্যা)	৮০০ টি	৮০০ টি (১০০%)

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার ধনভাঙ্গা গুচ্ছগ্রাম

ছবিঃ মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার পালিবটতলী-০১ গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করছেন।

২. স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বিঃ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। এ দেশের উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। বিশ্বে উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তি এখন সময়ের দাবী। ভিশন ২০২১ কে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম যেমন- ই-গভর্ন্যান্স, ই-কমার্স, ই-এডুকেশন, ই-মেডিসিন, ই-এগ্রিকালচার ইত্যাদি অর্থ্যাৎ ডিজিটাল প্রযুক্তি বা আইসিটি-নির্ভর প্রশাসন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, কৃষি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি এগিয়ে চলেছে। সম্পদের স্বল্পতা সত্ত্বেও সুশাসন একটি দেশকে দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির ব্যবহার সুশাসন ব্যবস্থা চালুকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় সেকেলে পদ্ধতি অনুসরণের কারণে ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও গতিশীলতা অর্জন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা মোট ৪টি দপ্তর হতে পরিচালিত হয়। যেমন ১) ভূমি নকশা ও রেকর্ড প্রস্তুতিতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ(সেটেলমেন্ট অফিস), ২) ভূমির তথ্য হালনাগাদকরণে সহকারী কমিশনার (ভূমি), ৩) ভূমি মালিকানা রেজিস্ট্রেশনে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগ এবং ৪) ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য ভূমি আপীল বোর্ড। এ সকল দপ্তর নিজস্ব পৃথক পৃথক আইন ও বিধি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয় না থাকায় ভূমি মালিকগণ অনেক ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হচ্ছেন এবং ভূমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে মানুষের মূল্যবান সময়, অর্থ ইত্যাদি অপচয় হচ্ছে। এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর (ICT) ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় এ প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ফিরে আসবে।

স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বিঃ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৭(২য় সংশোধিত) মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয়: ১৫৫৮৪.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ২৭.৯২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২৭.৯২ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পটি প্রাথমিকভাবে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরসহ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও গাজীপুর জেলার ৪৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার জেলা ও উপজেলাসমূহ নিমণরূপ:

দিনাজপুর- দিনাজপুর সদর, বিরামপুর, বীরগঞ্জ, বিরল, বোচাগঞ্জ, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ী, ঘোড়াঘাট,হাকিমপুর, কাহারোল, খানসামা, নবাবগঞ্জ এবং পার্বতীপুর উপজেলা;

রাজশাহী- পুঠিয়া এবং বাঘা উপজেলা;

পাবনা- পাবনা সদর, আটঘরিয়া, বেড়া, ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর, ফরিদপুর, ঈশ্বরদী, সাঁথিয়া এবং সুজানগর উপজেলা;

গোপালগঞ্জ- গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালীপাড়া, মকসুদপুর এবং টুংগীপাড়া উপজেলা;

জামালপুর- বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ এবং সরিষাবাড়ী উপজেলা;

শেরপুর- শেরপুর সদর, ঝিনাইগাতি, নকলা, নালিতাবাড়ী এবং শ্রীবর্দি উপজেলা;

গাজীপুর- গাজীপুর সদর, কালিয়াকৈর, কালিগঞ্জ, কাপাসিয়া এবং শ্রীপুর উপজেলা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

লক্ষ্য: ভূমি ব্যবস্থাপনায় আইসিটি (ICT) ব্যবহার করে প্রকল্পভুক্ত ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ডিএলএমএস) সিস্টেম চালুকরণ।

উদ্দেশ্য:

১। ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমি মালিকানা স্বত্ব নিরঙ্কুশ ও তার নিরাপত্তা বিধান করা;

২। সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা নিরঙ্কুশ করা;

৩। ভূমি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন করা, রেকর্ড হাল-নাগাদকরণে (মিউটেশন) সময় ক্ষেপণ দূর করা এবং তাৎক্ষণিক হাল-নাগাদকরণের মাধ্যমে রেকর্ডের সঠিকতা নিশ্চিতকরণের দ্বারা বার বার সংশোধনী জরিপের প্রয়োজনীয়তা দূর করা।

স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বিঃ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)(২য় সংশোধিত) প্রকল্প প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(ক) ভূমি ব্যবস্থাপনায় আইসিটি (ICT) ব্যবহার করে প্রকল্পভুক্ত ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ডিএলএমএস) সিস্টেম চালুকরণ;

(খ) ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমি মালিকানা স্বত্ব নিরঙ্কুশ ও তার নিরাপত্তা বিধান করা;

(গ) সরকারি ভূমির ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা নিরঙ্কুশ করা;

(ঘ) ভূমি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন করা, রেকর্ড হাল-নাগাদকরণে (মিউটেশন) সময় ক্ষেপণ দূর করা এবং তাৎক্ষণিক হাল-নাগাদকরণের মাধ্যমে রেকর্ডের সঠিকতা নিশ্চিতকরণের দ্বারা বার বার সংশোধনী জরিপের প্রয়োজনীয়তা দূর করা;

(ঙ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে ১টি কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা;

(চ) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ১টি ডিজাস্টার রিকোভারী সেন্টার স্থাপন করা;

(ছ) ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণের লক্ষ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলসহ ৭টি জেলা ও ৪৫টি উপজেলার (সহকারী কমিশনার, ভূমি এর কার্যালয়) জন্য প্রয়োজনীয় আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন করা;

(জ) ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরিচালনার জন্য একটি উপযুক্ত সফটওয়্যার তৈরী ও চালুকরণ;

(ঝ) ২০টি উপজেলায় ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র চালুকরণ;

(ঞ) প্রকল্পভুক্ত কম/বেশী মোট ১৮৫০০ টি মৌজা ম্যাপ শীট স্ক্যানিং ও ডিজিটাইজকরণ; এবং

(ট) প্রায় ৬৫ লক্ষ খতিয়ানের (সিএস, এসএ, আরএস, মিউটেশনকৃত) স্ক্যানিং ও ডাটা এন্ট্রিকরণ ইত্যাদি।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বিঃ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতিঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৪৯.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি ৯.৪০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪০.০০ কোটি টাকা। জুন'১৬ পর্যন্ত ১৪.৮০৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর

মধ্যে জিওবি ৮.৯০৮৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫.৮৯৬০ কোটি টাকা। যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ২৯.৯৭%। তাছাড়া, এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি নিমণরূপঃ

প্রকল্পভুক্ত ৭টি জেলা ও ৪৫টি উপজেলায় প্রয়োজনীয় ফার্নিচার ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীন ২০টি ভূমি তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিচালনার জন্য পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রকল্পের অন্যান্য মূল কার্যক্রমের অগ্রগতি নিমণরূপঃ

ক) ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর:
প্রকল্পে নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান IL&FS Technologies Ltd. India নিম্নেবর্ণিত ক্লাস্টার ১ হতে ক্লাস্টার ৭ পর্যন্ত কার্যক্রম সমূহ সম্পাদন করবে। কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ঠিকাদারের সহিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এমপি, প্রতিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সিনিয়র সচিব বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলমসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

খ) ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক DLMS সফটওয়্যার প্রদর্শন:

মাননীয় সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে ২৮ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান IL&FS Technologies Ltd. India কর্তৃক DLMS সফটওয়্যার প্রদর্শন করা হয়।

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্ম- সচিব (উন্নয়ন)সহ স্ট্রেন্দেনিং গভর্নেন্স প্রজেক্ট এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ডিএলএমএস সফটওয়্যার এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

ক্লাস্টার ভিত্তিক কার্যক্রমের অগ্রগতি নিমণরূপঃ

Cluster Description	অগ্রগতির বিবরণী	মন্তব্য
Cluster 1: Development of DLMS software (to be used in DLRS, 7 Districts and 45 Upzilas; Technical support for implementing DLMS in DLRS, 7 Districts and 45 Upzilas; Capacity building of the concern officials of DLRS, respective Districts and Upazilas.	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণের জন্য ১ টি ডিএলএমএস সফটওয়্যার তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তা পরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত আছে।	এই অংশের কাজ শতকরা ৯৫ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে । অবশিষ্ট কাজ ম্যাপ ও খতিয়ানের বাস্তব ডাটা প্রাপ্তির পর সম্পন্ন হবে । রাজশাহী জেলার পুঠিয়া ও বাঘা উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে দেখা হবে।
Cluster 2: Digitization and scanning of Maps (CS, SA, RS/ last published Maps; about 18.5 thousand sheets) of 45 selected Upazilas	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী কম/বেশী ১৮৫০০ মৌজা ম্যাপ শীট স্ক্যানিং এবং এ হতে ৯৮৭১ টি শীট ডিজিটাইজিং কাজের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ১৯৭০৬ টি মৌজা ম্যাপ শীট এর স্ক্যানিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে । এ পর্যন্ত ১৯০০০ টি ম্যাপ সীটের Indexing এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে । ১৫০০ টি মৌজা ম্যাপ শীট ভেক্টোরাইজ সম্পন্ন হয়েছে ।	ঠিকাদরি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ৬৮৮১ টি স্ক্যান্ড মৌজা ম্যাপ শীট এর কমিটি দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাজ চলমান আছে । শিঘ্রই কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করবে ।
Cluster 3: Digitization of Khatians (CS, SA, RS/ last published khatians and Mutated) khatian; about 6.5 million of those Upazilas	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী কম/বেশী ৬৫ লক্ষ খতিয়ান (সিএস, এসএ, আরএস, মউটেশন) এর স্ক্যানিং ও ডাটা এন্ট্রির কাজের বিষয় থাকলেও বাস্তবে মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ খতিয়ানের পৃষ্ঠা স্ক্যানিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ লক্ষ খতিয়ানের পৃষ্ঠার Indexing এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে । ডাটা এনকোডিং এর কাজ চলমান আছে।	এই অংশের কাজ স্ক্যানিং এর পর ডাটা এন্ট্রির কাজও করতে হবে । ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০,৫০,০৪২টি খতিয়ান Index এর সফট কপি (xml ফাইলে) দাখিল করা হয়েছে। বিষয়টি পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী Index করার জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে পত্র দ্বারা জানানো হয়েছে।
Cluster 4: supply and Install hardware (server, computer, accessories,	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অধীনে ০৭ টি জেলার মধ্যে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া ও বাঘা,	প্রকল্পভূক্ত ০৭ টি জেলার ৪৫ টি উপজেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণের

Cluster Description	অগ্রগতির বিবরণী	মন্তব্য
etc) software (OS, system software, etc) and IT infrastructure (LAN, power conditioning, etc) for the DLMS working environment at 7 Districts and 45 Upazilas	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া ও কালিয়াকৈর এবং গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় সিভিল ওয়ার্কস সম্পন্ন হয়েছে।	নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আইটি ইকুপমেন্ট চুক্তি অনুযায়ী আমদানীর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে ''Country of Origin'' জটিলতায় আমদানী দেরী হচ্ছে । এ বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে চুক্তি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ সকল যন্ত্রপাতি আমদানী হলে তা জেলা ও উপজেলা অফিসে স্থাপন করা হবে।
Cluster 5 : preparation of central Data Center at DLRS compound, which will be furnished with all related facilities like Hardware, software, physical and IT infrastructure and workstation, establish network with the respective districts and Upazilas, etc.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে ১টি কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার নির্মাণের প্রয়োজনীয় কাজ (Civil Works) অব্যাহত আছে । কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্র আমদানী করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানী প্রক্রিয়াধীন আছে।	এ অংশের মধ্যে ডাটা সেন্টারে Civil Works প্রায় সম্পন্নের পথে । তবে সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পন্ন ও তা স্থাপনসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন হলে পরিপূর্ণতা লাভ করবে।
Cluster 6: IT infrastructure and Annual Support for Land Information and Service Center in 20 selected areas (Upazilas)	প্রকল্পের এলাকার মধ্যে ৪৫টি উপজেলা হতে নির্বাচিত ২০টি উপজেলায় ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে । এ পর্যন্ত গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলা এবং রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলায় Refurbishment কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	পরবর্তি ধাপে গাজীপুর সদর, শ্রীপুর এবং পাবনা সদরের কাজ অচিরেই সম্পন্ন হবে।
Cluster 7: Provide after sales (post implementation) support services (operation and maintenance) of all Software and Hardware for 24 months after the data of Operational Acceptance or handover to the respective clients.	মূল কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এ অংশের কাজ আরম্ভ হবে।	এ অংশের কার্যক্রম ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' সম্পূর্ণরূপে চালুকরন/ গ্রহণের পর ২৪ মাস সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সার্পোট প্রদান করা হবে।

তাছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় ৬৫ লক্ষ খতিয়ান স্ক্যান করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে ৭০ লক্ষ খতিয়ান স্ক্যান করা হয়েছে। ১৮ হাজার ৫ শত ম্যাপসীট স্ক্যানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯,৭০৬টি ম্যাপসীট স্ক্যান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে একটি ডাটা সেন্টার এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে একটি ডাটা রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হবে। ডাটা সেন্টার স্থাপনের কাজ ৩৫% সম্পন্ন হয়েছে। ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্রের মধ্যে ২টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকিগুলোর installation এর কাজ চলমান রয়েছে।

৩.ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড সাপোর্টিং দ্য ইমপিম্নমেন্টেশন অব এডিবি'স স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড সাপোর্টিং দ্য ইমপিম্নমেন্টেশন অব এডিবি'স স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বিঃ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) শীর্ষক প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১২ হতে মার্চ ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয়: ৪০২.১৬ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৬৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৩৭.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প এলাকা : মূল প্রকল্পভুক্ত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরসহ ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলা। মূল প্রকল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য এবং প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শকদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ করার জন্য এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অর্থ এডিবি ব্যয় করে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি ০.০৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১.৭৪ কোটি টাকা। জুন'১৬ পর্যন্ত ০.৫৬২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ০.০২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.৫৪২৫ কোটি টাকা। যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৩১.২৫%।

৪. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

জনবহুল বাংলাদেশে ভূমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বর্তমানে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় যেমন- রেকর্ড স্বত্ব ও রেকর্ড সংরক্ষণসহ সকল ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান পদ্ধতিতে জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনসাধারণকে কাংখিত সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনকে গতিশীল, টেকসই ও জনকল্যাণমুখী করে গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি জনকল্যাণমুখী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২.৭৭ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি সারাদেশের ৫৫টি জেলায় (ঢাকা, নেত্রকোনা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, বগুড়া, পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, কুমিলা, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, বাগেরহাট, নড়াইল, সাতক্ষীরা, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা) বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১) ৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমে রক্ষিত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ টি (সিএস, এস এ, আরএস) খতিয়ান আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি মালিকগণকে সহজে খতিয়ানসমূহ সরবরাহ করা; এবং
(২) ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে বিভিন্ন জরিপের (সিএস, এস এ, আরএস) দীর্ঘ দিনের পুরানো খতিয়ানসমূহ সংরক্ষণ করা।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমে রক্ষিত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ টি (সিএস, এস এ, আরএস) খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা। তাছাড়া, ডাটা এন্ট্রি করার জন্য ৫৫টি জেলায় মোট ৯৪০টি ল্যাপটপ ও ১০৭টি প্রিন্টার এবং ফার্নিচারসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

গত ১৭/১২/২০১৫ তারিখে চট্টগ্রাম জেলায় ইএলআরএস সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। কিন্তু সফটওয়ারের ত্রম্নটির কারণে ডাটা এন্ট্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। এটুআই প্রকল্প হতে জানানো হয় যে, ইএলআরএস সফটওয়ারে কিছু সমস্যা থাকার কারণে তিনটি জেলা ব্যাতীত অন্য জেলায় ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের তৎকালিন সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০২/০৯/২০১৫ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিমেণাক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ইএলআরএস এর নতুন সফটওয়ারের মাধ্যমে খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহে আগামী ১৮ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখ হতে শুরু করতে হবে।

(খ) এ প্রকল্পের আওতায় প্রথমে সিএস এবং এসএ জরিপের খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করতে হবে। পবরর্তীতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে বিদ্যমান আরএস জরিপের খতিয়ানের ডাটার সাথে সমন্বয় করে আরএস জরিপের খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

গত ০২/০৯/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধামেত্মর আলোকে এটুআই প্রকল্প কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানটি সফটওয়ারটির মাধ্যমে শুধুমাত্র খতিয়ানের জন্য ডাটা এন্ট্রি ৬টি জেলায় (পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, জয়পুরহাট, বগুড়া ও কুষ্টিয়া) পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়।

৫৫টি জেলায় ৬২৯ টি ল্যাপটপ ও ১০৭টি প্রিন্টার ক্রয়ের জন্য ডিপিপি মোতাবেক জেলা প্রশাসকদের বরাবরে অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং জেলা প্রশাসকগণ ৬২৯ টি ল্যাপটপ ও ১০৭টি প্রিন্টার ক্রয় করে রেকর্ড রুমের কার্যক্রম চালাচ্ছেন।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৫.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন'১৬ পর্যন্ত ৫.৪৮২৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৯.৬৯%। এ প্রকল্পের আওতায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম হতে সফ্টওয়্যার সরবরাহ করা হয়। এটুআই প্রকল্প হতে প্রদানকৃত সফটওয়্যারটি তিন বার আপডেট করা হলেও শুধুমাত্র তিনটি জেলায় (রংপুর, কুড়িগ্রাম ও সিরাজগঞ্জ) ELRS সফটওয়্যারটি চালু করা হয়। সফটওয়্যারের সমস্যা স্থায়ী ভাবে সমাধানের লক্ষ্য এটুআই কর্তৃক নতুন একটি সফ্টওয়্যার তৈরি সম্পন্ন হয়েছে যা বিসিসিতে হোস্টিং করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ৫৫টি জেলায় ব্যাচ এন্ট্রির মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি শুরু করা হয়েছে। ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্য সকল জেলায় প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার সরবরাহ করা হয়েছে। এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় ৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমের সংশ্লিষ্ট ২৭৫ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জুন'১৬ পর্যন্তম্ ৯২.৪৯ লক্ষ খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

৫. Strengthening Access to Land and Property Rights to all Citizens of Bangladesh (1st revised) শীর্ষক প্রকল্পঃ

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি একটি পাইলট প্রকল্প। বাংলাদেশের ৩টি জেলার ৩টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে: জামালপুর জেলার জামালপুর সদর উপজেলা, রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলা এবং বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলা। এছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় Integrated Digital Land Recording System (IDLRS) স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ১০৬.৪২৯১ কোটি টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৬.৪২৯১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০০.০০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পটি জুলাই'১১ হতে জুন'১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের ৩টি জেলার ৩টি উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন, জরিপ সংক্রান্ত অনলাইন সেবা চালুকরণ এবং যুগোপযোগী ও বাস্তব সম্মত একটি জাতীয় ভূমি নীতি প্রণয়ন করার লক্ষ্য এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো একটি আধুনিক ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি এবং এই ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি, ভূমি জরিপরেকর্ড ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের মাধ্যমে ভূ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত সেবাসমূহ প্রদান করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলোঃ

(ক) জাতীয় ভূমি নীতি প্রণয়ন করা;

(খ) উপজেলা পর্যায়ে অথারিটেটিভ ল্যান্ড রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করা;

(গ) বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা রিভিউ করে উপযুক্ত ও যুগোপযোগী আইন সংশোধন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাসের সুপারিশকরণ।

Strengthening Access to Land and Property Rights to all Citizens of Bangladesh (1st revised) শীর্ষক প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রমঃ

ছবিঃ রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি জরিপ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ এম,পি।

জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপনঃ

ডিজিটাল সার্ভেভুক্ত ৩টি পাইলট উপজেলাকে ডিজিটাল সার্ভে কাজের উপযোগী করাই ছিল এটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের নিজস্ব প্রশিক্ষিত জনবল দিয়ে জামালপুর জেলার সদর উপজেলায় ১৬টি, বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলায় ১৬টি এবং রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় ১৫টি জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন করে সমগ্র উপজেলাকে ডিজিটাল সার্ভে কাজের উপযোগী করা হয়েছে। ফলে এই অংশের কাজ সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

ছবিঃ আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম

সমন্বিত ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড পদ্ধতি (IDLRS)ঃ

যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় ভূমি বিষয়ক ৩টি অফিস যেমন উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে Physical Colocation and Connectivity সৃষ্টির লক্ষ্য IDLRS software ও এর Prototype তৈরী করা হয়েছে। এটির উপর বিগত ১৬ জুন তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও PTAT এর Consultant-দের উপস্থিতিতে সর্বশেষ ওয়ার্কশপ হয়েছে। মনিরামপুর উপজেলায় সংশ্লিষ্ট ইউএনও, জেডএসও, এডিসি রেভিনিউ, সাব-রেজিষ্ট্রার, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও অফিস সহকারী এবং যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলার সকল এসি ল্যান্ড, ইউএনও, এডিসি, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, জেলা রেজিস্ট্রার ও জেলা প্রশাসকের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। সফ্টওয়্যার ব্যবহারকারীদেরকে (এসি ল্যান্ড অফিসের অফিস সহকারী, সার্ভেয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/উপসহকারী কর্মকর্তাদেরকে আইটি'র উপর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ছবিঃ যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় আইডিএলআরএস সফ্টওয়ার-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়।

ছবিঃ যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় আইডিএলআরএস সফ্টওয়ার-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বক্তব্য রাখছেন।

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং / দক্ষতা উন্নয়ন ঃঃ

আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ডিজিটাল জরিপ কাজের উপযোগী করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ৩৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দুই দফায় জিএনএসএস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। **ফলে** তারা ৩টি উপজেলায় জিসিপি স্থাপন ও আরটিকে পদ্ধতিতে ডিজিটাল সার্ভে কাজের দক্ষতা অর্জন করেছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

উক্ত প্রকল্পের আওতায় আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭৩.৬৬৫৩ কোটি টাকা (৬৯.২২%)। এর মধ্যে জিওবি ১.৮১৪৭ কোটি টাকা(২৮.২৩%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৭১.৮৫০৬ কোটি টাকা(৭১.৮৫%)। এ প্রকল্পের ৫টি কম্পোনেন্ট রয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

1. Development and Updating of National Land Policy and Sub-policies;
2. Establishing an Authoritative Land Records in 3 Pilot Upazila;
3. Legal and Institutional Audit;
4. Capacity Building in Land Administration;
5. Public Education and Awareness

(ক) Development and Updating of National Land Policy and Sub-policies: জাতীয় প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে 'খসড়া জাতীয় ভূমি নীতি' প্রণয়ন করা। ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হলে চলমান জরিপ আইনে কিছু সংশোধন প্রয়োজন। তাছাড়া, সরকারি খাসজমি সংরক্ষণ এবং ভূমির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্য 'জাতীয় ভূমি নীতি' একান্ত প্রয়োজন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক 'খসড়া ভূমি নীতি'র উপর বিভিন্ন জেলায় আগস্ট'১৬ পর্যন্ত ১৪টি ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ 'খসড়া জাতীয়

নীতি'র উপর ঢাকায় এক ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ওয়ার্কসপের গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'খসড়া জাতীয় ভূমি নীতি' চূড়ান্তকরণের জন্য আমত্মঃমন্ত্রণালয় 'টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং কমিটি' কর্তৃক পর্যালোচনাধীন রয়েছে। 'খসড়া জাতীয় ভূমি নীতি' চূড়ান্ত অনুমোদনার্থে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হবে।

(খ) Establishing an Authoritative Land Records in 3 Pilot Upazila:
এ কম্পোনেন্টটি নিমেণাক্ত দুইটি ভাগে ভাগ করে সভায় উপস্থাপন করা হয়: ৩টি পাইলট উপজেলায় ডিজিটাল সার্ভে ও ভূমি রেকর্ড এবং ১টি উপজেলায় সমন্বিত ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড পদ্ধতি (আইডিএলআরএস) প্রতিষ্ঠা।

ডিজিটাল ল্যান্ড সার্ভে ও রেকর্ড এর দুইটি অংশঃ
১) জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ২) ডিজিটাল সার্ভে

জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপনঃ ডিজিটাল সার্ভেভুক্ত ৩টি পাইলট উপজেলাকে ডিজিটাল সার্ভে কাজের উপযোগী করাই ছিল এটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের নিজস্ব প্রশিক্ষিত জনবল দিয়ে জামালপুর জেলার সদর উপজেলায় ১৬টি, বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলায় ১৬টি এবং রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় ১৫টি জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন করে সমগ্র উপজেলাকে ডিজিটাল সার্ভে কাজের উপযোগী করা হয়েছে। ফলে এই অংশের কাজ সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

(অ) ডিজিটাল সার্ভেঃ
৩টি পাইলট উপজেলায় আগস্ট'১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ১২০টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। চলতি মাঠ মৌসুমে প্রকল্পভুক্ত ৩টি উপজেলায় ৫০টি মৌজায় ডিজিটাল রেকর্ড প্রকাশনার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সাথে ৪৬টি মৌজায় প্রণীত ডিজিটাল নকশার ভিত্তিতে প্রাথমিক মালিকানা রেকর্ড তৈরীর কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিমণরূপঃ
কিসেত্মায়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৫০টি মৌজায়, অগ্রগতিঃ ৯২%, খানাপুরী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৭৪ মৌজায়, অগ্রগতিঃ ৮০%, তসদিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৬৩ মৌজায়, অগগ্রতিঃ ৬০%, ডিপি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৩৫ মৌজায়, অগগ্রতিঃ ৮০% , আপত্তি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৩০ মৌজায়, অগগ্রতিঃ ৮০%, আপীল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ১৫ মৌজায়, অগ্রগতিঃ ৮০%, ফাইনালযাঁচ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ১০ মৌজায়, অগ্রগতিঃ ৩৩%। তাছাড়া, ৩টি উপজেলার সার্ভে পার্সেল ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। আমতলী উপজেলার অবশিষ্ট ২০টি, মোহনপুরে ১৩৭টি এবং জামালপুরে ২১৯টি মোট ৩৭৬টি মৌজায় অর্থোফটো প্রযুক্তি ব্যবহার করে Unmaned Arial Vehical(UAV) এর মাধ্যমে তথ্যাদি নিয়ে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবার্চন করা হয়েছে।

(আ) আইডিএলআরএসঃ
মনিরামপুর উপজেলায় Integrated Digital Land Recording System (IDLRS) চালু করার লক্ষ্য সফ্টওয়্যার তৈরী করে এ পদ্ধতির মাধ্যমে ভূমির সাথে সম্পৃক্ত ৩টি অফিস এসি(ল্যান্ড), সাব-রেজিস্টার ও সেটেলমেন্ট অফিসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে মনিরামপুর উপজেলায় অন লাইন

মিউটেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আরো দু'টি উপজেলায় তা সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, জামালপুর সদর উপজেলায় ওয়েবভিত্তিক অনলাইন খতিয়ান এন্ট্রি সফ্টওয়্যার (রিলেশনাল ডাটাবেইজ) তৈরীপূর্বক পরীক্ষামূলক খতিয়ান এন্ট্রির কাজ চলছে ।

(গ) Legal and Institutional Audit: ন্যাশনাল ল্যান্ড পলিসিকে আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক সাপোর্ট দিতে লিগ্যাল ও ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক এর প্রস্তাবনা তৈরীর কাজে নিয়োজিত ন্যাশনাল লিগ্যাল এক্সপার্ট বিদ্যমান আইনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার কাজ করছেন। আইনগত কাঠামো পুনর্গঠন সম্পর্কিত বিষয়গুলো উপর এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছে। নিয়োজিত ন্যাশনাল লিগ্যাল **এক্সপার্ট** জরিপ কাজ ও স্যাটেলম্যান্টের বিশেষ করে স্যাটেলম্যান্ট ও বিরোধ বা আপত্তি নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়াগুলোর আইনী কাঠামোটিকে পর্যালোচনা ও বিশেস্নষণ করেছেন। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাসত্ব আইন ১৯৫১, ১৯৫৪ সালের প্রজাসত্ব আইন, ১৯৩৫ সালের দি বেঙ্গল সার্ভে ও স্যাটেলম্যান্ট ম্যানুয়াল (জরিপ ম্যানুয়াল), ১৯৫৭ সালের কারিগরী আইন এবং ভূমি রেকর্ড ও ম্যাপ বা নকশা তৈরি করার জন্য সাধারন নির্দেশনা -২০০১ (সাধারন নির্দেশনা ২০০১) যা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (DLRS) কর্তৃক জারি করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে আইনী কাঠামোতে কিভাবে ফারাক বা গ্যাপ ও ঘাটতিগুলো সংশোধন করতে হবে এবং স্যাটেলম্যান্ট প্রক্রিয়ার দীর্ঘসুত্রিতা কিভাবে স্বাভাবিক গতিতে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়ে স্পস্টভাবে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় ভূমি নীতির পাশাপাশি এতদসংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয়ের উপর আইনগত অপূর্ণতা ইতোমধ্যেই নিরূপণ করা হয়েছে। ১৮৭৫ সালের জরিপ আইনের স্থলে সম্পূর্ণ নতুন জরিপ আইনের খসড়া ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে এবং পশ্চাদপদ নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠির ভূমিতে অধিকার সুরক্ষার সংশোধনী প্রস্তাব তৈরী করা হয়েছে। ভূমি নীতি চূড়ান্ত হওয়া সাপেক্ষ্য এর উপর পূর্ণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

(ঘ) Capacity Building in Land Administration: ডিজিটাল জরিপের নতুন যন্ত্রপাতি (যেমন জিএনএএস, আরটিকে, ইটিএস) ম্যাপ প্রসেসিং সফ্টওয়্যার (কিউজিআইএস, আর্কজিআইএস) এবং পূর্ববর্তী নকশা জিওরেফারেন্সিং-এর জন্য অর্থোফটো এর উপর বর্তমানে প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে সংশিষ্ট সকলে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। অন্যদিকে Integrated Digital Land Recording System (IDLRS) সফ্টওয়্যারের উপর এসি-ল্যান্ড, সাব-রেজিষ্ট্রার ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ডিজিটাল জরিপ কাজের উপযোগী করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ৩৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দুই দফায় জিএনএসএস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তারা সফলতা অর্জন করে ৩টি উপজেলায় জিসিপি স্থাপন ও আরটিকে পদ্ধতিতে ডিজিটাল সার্ভে কাজের দক্ষতা অর্জন করেছে। ৯জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ডিজিটাল সার্ভে এবং জিআইএস-এর উপর ইনটেনসিভ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে অন দি জব প্রশিক্ষণও সমাপ্ত হয়। ১৮জন কর্মচারী/কর্মচারীকে জিআইএস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ও ডেটাম এর উপর ৪দিনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। এ সমস্ত প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে উপজেলা পর্যায়ে সার্ভে টীম গঠন করা হয়েছে। আগষ্ট'১৫ মাসের শেষ সপ্তাহে ২০জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অর্থোফটোর উপর বেসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

(ঙ) Public Education and Awareness: ৩টি পাইলট উপজেলা এলাকায় ডিজিটাল জরিপ কাজে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের ম্যান্ডেটে উত্তরণ, কেয়ার ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন নামে ৩টি এনজিও দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে সার্ভে এলাকায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত এনজিও কনসোর্টিয়াম জরিপের স্তরভিত্তিক কার্যক্রম চলাকালে ভূমি মালিকগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য কর্মসূচীভুক্ত এলাকায় ফ্লিপ চার্ট, পোষ্টার, মাইকিং, জারী গান, উঠান বৈঠক, পাবলিক মিটিং, ভয়েস কল, ভয়েস এসএমএস ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।

৬. স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস্ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো সারাদেশের প্রতিটি ভূমি খন্ডের জরিপ করে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান(স্বত্বলিপি) প্রণয়ন করার পর তা যথাসময়ে মুদ্রণ করে ভূমি মালিকগণের মধ্যে বিতরণ করা। বর্তমানে এ অধিদপ্তরের আওতাধীন মোট ১৮টি জোনাল/রিভিশানাল সেটেলমেন্ট অফিস কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে হাতের সাহায্যে(Manually) চূড়ান্তভাবে প্রস্তুতকৃত মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান(স্বত্বলিপি) কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা মহানগরীর তেজগাঁও-এ অবস্থিত এ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন নিজস্ব ম্যাপ মুদ্রণ প্রেস ও সেটেলমেন্ট প্রেসে মুদ্রণ করা হয়। কিন্তু নিকট অতীতে এ দু'টি প্রেসের যে মুদ্রণ ক্ষমতা ছিল, তা দিয়ে কোনক্রমেই চাহিদা মোতাবেক যথাসময়ে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান (স্বত্বলিপি) মুদ্রণ করে সেগুলো ভূমি মালিকগণের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এছাড়া মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান (স্বত্বলিপি) একটি বিশেষ শ্রেণীর দলিল (Classified document), যা দ্বারা মাঠ পর্যায়ে ভূমি মালিকগণের মালিকানা স্বত্ব নির্ণীত হয়ে থাকে। তাই এগুলোর যথোপযুক্ত নিরাপত্তার স্বার্থে ইতিপূর্বে এগুলো মুদ্রিত হওয়ার পর এ অধিদপ্তরের নিজস্ব ২টি পিক-আপ ভ্যানে করে তা সারাদেশের ১৮টি বৃহত্তর জেলায় অবস্থিত জোনাল/রিভিশানাল সেটেলমেন্ট অফিসসমূহে পৌঁছে দেয়া হতো। কিন্তু বেশ কয়েক বছর হলো উক্ত পিক-আপ ভ্যান ২টি পুরোপুরি অকেজো হয়ে গেছে। অনুন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দের সীমাবদ্ধতার কারণে অদ্যাবধি এ অধিদপ্তরে কর্তৃক এগুলোর পরিবর্তে নতুন করে আর কোন পিক-আপ ভ্যান ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। তাই বাস্তবতার নিরীখে এ পিক-আপ ভ্যানটিসহ ম্যাপ মুদ্রণ প্রেস ও সেটেলমেন্ট প্রেসের জন্য আরো বেশ কিছু সংখ্যক আধুনিক যন্ত্রপাতি(সার্ভার, কম্পিউটার, উচ্চ ক্ষতাসম্পন্ন লেজার প্রিন্টার, ফ্লVট বেড স্ক্যানার, কম্পিউটার টু †প্লটসহ বাই-কালার অফসেট প্রিন্টিং প্রেস ইত্যাদি) সংগ্রহ করে এগুলোর মুদ্রণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্যই এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকার ২০১০ সাল হতে প্রচলিত পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ে হাতের সাহায্যে (Manually) মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান(স্বত্বলিপি) প্রস্তুত করার পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি ও সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান(স্বত্বলিপি) প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশনা জারি করেছে। এ কারণে সীমিত আকারে দেশের বিভিন্ন এলাকার ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান(স্বত্বলিপি) প্রস্তুত করার জন্য এ প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু সংখ্যক আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি ও সফট্ওয়্যার(ইটিএস,সার্ভার,কম্পিউটার, প্লটার,ম্যাপ ডাটা প্রসেসিং

সফট্ওয়্যার,জিআইএস ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার ইত্যাদি) সংগ্রহ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস্, ২য় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ২০১৫.০০ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং সেটেলমেন্ট প্রেস।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ক. আধুনিক যন্ত্রপাতি(৩ টি মধ্যম ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার, ৩৮টি কম্পিউটার এবং ৫০টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেজার প্রিন্টার) সংগ্রহের মাধ্যমে সেটেলমেন্ট প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এ প্রকল্পের আওতায় ৩২.০০ লক্ষ খতিয়ান (১টি খতিয়ান=১০ কপি) মুদ্রণ করা;
খ. বর্তমানে(বিদ্যমান গ্রাফিকস ক্যামেরা, কন্ট্যাক্ট ক্যাবিনেট, অটো ফিল্ম প্রসেসর, অটো পেস্নট প্রসেসর এর পরিবর্তে একটি বাই কালার অফ-সেট ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস) সিটিসি ও স্ক্যানারসহ সংগ্রহের মাধ্যমে সেটেলমেন্ট প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এ প্রকল্পের আওতায় ৩৬.০০ হাজার মৌজা ম্যাপ সিট (১টি মৌজা ম্যাপ সিট= ১০০ কপি) মুদ্রণসহ প্রেসটির আধুনিকায়ন সম্পন্ন করা;
গ. বাংলাদেশের সকল উপজেলা, জেলা এবং দেশের (বাংলাদেশ) ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা এবং
ঘ. ভূমি মালিকগণকে তাদের ভূমির রেকর্ড বিষয়ক তথ্যাদি ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সহজে জানার সুবিধার্থে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট নির্মাণ করা।

স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস্ প্রকল্প, ২য় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের মূল কর্যক্রমঃ

1. সেটেলমেন্ট প্রেসের জন্য ৩(তিন)টি মধ্যম ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার, ৩৮(আটত্রিশ)টি কম্পিউটার এবং ৫০(পঞ্চাশ)টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেজার প্রিন্টার সংগ্রহ করা;
2. ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের জন্য ২(দুই)টি ফ্লাটবেড স্ক্যানার এবং কম্পিউটার টু পেস্নট(সিটিপি)সহ এক সেট বাই-কালার অফসেট ম্যাপ মুদ্রণ প্রেস, ০২(দুই)টি ম্যাপ ফটোকপিয়ার, ০১(এক)টি সার্ভার এবং ৪(চার)টি ওয়ার্ক স্টেশন সংগ্রহ করা এবং
3. বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করার জন্য ৩০(ত্রিশ) সেট ইলেক্ট্রনিক টোটাল স্টেশন (ইটিএস) মেশিন, ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ভ্যান, ০১(এক)টি সার্ভার, ০৪(চার)টি ওয়ার্ক স্টেশন, ০২(দুই)টি পস্নটার, ১০(দশ)টি ম্যাপ প্রসেসিং সফটওয়্যার এবং ০৪(চার)টি জিআইএস সফটওয়্যার সংগ্রহ করা।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস্ প্রকল্প, ২য় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন'১৬ পর্যন্ত ২.০৮৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৬৯.৪৩%।

ছবিঃ গত ০৯-০৮-২০১৬ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধদপ্তরে আধুনিক ডিজিটাল ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেসের শুভ উদ্বোধন করেন ।

ছবিঃ আধুনিক হাইডেলবার্গ ম্যাপ প্রিন্টিং মেশিন

ম্যাপ মুদ্রণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্পের আওতায় ২(দুই)টি ফ্লাটবেড স্ক্যানার এবং কম্পিউটার টু পেম্লট (সিটিপি) সহ ০১(এক) সেট হাইডেলবার্গ বাই-কালার অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম এবং ০২(দুই)টি সার্ভার, ০৭ (সাত)টি ওয়ার্ক স্টেশন এবং ১৭(সতের)টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। এর ফলে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বিদ্যমান ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেসটি বর্তমানে একটি আধুনিক প্রিন্টিং প্রেসে পরিণত হয়েছে।

৭.জাতীয় ভূমি জোনিং ২য় পর্যায়(২য় সংশোধিত) প্রকল্পঃ

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

প্রকৃতিগত ভাবেই প্রতিটি সমাজে ভূমি জোনিং রয়েছে। তবে অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও ভূমির স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবাসন ও অন্যান্য প্রয়োজনে দেশের কৃষি জমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশে প্রতিদিন আনুমানিক ৬৯২ একর কৃষি জমি অকৃষি খাতে পরিবর্তিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৫৫৪ একর জমি (৮০ শতাংশ) আবাসন খাতে, ১২০ একর (১৭.০৪ শতাংশ) জমি ইটভাটা স্থাপন ও ইট তৈরি খাতে এবং বাকি ১৮ একর (৩ শতাংশ) জমি রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি অকৃষি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ২০৫০ সালে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ দাঁড়াবে ০৬ শতকেরও নিচে। এ ধরনের একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ জরুরি ইস্যুকে বিবেচনায় রেখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ২০০০ সালে (২০০১ সালে প্রকাশিত) ভূমি মন্ত্রণালয় জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন করে। উক্ত ভূমি ব্যবহার নীতিতে ভূমির পরিমিত ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা, অবক্ষয় রোধ করা এবং সর্বোচ্চ উপযোগীতা নিশ্চিত করার জন্য ভূমি জোনিং কার্যক্রম পরিচালনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ২০০৬-২০১১ সময়ে উপকূলীয় এলাকার ১৯টি এবং সমতল এলাকার ২টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ভূমি জোনিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এর ধারাবাহিকতায় জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৭ মেয়াদে ''জাতীয় ভূমি জোনিং (২য় পর্যায়)'' প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসহ দেশের ৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলায় জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্পের আওতায় ভূমি জোনিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭.৫৪৯৬ কোটি টাকা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ ভূমি জোনিং এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

(ক) ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার ও ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় রোধকল্পে ভূমিকে তার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কৃষি, পশু-সম্পদ, বন, শিল্পাঞ্চল, পর্যটন এবং প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র এলাকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে ভূমি থেকে সর্বোচ্চ সুফল অর্জন করা;
(খ) ভূমির অবক্ষয় রোধ এবং ক্ষতিগ্রস্থ ভূমির পুনরুদ্ধার করা;
(গ) গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও কৃষ্টিগত স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষা করা;
(ঘ) বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারকারী ও সংস্থার মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন করা;
(ঙ) প্রাণি ও উদ্ভিদের সংরক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ;
(চ) নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ ও ভূমি ব্যবহারকারীদের মধ্যে ভূ-সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধ্যানধারণা সৃষ্টি করা; এবং
(ছ) ভূমি জোনিং ম্যাপ ও ভূমির তথ্যভান্ডার (Database) তৈরী করা।

জাতীয় ভূমি জোনিং ২য় পর্যায়(২য় সংশোধিত) প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(ক) প্রকল্প এলাকার ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমান ভূমি ব্যবহার, কৃষি, মৎস্য, বন, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার উপর বিস্তারিত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(খ) সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ধরণের স্বত্ত্বভোগীদের সহিত আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করা;

(গ) ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার ম্যাপ প্রস্তুত করা;

(ঘ) ইউনিয়ন ভূমি ব্যবহার ম্যাপের ওপর ভিত্তি করে উপজেলা ভূমি জোনিং ম্যাপ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;

(ঙ) উপজেলা ভিত্তিক ভূমি জোনিং কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা; এবং

(চ) কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়নে ভূমি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান করা।

ছবিঃ ১৬ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষে জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্পের বিভাগীয় পর্যায়ের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এম,পি, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মেছবাহ উল আলম, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড । এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব হেলালুদ্দীন আহমেদ, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ।

ছবিঃ **পায়রা সমুদ্র বন্দর জোনিং ম্যাপ**

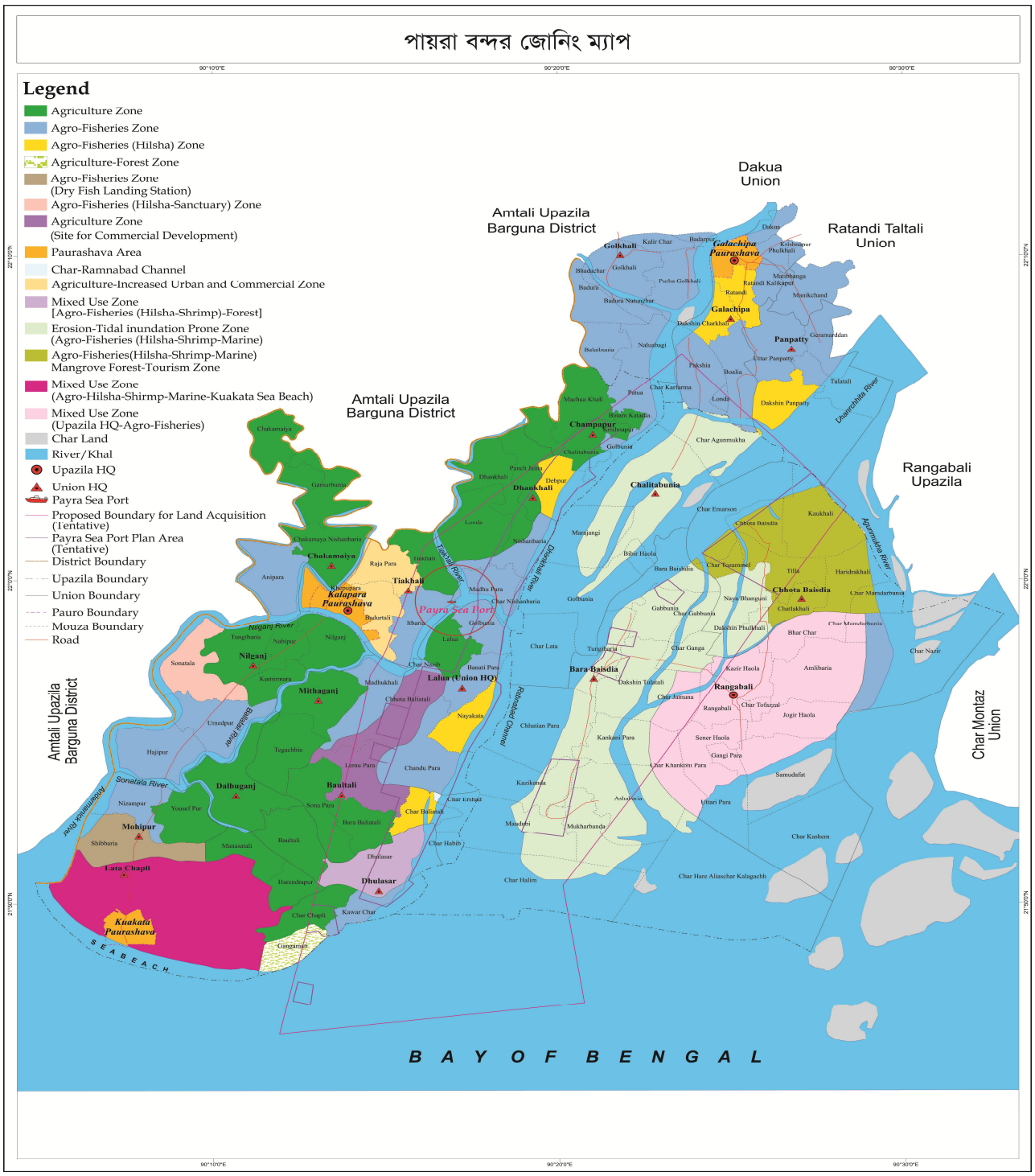

ছবিঃ **পাবনা জেলা ঈশ্বরদী উপাজেলার ভূমি জোনিং ম্যাপ**

ভূমি জোনিং এর ফলাফল ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এর প্রভাবঃ ভূমি জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে নিমণরূপ আর্থিক ও সামাজিক সুফল অর্জন করা যাবে:

(ক) ভূমির অপরিকল্পিত ও অপব্যবহার রোধ করে মূল্যবান কৃষি জমি সুরক্ষা করা যাবে;
(খ) ভূমির গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শস্য পরিক্রমা (Cropping Pattern) তৈরী করে শস্যের অধিক ফলন নিশ্চিত করা যাবে এবং ভূমির উর্বরতা শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করা যাবে;
(গ) শহর ও গ্রামের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ রোধ করা যাবে;
(ঘ) বহুতল বিশিষ্ট স্থাপনা তৈরী করে জমির অপচয় রোধ করা যাবে;
(ঙ) খাস জমি সুরক্ষা করা যাবে এবং ভবিষ্যত প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যাবে;
(চ) দেশের হাওর-বাওর, বিল ও চর এলাকার স্ব-স্ব ব্যবহার ভূমি জোনিং ম্যাপে নির্দেশিত থাকবে যা এসব মূল্যবান এলাকা সংরক্ষণে সহায়ক হবে;
(ছ) পাহাড়-টিলা কর্তন রোধসহ বনায়ন সম্প্রসারণ কাজে ভূমি জোনিং ম্যাপ ব্যবহার করা যাবে;
(জ) জোনিং প্রক্রিয়ায় জমির ফলন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এবং একই জমিতে তিনটি ফসল ফলানো সম্ভব হবে বিধায় ভূমিহীন লোকের অধিক কর্মসংস্থান হবে এবং ইহা সামাজিক অবস্থায় সুফল বয়ে আনবে;
(ঝ) দেশের জলাশয় সংরক্ষণে ভূমি জোনিং ম্যাপ ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে। ফলে জেলে ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং মাছের উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি পাবে;
(ঞ) শিল্প-কারখানা, ইটের ভাটা, আবাসন এবং অন্যান্য স্থাপনা ভূমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করার স্থান ভূমি জোনিং ম্যাপে চিহ্নিত থাকবে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

(ক) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৪৩টি জেলার মধ্যে ৪০টি জেলায় জেলা পর্যায়ে ভূমি জোনিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
(খ) ৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
(গ) ৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলার বিভিন্ন উৎস্য থেকে ভূমি জোনিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে;
(ঘ) LGED ও SRDI থেকে ভূমি জোনিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে;
(ঙ) ৪৩টি জেলার স্যাটেলাইট ইমেজ (Satellite Image) সংগ্রহ করা হয়েছে;
(চ) ৩২৬টি উপজেলার মধ্যে ৩০১টি উপজেলার খসড়া ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' প্রণয়ন করা হয়েছে;
(ছ) ২৩৫টি উপজেলার ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
(জ) কোস্টাল ল্যান্ড জোনিং প্রকল্প এর আওতায় প্রণীত ১৫২টি উপজেলার উপজেলা ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও ম্যাপ প্রকল্পের ওয়েব সাইটে (www.landzoning.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে;

(ঝ) জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় প্রণীতব্য ৩২৬টি উপজেলার ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' প্রকল্পের ওয়েব সাইটে (www.landzoning.gov.bd) আপলোড করার কাজ চলমান রয়েছে;

(ঞ) জুন ২০১৬ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে ১৯৮১.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের শতকরা ৭২ ভাগ এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগিত শতকরা ৮০ ভাগ। তাছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৭.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জুন'১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭.৪৮৬৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯৯.৮২%।

বিগত ১২ই মে ২০১৫ তারিখ ঢাকা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভূমি জোনিং শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্শশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী,ভূমি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, ঢাকা জেলা প্রশাসক।

৮. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পঃ

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

১৯৮০ সন হতে নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় ভূমি উদ্ধার প্রকল্পের (Land Reclimation Project) মাধ্যমে সমুদ্র হতে ভূমি উদ্ধার ও চর উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল, বিশেষত: নোয়াখালি জেলায় চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-১, ২, ৩ ও ৪ এর মাধ্যমে ১৯৯৪ সন হতে ২০১৬ সন পর্যন্ত ব্যাপক চর উন্নয়ন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভূমি বন্দোবসেত্মর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের ১ম, ২য় ও ৩য় ফেইজ এর আওতায় ১৯৯৪ থেকে ২০১০ মেয়াদে ১৬ বছরে সমুদ্র হতে জেগে ওঠা ৩০ হাজার একর ভূমির সার্বিক উন্নয়ন সাধন পূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২২ হাজার নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারকে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করে পুর্নবাসন করা হয়েছে। সমুদ্র হতে জেগে ওঠা আরও ৪৫ হাজার একর খাস ভূমির জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন ও ২০১৬ সনের মধ্যে ১৪,০০০ ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বিতরণের লক্ষ্যে বর্তমান চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ চলমান রয়েছে। চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪), ১ম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলায় জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০১৮) মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ৫.৮৩ কোটি টাকা এর মধ্যে প্রকল্প সাহয্য ৩.১৩৯৪ কোটি টাকা এবং জিওবি ২.৬৯০৬ কোটি টাকা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) নতুন উপকূলীয় চরাঞ্চলে বসবাসরত গরীব জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা;
(খ) উপকূলীয় চরাঞ্চলে হইতে দারিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠিকে খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া; এবং
(গ) উপকূলীয় অধিবাসীদের নিরাপদ বসবাস স্থাপন ও তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(ক) নোয়াখালী জেলায় নতুন জেগে ওঠা উপকূলীয় চরাঞ্চলে ১৪,০০০ ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা; এবং
(খ) বিদ্যমান ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার (এলআরএমএস) এর অনলাইন ভিত্তিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করা ।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কর্মকান্ড:

গত ১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় বিভিন্ন ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাসজমি বন্দোবসেত্মর খতিয়ান বিতরণ করা হয়। উক্ত খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৭৮৬ টি নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ১০২১.৮ একর খাসজমি বিতরণ করেন। নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক ও প্রকল্প

পরিচালক জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মেছবাহ উল আলম, স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব আয়েশা ফেরদৌস সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ছবিঃ নোয়াখালি জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর এলাকায় ভূমিহীন পরিবারের মাঝে বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমির খতিয়ান বিতরণ করছেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ এম,পি ও সচিব জনাব মেছবাহ উল আলম।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি ১.০৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.৪৬ কোটি টাকা। জুন'১৬ পর্যন্ত ১.৩৮০৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ০.৯৬৯৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.৪১১৩ কোটি টাকা। যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯২.০৪%। তাছাড়া, এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি নিমণরূপ:

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	জুন' ১৬ মাসের অর্জন	জুন'১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
পস্নট টু পস্নট জরিপ	-	৪০,৩৮৭ একর (৯৪%)
ভূমিহীন পরিবার বাছাই(১৪ হাজার পরিবার)	-	১১,৮২৪টি (৮৪.৪৬%)
জেলা পর্যায়ে নথি অনুমোদন হয়েছে	১৬২	১১,৫৬৪টি (৮২.৬০%)
কবুলিয়াত সম্পাদন হয়েছে	২৯৩টি	৯,৭৫৩টি (৬৯.৬৬%)

কবুলিয়াত রেজিস্ট্রেশন হয়েছে	২৮১টি	৯,৫৪৩টি (৬৮.১৬%)
খতিয়ান তৈরী হয়েছে	২০৯টি	৬,৮৯৭টি (৪৮.৬৬%)
খতিয়ান বিতরণ হয়েছে	১৪৫টি	৬,৮১২টি(৪৮.৬৬%)
সামগ্রীকভাবে প্রকল্পের অগ্রগতির হার		৭৫%

জুন'১৬ পর্যন্ত ৬৮১২ টি পরিবারের ৪০ হাজার ৮৭২ জনের মধ্যে ৮,৮৫৬ একর সরকারি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। শুধু ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪৭১৮ টি পরিবারের ২৮ হাজার ৩০৮ জনের মধ্যে ৬,১৩৩ একর সরকারি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের বিদ্যমান ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্ওয়্যার (এলআরএমএস) এর অনলাইন ভিত্তিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর বিগত ১২ মে ২০১৬ তারিখে সফট্ওয়্যরটি পরিচালনার বিষয়ে দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কানুনগো, সার্ভেয়ার, কম্পিউটার ডাটা অপারেটর, অফিস সহকারী ও কারিগরী সহায়তা টিমের সদস্যবৃন্দ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে সফট্ওয়্যারটির মাধ্যমে ভূমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি বন্দোবস্ত, পানি ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও বনায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম ৬ টি সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রাণী সম্পদ, সমবায়, সমাজসেবা সহ অন্যান্য সরকারি সংস্থারও কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রকল্পের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে অবহিতকরণ ও কার্যক্রম সম্প্রসারণ বিষয়ক একটি সেমিনার গত ৩১ মে ২০১৬ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন ও প্রকল্প এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের উপায় ও পন্থা নির্ধারণ করা হয়।

তাছাড়া, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র বিমোচনমূলক ও সফল প্রকল্প। পূর্বের ৩টি ফেইজের (১৯৯৪ হতে ২০১০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত) সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে ৪র্থ ফেইজটি (২০১১-২০১৮) হাতে নেয়া হয়। ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তিক বাস্তবায়িতব্য এই প্রকল্পটি ২০১৮ সালের বর্ধিত মেয়াদে সমাপ্ত হলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশে মোট ৪ টি ফেইজে ২৪ বছরে ৩৬,০০০ ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ৪৮,০০০ একর খাস জমি বন্দোবসেত্মর কার্যক্রম সমাপ্ত হবে।

৯.উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ(৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্পঃ

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

দেশে বিদ্যমান উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো অধিকাংশই জরাজীর্ণ। অফিসগুলোর অবস্থা নাজুক থাকায় ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া প্রতি বছরই বন্যা,ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমি অফিসগুলোর অবকাঠামো দূর্বল হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের অধীনে ৩৪৫ টি উপজেলা অফিস এবং ১০১৪ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মিত হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি অফিসগুলোতে কর্ম-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্য ''উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ(৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প'' বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সারাদেশের ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্য জুলাই'১৪ হতে জুন'১৯ মেয়াদে ৫৩৭.২৪৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিমার্ণ করা ;
(খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যথাযথভাবে ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা ;এবং
(গ) মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসনের সার্বিক মানোন্নয়ন করা।

উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ(৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(A) ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিমার্ণ করা ।
(B) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো যাতে মানসম্মত ভাবে নির্মিত হয় তা নিশ্চিত করা।

(C) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্য গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক তৈরীকৃত নকশা ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং উপজেলা ভূমি অফিসের নকশা তৈরীর জন্য প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং উপজেলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের নিমিত্তে ব্যয় বিবরণী তৈরীর জন্য প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে।

(D) বিদ্যমান ডিপিপি তে বেশ কিছু অসংগতি ও ত্রম্নটি থাকায় তা সংশোধনের নিমিত্তে প্রস্তাব তৈরীর কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ(৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৪০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন'১৬ পর্যন্ত ৩৯.৮৪৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৯.৬৭%। জুন'১৬ পর্যন্ত ৩০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিমার্ণের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৮০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এ অর্থ বছরের মধ্যেই ১৮০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। বাকি ২০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের টেন্ডার প্রদান করা হবে। তাছাড়া, গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করতে হলে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।

১০. ভূমি ভবন কমপেক্সক্স নির্মাণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর ঢাকা শহরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। ফলে যে কোন বিষয়ে আন্তযোগাযোগের ক্ষেত্রে অথবা ভূমি সেবা প্রত্যাশীদের পক্ষ হতে কোন সেবা গ্রহণকালে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকল অফিসে যেতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর। ভূমি সেবাদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ভূমি সেবা প্রত্যাশী উভয়ের এই কষ্ট লাঘব করে ভূমি সেবাদান এবং ভূমি সেবাগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজসাধ্য এবং জনদূর্ভোগমুক্ত করার লক্ষ্যে ভূমি সেবা সংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে (ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর) একই ছাদের নীচে নিয়ে আসার পরিকল্পনা সরকার দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই বহুতল ভবন নির্মাণ করে ভূমি সেবা সংক্রান্ত সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা কে এই ভবনে আবাসিত করার করার নিমিত্ত এই প্রকল্প "ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প" গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর, সংস্থা ছাড়াও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কার্যালয়, তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিস নির্মিতব্য ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে স্থাপিত থাকবে। নির্মিতব্য এই ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর এর অফিসের সংস্থান রয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্যঃ

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প কার্যালয় এবং তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিসকে একই ছাদের নিচে এনে ভূমি সেবা সহজিকরণ।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ তেজগাঁও তে অবস্থিত ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের বর্তমান জায়গায় একটি ১৩তলা বিশিষ্ট বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অগ্রগতিঃ

গত ২২/১২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়। একনেক সভায় এ প্রকল্পে সোলার সিস্টেম সংযুক্তি, নিজস্ব ড্রেনেজ ও পয়ঃনিষ্কাশন, পর্যাপ্ত ভেনটিলেশন, রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং এর ব্যবস্থা সংযুক্ত করে ভবনের ডিজাইন পরিবর্তন করে পরিকল্পনা মন্ত্রীর নিকট হতে অনুমোদন নিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ২৮/০৩/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৪/০৫/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন পুনর্গঠিত ডিপিপি'র উপর কিছু মতামত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেছে এবং পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছে। গত ৩০/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে। গত ১৭/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা

কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। কিন্তু এখনও প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়নি। প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

ভবিষ্যত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহঃ

২০১৫ -১৬ অর্থ বছরে চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ এবং মন্ত্রণালয়ের রুপকল্প ও অভিলক্ষ্য, ক্যাবিনেট ডিভিশনের সাথে সম্পাদিত বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্ত কিছু নতুন প্রকল্প সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে এই সকল প্রকল্প সংক্ষেপ পরিকল্পনা কমিশনের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয় যা 'সবুজ পাতাভুক্ত' হিসাবে প্রচলিত। এই সকল প্রকল্পের তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১.	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
২.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প
৩.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প
৪.	জেলা পর্যায়ে একটি করে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং সায়রাত মহালের ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়ন প্রকল্প
৫.	উপজেলা পর্যায়ে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প
৬.	ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প
৭.	Vertical Extension of Land Administration Training Centre (LATC) Hostel Bhaban from 5th to 11th floor
৮.	ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বসিত্মবাসী ও নিমণবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প

৯.	২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
১০.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীনে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প
১১.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প
১২.	উপজেলা / সার্কেল ভূমি অফিস সমূহে স্থাপিত রেকর্ডরুমসমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প
১৩.	বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
১৪.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত রেকর্ডরুমসমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প

.....

অধ্যায় ষষ্ঠ : উদ্ভাবন উদ্যোগ কার্যক্রম

জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরনের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন রকম উদ্ভাবন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখায় এ পর্যন্ত মোট ৭৯টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তা ও উদ্যোগগুলো নিম্নরূপঃ

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগের তালিকা

ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠপর্যায়ে মোট পাইলট: ৭৯ টি , সম্পন্ন উদ্যোগ-৩১ টি

ক্র.নং	আইডিয়ার শিরোনাম	বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবি এবং বাস্তবায়ন স্থান
১	ভিপি/এপি (সম্পত্তি) নবায়ন প্রক্রিয়া সহজিকরণ	মো: এনামুল হক, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন অতি:জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নীলফামারী)
২		মোঃ নুরুল হুদা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), শ্রীমংগল, মৌলভীবাজার
৩		মো: মামুন খন্দকার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সুনামগঞ্জ সদর
৪	ভূমিহীন ও কৃষি খাস জমির ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া সহজিকরণ	প্রকাশ কান্তি চৌধুরী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মৌলভীবাজার
৫		প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব),সিরাজগঞ্জ
৬		মোঃ শামীমুর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
৭		এ,এইচ, এম জামেরী হাসান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ,উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৮	অটোমেশন পদ্ধতিতে ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন	মোঃ আসিফুর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি),যশোর সদর
৯		মোঃ যুবায়ের ,সহকারী কমিশনার (ভূমি) , সাভার, ঢাকা
১০		মোঃ আতাহার মিয়া, সহকারী কমিশনার (ভূমি),সদর, ঝালকাঠি
১১		চৌধুরী আশরাফুল করিম, সহকারী কমিশনার (ভূমি),চাঁদপুর সদর
১২		শামীম বানু শান্তি, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কেরানিগঞ্জ, ঢাকা
১৩		মুকতাদিরুল আহমেদ, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইসলামপুর, জামালপুর
১৪	ভূমি ও ভূমি সেবা প্রক্রিয়া বিষয়াদি	সাদেকুর রহমান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থান: সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে

	মোবাইল এপসের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার দোরগড়ায় সরবরাহ	জয়পুরহাট সদর এবং মান্দা, নওগাঁ)
১৫	ভিপি সম্পত্তি নামজারী (মিসকেসের মাধ্যমে)	এ,কে,এম তাজকির উজ-জামান, উপজেলা নিবার্হী অফিসার, মহাদেবপুর, নওগা
১৬	জনবান্ধব ভূমি অফিস	মোঃ শাহাদত হোসেন কবির উপজেলা নিবার্হী অফিসার, দেলদুয়ার , টাঙ্গাইল
১৭		এ,বি,এম, রওশন কবীর, বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, রংপুর (প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থান: সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে রংপুর সদর)
১৮		মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
১৯	খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে ভুমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি ও প্রদান সহজিকরন	মোঃ তানজিল্লুর রহমান, সহকারী কমিশনার ভূমি, কুমারখালি, কুষ্টিয়া
২০		মুহাম্মদ নাজমুল হক, সহকারী কমিশনার ভূমি, মংলা, বাগেরহাট
২১	পার্বত্য জেলায় জমি বিক্রয় অনুমতি এবং রেকর্ড সংশোধন	মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন অতি:জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বান্দরবান)
২২	বিবিধ মোকদ্দমা নিস্পত্তি সহজীকরণ	মো: তৌফিক আল মাহমুদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নাটোর
২৩		মোঃ আরাফাত রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি),সদর, বগুড়া (প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থান: গোপালপুর, টাঙ্গাইল)
২৪		শাহিনা পারভীন, সহকারী কমিশনার (ভূমি),সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ
২৫		নাজমা আশরাফী সহকারী কমিশনার(ভূমি),আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ
২৬		জান্নাতুল ফেরদৌস সহকারী কমিশনার (ভূমি),গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী
২৭	হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া সহজীকরণ	মোঃ লিয়াকত আলী সেখ সহকারী কমিশনার (ভূমি),পুঠিয়া, রাজশাহী
২৮	ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ	মোঃ ওলিউজ্জামান, সহকারী কমিশনার (ভূমি),হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর
২৯		মো: গোলাম জাকারিয়া, সহকারী কমিশনার(ভূমি), কটিয়াদী, কিশোরগন্জ
৩০		মোম্মদ রফিকুল হক, সহকারী কমিশনার (ভূমি) , চকরিয়া, কক্সবাজার (প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থান: রামগঞ্জ, লক্ষীপুর)
৩১		মির্জা মুরাদ হাসান বেগ, সহকারী কমিশনার (ভূমি),তেতুলিয়া, পঞ্চগড়

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগের তালিকা

ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠপর্যায়ে মোট পাইলট: ৭৯ টি , অসম্পন্ন উদ্যোগ-৪৮ টি

ক্র.নং	আইডিয়ার শিরোনাম	বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবি এবং বাস্তবায়ন স্থান
1.	উপজেলা পর্যায়ে ক তফশিলভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির লীজমানি আদায় ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ	মিন্টু চৌধুরী, সহকারী কমিশনার (ভূমি), রাজনগর, মৌলভীবাজার
2.		সানোয়ারুল হক, সহকারী কমিশনার (ভূমি), টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল
3.	চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণ	মোঃ আবু ওয়াদুদ,সহকারী কমিশনার(ভূমি),শাহজাদপুর,সিরাজগঞ্জ
4.		কামরুন নাহার, সহকারী কমিশনার (ভূমি),সদর, মানিকগঞ্জ
5.		মোঃ জাকিউল ইসলাম, সহকারী কমিশনার(ভূমি),চারঘাট,রাজশাহী
6.		মোঃ মোবারক হোসেন, সহকারী কমিশনার(ভূমি),গুরুদাসপুর,নাটোর
7.		মোঃ জাহিদ নেওয়াজ, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ঈশ্বরদী, পাবনা
8.		মোঃ আকরাম আলী, সহকারী কমিশনার (ভূমি),উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ
9.	সায়রাত রেজিস্টার (রেজিঃ-০৬) ডিজিটাইজেশন (জলমহাল)	প্রভাংশু সোম মহান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
10.	ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের (ডিজিটাল পদ্ধতি) মাধ্যমে অধিগ্রহণজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান।	মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ফেনী
11.	রাজস্ব আদালতের মামলা নিষ্পত্তি সহজীকরণ	মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
12.	মিসকেস নিষ্পত্তি সহজীকরণ এবং যথাসম্ভব প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনহয়রানি দূরীকরণ	মুহা: শওকাত আলী, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সদর, পাবনা
13.	উপজেলা ভূমি অফিসের সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য ও পরামর্শ সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য 'ল্যান্ড কল সেন্টার' স্থাপন	মাসুমা আক্তার, সহকারী কমিশনার (ভূমি),রাজাপুর, ঝালকাঠি
14.	সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ	মুঃ বিল্লাল হোসেন খান, পজেলা নির্বাহী অফিসার ,বটিয়াঘাটা, খুলনা
15.		মোঃ মুজিবুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নীলফামারী
16.	Khasland Settlement Process Simplification Using Quantification Method (Comparative Analysis Tool)	গোলাম রব্বানী, সহকারী কমিশনার (ভূমি),দিনাজপুর সদর
17.	SMSএর মাধ্যমে নামজারী/জমা-খারিজ/অর্পিত সম্পত্তি/আপিল মিস	আহম্মদ আলী, সহকারি কমিশনার (ভূমি), গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

18.	কেস সহ সকল শুনানীর নোটিশ জারি নিশ্চিতকরণ	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সহকারি কমিশনার (ভূমি),কাহারোল, দিনাজপুর
19.		মোঃ নাসিম আহমেদ, সহকারি কমিশনার (ভূমি),পীরগাছা, রংপুর
20.	ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ করে মোবাইলে এস এম এসের মাধ্যমে অবহিতকরণ ও আদায়	শিহাব উদ্দিন আহমদ, সহকারী কমিশনার (ভূমি)হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
21.		মোঃ সাঈদুজ্জামান খান , সহকারী কমিশনার (ভূমি),কালকিনি, মাদারীপুর
22.		মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি),দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর
23.	হাট-বাজারে চান্দিনা ভিটির একসনা বন্দোবস্ত নবায়ন সহজীকরণ	পঙ্কজ বড়ুয়া, সহকারী কমিশনার (ভূমি), হাতিয়া, নোয়াখালী
24.		আজহারুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দশমিনা, পটুয়াখালী
25.		মোঃ ফকরুল হাসান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), নীলফামারী সদর
26.		মোঃ মিজানুর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), জলঢাকা, নীলফামারী
27.		ঝুমুর বালা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার , উজিরপুর, বরিশাল
28.		দীপঙ্কর রায়, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কুড়িগ্রাম সদর
29.	ভিপি লীজকেসের ডাটাবেজ তৈরি ও পোর্টালে আপলোড করা	মোঃরবিউল ইসলাম, সহকারি কমিশনার (ভূমি), কালিয়া, নড়াইল
30.	রেজিস্টার-২ অনুযায়ী সঠিক দাবি নির্ধারণপূর্বক অনলাইনে ডাটাবেইজ তৈরী করতঃ ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান সহজীকরণ	আবু আসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি),কলমাকান্দা, নেত্রকোনা
31.		শাহনাজ বেগম, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ফুলতলা, খুলনা
32.	“Land Awareness for Nation Development (LAND) & Simplification of Land Services (SLS)” “জাতি গঠনে ভূমি সচেতনতা ও ভূমি সেবা সহজীকরণ”	তাসলিমা আহমেদ পলি, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কিশোরগঞ্জ সদর
33.		শামীম বানু শান্তি, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কেরানিগঞ্জ, ঢাকা
34.		আবুল কালাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) , লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
35.	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে হয়রানি লাঘব	কমল কুমার ঘোষ, সহকারী কমিশনার (ভূমি)বদরগঞ্জ, রংপুর
36.	নামজারী পরবর্তী রেকর্ড সংশোধন ও হালনাগাদ দ্রুতকরণ	জুলিয়া সুকায়না সহকারী কমিশনার (ভূমি), তালা, সাতক্ষীরা
37.	ভূমি উন্নয়ন কর মেলার আয়োজন	কাজী মো: সায়েমুজ্জামান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), গলাচিপা, পটুয়াখালী
38.		মোঃ হুমায়ূন কবির, সহকারী কমিশনার (ভূমি), পটুয়াখালী সদর
39.		মোঃ ইলিয়াছুর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), বরিশাল সদর
40.	চান্দিনা ভিটি ইজারা ও নবায়ন প্রদান	শাহ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি),

		উজিরপুর, বরিশাল
41.	হেল্পডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে সহজ উপায়ে ভূ- মালিকগণকে খসড়া খতিয়ানের (পরচা) সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহ করা	ধ্রুব রঞ্জন দেব বিশ্বাস সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, গোয়াইনঘাট, সিলেট
42.	আপত্তি কেস শুনানীতে ই-সার্ভিসের ব্যবহার	সরদার মোঃ মোস্তফা কামাল সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, সদর, জামালপুর
43.		মোঃ সাইফুল ইসলাম সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
44.		মোঃ শরিফুল হক সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়
45.		মোঃ আব্দুল কাদের সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, ডোমার, নীলফামারী
46.		মোঃ মোস্তাফিজার রহমান সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, রানীসংকৈল, ঠাকুরগাঁও
47.		আ,ক,ম জহিরুল ইসলাম সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, চারঘাট,রাজশাহী
48.	দ্রুততম সময়ে শুদ্ধ রেকর্ড ও নকসা প্রস্তুত	মোঃ মনিরুল ইসলাম সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিস, বরিশাল

- সমাপ্ত -